পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1639, Saturday, July 26, 2025 FREE www.parichoy.com

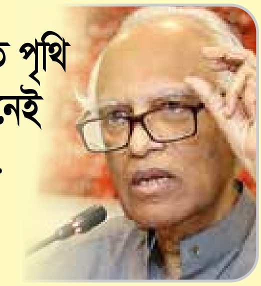

এত ধরনের ডাকাত পৃথিবীর আর কোথাও নেই

- পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

- যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আমাদের 'বড় ঝুঁকিতে' ফেলতে যাচ্ছে -বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল : ৫ম পাতায়
- ইসরায়েলের উচিত গাজায় সামরিক অভিযান আরও জোরদার করা - ট্রাম্প : ৫ম পাতায়
- আর ভারত থেকে নিয়োগ নয়! নিজেদের দেশে নজর দিন, গুগল, মাইক্রোসফটকে কড়া নির্দেশ ট্রাম্পের - ৬ষ্ঠ পাতায়
- ট্রাম্পের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক করছে ভারত : ৬ষ্ঠ পাতায়
- হঠাৎ কেন ইউনেসকো থেকে বেরিয়ে গেল আমেরিকা! : ৬ষ্ঠ পাতায়
- নির্ধারিত সময়ের আগেই অধিবেশন মুলতবি, এপস্টাইন নথি নিয়ে কংগ্রেসে তুমুল বিতর্ক : ৭ম পাতায়
- প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে মানসিক সমস্যার হার বাড়ছে, একা থাকার যন্ত্রণা নাকি পরিচয়ের সংকট?- ৮ম পাতায়
- বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার বেশি যুক্তরাষ্ট্রে, কম ভারতে - ৮ম পাতায়
- যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কচাপ সামাল দিতে 'সফট ডিপ্লোমেসি'র পথে বাংলাদেশ - ৯ম পাতায়
- নির্বাচন নিয়ে ভিন্ন অবস্থানে বিএনপি, জামায়াত আর এনসিপি - ৯ম পাতায়

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

ওবামার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ ট্রাম্পের

সংবিধান পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে আগের পদ্ধতিতেই নির্বাচন হবে - সিইসি

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুন: ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA: 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX: 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND: 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Accident cases
Attorneys at Law
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
- Income Tax
- Business Tax & Audit
- Sales Tax
- Business Setup
- Payroll
- IRS Tax Problem resolution

718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C: 347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৯৯-১১৭৯

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS. 100% JOB PLACEMENT RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

হাতের মুঠোয় পরিচয় পড়ুন
2:38
Search
Weekly Parichoy
Today at 23:45
নিউইয়র্ক থেকে গত ২৯ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত সাপ্তাহিক পরিচয় এর ০৫ ডিসেম্বর, ২০২০ তারিখের (১৩৯৭ তম) সংখ্যা।
পরিচয়
TARIFFS
ট্রাম্পের 'অর্থনৈতিক স্বর্ণযুগ' আমেরিকানদের খরচের বোঝা বাড়াবে, বলছেন বিশেষজ্ঞরা
যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আরোপে শঙ্কায় বাংলাদেশ
CHAUDRI CPA P.C.
AHAD&CO
CPA FIRM IN NYC
আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934
Aladdin
নিরাপদে থাকুন
ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন
parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● এটি ছিল রাষ্ট্রদ্রোহ। বারাক হোসেন ওবামা ছিলেন এই ষড়যন্ত্রের মূল হোতা। হিলারি ক্লিনটন ছিলেন তাঁর পাশে, স্লিপি জো বাইডেনও ছিলেন এবং সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কোমি, সাবেক ডিএনআই পরিচালক জেমস ক্ল্যাপারসহ সেই পুরো দলটাই। তারা একটি নির্বাচন হ্যাক করতে চেয়েছিল এবং ধরা পড়ে যায়। এরপর ২০২০ সালের নির্বাচন তারা সত্যিই হ্যাক করেছিল। আমি জানতাম, আমি সেই নির্বাচনে অনেক ভোটে জিতেছিলাম। তাই আমি আবারও লড়াই করলাম এবং বিশাল ব্যবধানে জয়ী হলাম।'- 'রাশিয়াগেট' এবং 'ভোট জালিয়াতি' নিয়ে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প

● ট্রাম্পকে হেয় করতে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ও তার প্রশাসনের কর্মকর্তারা - গোয়েন্দাপ্রধান তুলসী গ্যাবার্ড

● 'ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার পরিকল্পনাকে 'জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান' করেছে ওয়াশিংটন। এটি কেবল হামাসের প্রোপাগান্ডাকে আরো উসকে দেয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে পিছিয়ে দেয়।' - যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও

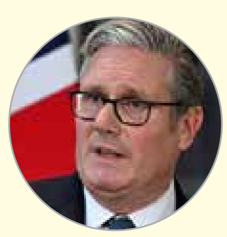

● ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় মানুষের যে দুর্ভোগ চলছে তা "অবর্ণনীয় এবং কোনোভাবেই যৌক্তিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়।"- ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ার স্টারমার

● "আমি মনে করি 'টক শো' বন্ধ করা উচিত। ঝগড়া, কুৎসা রটনা, গুজব ছড়ানো, নির্লজ্জ মিথ্যাচার, গলাবাজি করে বেহায়ার মতো বচন এসব দিয়ে জাতির কী লাভ হচ্ছে?" - টেলিভিশনের টক শো নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করে সাবেক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আমান আযমী

● যারা নিজেদের আন্দোলনের কান্ডারী বলে দাবি করে, তাঁরা কি নিজেদের চেহারা একবারও আয়নায় দেখেনা? - আল জাজিরার অনুসন্ধানী সাংবাদিক জুলকারনাইন সায়ের খান ওরফে সামি

● বাংলাদেশে সংকটের জন্য শতভাগ দায়ী সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক, তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই - সাংবাদিকদের বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

সংবিধান পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে আগের পদ্ধতিতেই নির্বাচন হবে - সিইসি

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন বলেছেন, সংবিধান পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন পূর্ববর্তী ব্যবস্থায়ই অনুষ্ঠিত হবে।
তিনি বলেন, "নির্বাচনের আগে দুই মাসে তফসিল ঘোষণা করা হবে, তখন নির্বাচনের তারিখ, মনোনয়নপত্র জমাসহ বিস্তারিত সূচি জানানো হবে।"
শনিবার (২৬ জুলাই) সকালে খুলনায় নির্বাচন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এসব কথা বলেন তিনি।
সিইসি বলেন, "সুষ্ঠু নির্বাচন করতে নানা চ্যালেঞ্জের মুখে আমরা। তবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে - মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা। নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা নষ্ট হয়ে গেছে। তাই ভোটারদের ভোটকেন্দ্রমুখী করাটাও আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ।"
তিনি আরও বলেন, "নির্বাচনের আগে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ চলছে। তবে নতুন এক বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রযুক্তির অপব্যবহার সামনে এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় যাচাই-বাছাই না করেই বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়ানো হচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (অও) ব্যবহার করে ব্যক্তির বক্তব্য হুবহু নকল করে ছড়ানো হচ্ছে - যা অনেক সময় সত্য-মিথ্যার বিভাজন কঠিন করে তোলে। এটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে উঠতে পারে।"
সিইসি সাংবাদিকদের গুজব ও বিভ্রান্তিকর তথ্য থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, "আমরা একটি গ্রহণযোগ্য, নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন আয়োজনের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই প্রক্রিয়ায় মিডিয়ার সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।" মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন খুলনার আঞ্চলিক নির্বাচন কর্মকর্তা ফয়সল কাদের, খুলনা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ফারাজি বেনজির আহম্মেদসহ বিভিন্ন পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।
সিইসি বলেন, "নির্বাচন একটি জটিল প্রক্রিয়া, এর সফলতা নির্ভর করে নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন, রাজনীতি, ভোটার এবং গণমাধ্যম - সবার সম্মিলিত ভূমিকার ওপর। দেশের ভবিষ্যৎ যেন অন্ধকারে না পড়ে, সে জন্য স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করতে হবে।"

না খেয়ে আছে গাজার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ ইসরায়েলের উচিত গাজায় সামরিক অভিযান আরও জোরদার করা - ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক : মধ্যপ্রাচ্যে যুদ্ধের পরিস্থিতি আবারও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। হামাস মার্কিন-সমর্থিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব ফিরিয়ে দেওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কঠোর পদক্ষেপের আহবান জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ইসরায়েলের উচিত গাজায় সামরিক অভিযান আরও জোরদার করা। স্কটল্যান্ড সফরের আগে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, হামাসের শান্তি চুক্তিতে আগ্রহ নেই। তারা যুদ্ধ চায়। আমার মনে হয়, তারা মরতে চায়। এটা খুবই খারাপ অবস্থা। এখন ইসরায়েলকে এই সংঘাত শেষ করতে হবে।
ট্রাম্পের এই বক্তব্য এসেছে এমন সময়, যখন মার্কিন শান্তি দূত স্টিভেন উইটকফ মধ্যপ্রাচ্য সংকট নিয়ে আলোচনা স্থগিত করেছেন। গাজায় বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ পরবর্তী শুল্ক আলোচনা ২৯ জুলাই

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আমাদের 'বড় ঝুঁকিতে' ফেলতে যাচ্ছে -বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য শুল্ক বাংলাদেশকে বড় ধরনের ঝুঁকিতে ফেলতে যাচ্ছে বলে শঙ্কা প্রকাশ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। শনিবার (২৬ জুলাই) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে রাজধানীর রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, ট্রাম্পের ট্যারিফ (শুল্ক) সামনে বড় বিপদে ফেলতে পারে। মনে রাখবেন, রাজনৈতিক দল দেশের উন্নয়নে জনস্বার্থে সবসময় ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে।
তিনি বলেন, রাতারাতি সংস্কার করে ফেলা সম্ভব নয়। এজন্য সময় লাগবে। তবে সেজন্য গণতান্ত্রিক চর্চা বাদ দিয়ে বসে থাকা যাবে না। কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া ঠিক হবে না।
এজন্য কোনো রকম বিলম্ব না করে অতি দ্রুত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় যেতে হবে বলে মনে করেন তিনি। বিএনপি মহাসচিব বলেন, গণতান্ত্রিক উপায়ে জনগণের প্রতিনিধিকে সংসদে পাঠিয়ে সংস্কার করতে হবে।
বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ অবান্তর বললেন বাণিজ্য উপদেষ্টা
পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ অবান্তর বলে মন্তব্য করেছেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ মন্তব্য করেন।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়াচ্ছে যে বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তি বা সুবিধা দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে দেওয়া হয়েছে- এ প্রসঙ্গে বক্তব্য জানতে চাইলে বাণিজ্য উপদেষ্টাকে বলেন, "আমার এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য নেই। আপনার মতো আমিও একজন বাংলাদেশি। বাংলাদেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে আমরা কেন কাজ করব? এটা সম্পূর্ণ অবান্তর প্রশ্ন।"
উপদেষ্টা বলেন, "যদি আমরা দেশের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে চুক্তি করি, তাহলে তো আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকের প্রয়োজনই হতো না। নির্দিষ্ট কোনো কিছু মেনে নিয়ে কাজটা করে ফেললেই হয়ে যেত। স্বার্থ ক্ষুণ্ন করার প্রশ্ন এলে পরিশ্রমের দরকার নেই। সামাজিক বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে যাত্রীদের স্বজনদের প্রবেশ সীমিত করল কর্তৃপক্ষ

পরিচয় ডেস্ক : ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে যাত্রীদের স্বজনদের প্রবেশে সীমাবদ্ধতা আরোপ করেছে কর্তৃপক্ষ। যাত্রীদের বিদায় বা স্বাগত জানাতে বিমানবন্দর এলাকার ডিপারচার ড্রাইভওয়ে ও এরাইভাল ক্যানোপিতে যাত্রীর সঙ্গে সর্বোচ্চ ২ জন ব্যক্তি প্রবেশ করতে পারবেন।
রবিবার (২৮ জুলাই) থেকে এই নিয়ম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছে বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ। যাত্রীদের যাতায়াত স্বাভাবিক রাখা, যানজট ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে বৃহস্পতিবার রাতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ। এছাড়াও বিমানবন্দর এলাকায় আগত সবাইকে সুশৃঙ্খলভাবে চলাচল এবং সহযোগিতার জন্য অনুরোধ জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

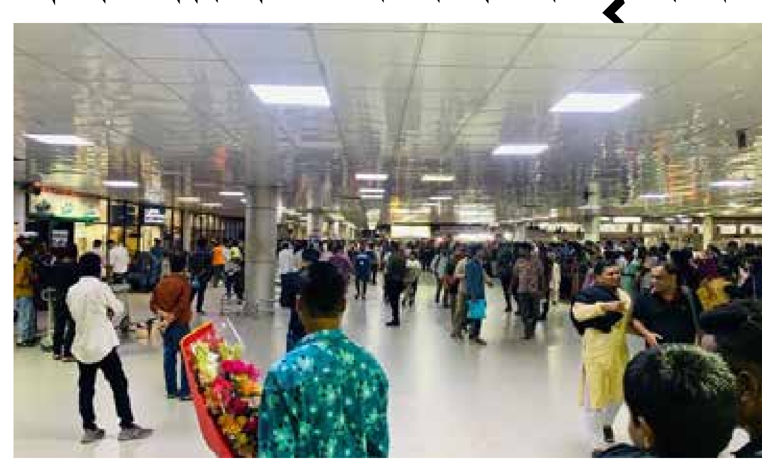

৫ম পাতার ৫ম নিউজ
হিন্দু মন্দির নিয়ে কেন সংঘাতে জড়াল বৌদ্ধ-অধ্যুষিত থাইল্যান্ড-কম্বোডিয়া
পরিচয় ডেস্ক : সীমান্তবর্তী এক প্রাচীন শিবমন্দিরকে কেন্দ্র করে আবার উত্তপ্ত থ ােইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার সম্পর্ক। গত ২৪ জুলাই বৃহস্পতিবার দুপক্ষের মধ্যে শুরু হয় এক দশকের মধ্যে ভয়াবহতম সংঘাত। চলমান সংঘাতে এখন পর্যন্ত অন্তত ১৬ জন নিহত হয়েছে, আহত হয়েছে অনেকে। নিরাপত্তার আশঙ্কায় বাড়িঘর ছাড়তে হয় দুই দেশের প্রায় দেড় লাখ মানুষকে। দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কও ঠেকেছে তলানিতে। কিন্তু মাত্র ৪ দশমিক ৬ কিলোমিটার ওই সীমান্ত এলাকায় কী এমন আছে, যা নিয়ে দশকের পর দশক ধরে বিরোধ চলে আসছে এই দুই প্রতিবেশীর মধ্যে?
দুই দেশের মধ্যে প্রকাশ্য বিরোধ শুরু হয় ২০০৮ সালে। আন্তর্জাতিকভাবে ওই ৪ দশমিক ৬ কিলোমিটার এলাকা 'বিরোধপূর্ণ এলাকা' হিসেবে পরিচিত। মূলত দুটি মন্দিরের মালিকানা নিয়ে বিরোধ দুই দেশের। ২০০৮ সালে ওই দুই মন্দিরের একটিকে (প্রিয়াহ ভিহিয়ার) বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে ইউনেসকোর কাছে আবেদন করে কম্বোডিয়া এবং তা গৃহীতও হয়। তখনই থাইল্যান্ড তীব্র প্রতিবাদ জানায়, রাজনৈতিক অস্থিরতারও কারণ হয়। সীমান্ত সংঘাতের কেন্দ্রে থাকা ওই দুই মন্দিরের নাম প্রিয়াহ ভিহিয়ার মন্দির ও তা মন থম। এগারো শতকের হিন্দু মন্দির এগুলো। প্রায় ৫২৫ মিটার উচ্চতায় দাংরেক পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত এই খেমার স্থাপত্য ইউনেসকো ঘোষিত বিশ্ব ঐতিহ্য। বৌদ্ধ-অধ্যুষিত কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডড়্দুই দেশের মানুষের কাছেই এই দুই মন্দিরের ধর্মীয় গুরুত্ব অনেক। এটি একদিকে ধর্মীয় ঐতিহ্য, আবার অন্যদিকে জাতীয় গর্ব ও ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের প্রতীক হয়ে উঠেছে। থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে এই সীমান্ত বিরোধের বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY
সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

আর ভারত থেকে নিয়োগ নয়! নিজেদের দেশে নজর দিন, গুগ্‌ল, মাইক্রোসফ্‌টকে কড়া নির্দেশ ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : ট্রাম্পের অভিযোগ, প্রযুক্তিশিল্পের 'বিশ্বায়ন মানসিকতা'র জন্যই পরোক্ষে মার্কিন নিয়োগের বাজারে টান পড়ছে। এতে অনেক আমেরিকান উপেক্ষিতও বোধ করছেন। শুধু তা-ই নয়, ট্রাম্পের দাবি, শীর্ষ প্রযুক্তি সংস্থাগুলির বেশির ভাগই আমেরিকাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা করছে, কিন্তু বিনিয়োগ করছে দেশের বাইরে।

ট্রাম্পের অভিযোগ, প্রযুক্তিশিল্পের 'বিশ্বায়ন মানসিকতা'র জন্যই পরোক্ষে মার্কিন নিয়োগের বাজারে টান পড়ছে। এতে অনেক আমেরিকান উপেক্ষিতও বোধ করছেন। শুধু তা-ই নয়, ট্রাম্পের দাবি, শীর্ষ প্রযুক্তি সংস্থাগুলির বেশির ভাগই আমেরিকাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা করছে, কিন্তু বিনিয়োগ করছে দেশের বাইরে। ট্রাম্পের অভিযোগ, প্রযুক্তিশিল্পের 'বিশ্বায়ন মানসিকতা'র জন্যই পরোক্ষে মার্কিন নিয়োগের বাজারে টান পড়ছে। এতে অনেক আমেরিকান উপেক্ষিতও বোধ করছেন। শুধু তা-ই নয়, ট্রাম্পের দাবি, শীর্ষ প্রযুক্তি

সংস্থাগুলির বেশির ভাগই আমেরিকাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা করছে, কিন্তু বিনিয়োগ করছে দেশের বাইরে।

ট্রাম্পের অভিযোগ, প্রযুক্তিশিল্পের 'বিশ্বায়ন মানসিকতা'র জন্যই পরোক্ষে মার্কিন নিয়োগের বাজারে টান পড়ছে। এতে অনেক আমেরিকান উপেক্ষিতও বোধ করছেন। শুধু তা-ই নয়, ট্রাম্পের দাবি, শীর্ষ প্রযুক্তি সংস্থাগুলির বেশির ভাগই আমেরিকাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা করছে, কিন্তু বিনিয়োগ করছে দেশের বাইরে।

ট্রাম্পের অভিযোগ, প্রযুক্তিশিল্পের 'বিশ্বায়ন মানসিকতা'র জন্যই পরোক্ষে মার্কিন নিয়োগের বাজারে টান পড়ছে। এতে অনেক আমেরিকান উপেক্ষিতও বোধ করছেন। শুধু তা-ই নয়, ট্রাম্পের দাবি, শীর্ষ প্রযুক্তি সংস্থাগুলির বেশির ভাগই আমেরিকাকে কাজে লাগিয়ে মুনাফা করছে, কিন্তু বিনিয়োগ করছে দেশের বাইরে। সংবাদসুত্র আনন্দবাজার. কম

ট্রাম্পের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক করছে ভারত

পরিচয় ডেস্ক : পাকিস্তানের সেনাপ্রধানের সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যাহ্নভোজ ও বৈঠকের পর ভারত গোপনে কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ওয়াশিংটনকে সতর্ক করে বলা হয়েছিল, নয়াদিল্লি এখন চীনের সাথে সম্পর্ক পুনর্গঠন করছে, যা ভারত-যুক্তরাষ্ট্র দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ঝুঁকিতে ফেলছে।

কয়েক দশক ধরে সমৃদ্ধ সম্পর্কের পর এই বৈঠক এবং মার্কিন-ভারত সম্পর্কের অন্যান্য উত্তেজনা বাণিজ্য আলোচনায় ছায়া ফেলেছে। কারণ ট্রাম্প প্রশাসন ইন্দো-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার অন্যতম প্রধান অংশীদারের বিরুদ্ধে শুল্ক আরোপের কথা বিবেচনা করছে।

তিনজন ভারতীয় সরকারি কর্মকর্তা রয়টার্সকে জানিয়েছেন, *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কেনেডি সেন্টারের অপেরা হাউসের নাম 'মেলানিয়া ট্রাম্প' রাখতে চায় রিপাবলিকানরা

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভসে রিপাবলিকানরা ওয়াশিংটনের জন এফ. কেনেডি সেন্টার ফর দ্য পারফর্মিং আর্টসের অপেরা হাউসের নাম পরিবর্তন করে সাবেক ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্পের নামে রাখার প্রস্তাব করেছে।

গত ২২ জুলাই মঙ্গলবার ২০২৬ সালের বাজেট নিয়ে বিতর্কের সময় রিপাবলিকান নিয়ন্ত্রিত হাউস অ্যাপ্রোপ্রিয়েশন্স কমিটি এক ভোটে পাস করা শর্তে অর্থায়নকে এই নাম পরিবর্তনের সঙ্গে যুক্ত করে।

আইডাহোর কংগ্রেসম্যান মাইক সিম্পসন 'ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প অপেরা হাউস' নামকরণের সংশোধনী উত্থাপন করে *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

ইজরায়েলি হানার প্রতিবাদ করার 'অপরাধে' ৮০ ছাত্রছাত্রীকে বহিষ্কার! সিদ্ধান্ত কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের

পরিচয় ডেস্ক :হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্প সরকারের চাপ উপেক্ষা করেছিলেন। কিন্তু সরকার-নির্দেশিত পথেই হাঁটল নিউ ইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়। প্যালেস্টাইনের সমর্থনে এবং গাজায় ইজরায়েলি হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ দেখানোর 'অপরাধে' প্রায় ৮০ জন ছাত্রছাত্রীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হল।

বহিষ্কৃত ছাত্রছাত্রীর মধ্যে কয়েক জনের ডিগ্রি বাতিলেরও সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ! গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাঙ্কের মতো প্যালেস্টাইনি ভূখণ্ডে ইজরায়েলি ফৌজের ধারাবাহিক হামলা এবং সাধারণ নাগরিকদের হত্যার প্রতিবাদে হার্ভার্ড-সহ আমেরিকার বেশ কিছু কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে গত বছর থেকে শুরু হওয়া বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল নিউ ইয়র্ক সিটির কলম্বিয়াতেও। তেল আভিভের সঙ্গে সব ধরনের আর্থিক ও শিক্ষামূলক সম্পর্ক ছিন্ন করার দাবি জানিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিল

ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংগঠন 'কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি অ্যাপারথিড ডাইভেস্ট' (সিইউএডি)।

সিইউএডি-র তরফে জানানো হয়েছে, শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীরা গত মে মাসে বাটলার লাইব্রেরিতে বিক্ষোভ এবং ২০২৪ সালে 'অ্যালামনাই উইকেন্ড'-এ ক্যাম্পাসে তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান-আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ এনে শাস্তিমূলক পদক্ষেপ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত এপ্রিল মাসে ট্রাম্প সরকার অভিযোগ করেছিল, যুক্তরাষ্ট্রে *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

হঠাৎ কেন ইউনেসকো থেকে বেরিয়ে গেল আমেরিকা!

পরিচয় ডেস্ক : জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনেস্কো থেকে আবারও সরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মঙ্গলবার (২৩ জুলাই) এ সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে জানায় হোয়াইট হাউস। মার্কিন প্রশাসনের ভাষ্য, সংস্থাটিতে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি এবং ইসরাইলবিরোধী পক্ষপাতমূলক অবস্থানের কারণেই এ সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

ট্রাম্প এর আগের মেয়াদেও ইউনেস্কো থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তবে প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ক্ষমতায় এসে ইউনেস্কোতে যুক্তরাষ্ট্রকে আবারও যুক্ত করেন। এবার দ্বিতীয় দফায় ট্রাম্প ক্ষমতায় এসেই ফের ইউনেস্কো ত্যাগের ঘোষণা দিলেন। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস বলেন, "ইউনেস্কোতে যুক্তরাষ্ট্রের সদস্যপদ থাকা আমাদের জাতীয় স্বার্থবিরোধী। সংস্থাটি বিভেদমূলক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক চেতনা ছড়িয়ে দিচ্ছে। জাতিসংঘের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ওবামার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে বলেছেন, ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের বিষয়টি বানিয়ে তার প্রচারাভিযানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছিল। ট্রাম্প দাবি করেছেন, এটি ছিল "রাষ্ট্রদ্রোহ"।

ট্রাম্প এ অভিযোগ করেন ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়রের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠকের সময়। তিনি বলেন, 'ওবামাই নেতা ছিল। হিলারি ক্লিনটনসহ অনেকেই ছিল, কিন্তু ওবামা নেতৃত্ব দিয়েছিল। এটি রাষ্ট্রদ্রোহ, এবং কেউ কখনো এমন কিছু কল্পনাও করতে পারেনি।' তবে ট্রাম্প তার অভিযোগের পক্ষে কোনও প্রমাণ উপস্থাপন করেননি।

ট্রাম্পের অভিযোগের পেছনে গাবার্ডের মন্তব্য

ট্রাম্পের এই মন্তব্য আসে তার গোয়েন্দা প্রধান তুলসি গাবার্ডের এক ঘোষণার পরে। গত ২০১৬ সালের নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপের অভিযোগ তোলার জন্য সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এবং তৎকালীন শীর্ষ মার্কিন নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে বিচার করার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক তুলসি গ্যাবার্ড। তিনি এই ঘটনাকে 'রাষ্ট্রদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র' আখ্যা দিয়ে বলেছেন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিজয়ের পর তাকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য এই ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল।

তুলসি গ্যাবার্ড বলেছেন, ওবামা এবং তার প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তারা 'একটি দীর্ঘমেয়াদী অভ্যুত্থানের ভিত্তি তৈরি করেছিলেন' এবং 'ভুয়া গোয়েন্দা তথ্য তৈরি করে' রাশিয়ার হস্তক্ষেপের অভিযোগ তুলেছিলেন।

তিনি দাবি করেছেন, এতে একটি বিতর্কিত নথি ব্যবহার করা হয়েছিল, যা ব্রিটিশ গোয়েন্দা বিশ্লেষক ক্রিস্টোফার স্টিল তৈরি করেছিলেন এবং যেটিকে তারা আগেই অবিশ্বস্ত হিসেবে জানতেন।

তুলসি গ্যাবার্ড বলেছেন, 'আমরা আজ যে তথ্য প্রকাশ করছি, তা স্পষ্ট করে দেখায় যে ২০১৬ সালে আমাদের দেশের সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দ্বারা রাষ্ট্রদ্রোহমূলক ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। তাদের লক্ষ্য ছিল আমেরিকান জনগণের ইচ্ছাকে অপমান করে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

নির্ধারিত সময়ের আগেই অধিবেশন মুলতবি, এপস্টাইন নথি নিয়ে কংগ্রেসে তুমুল বিতর্ক

পরিচয় ডেস্ক : কুখ্যাত অর্থলগ্নিকারী ও যৌন অপরাধী জেফরি এপস্টাইন সম্পর্কিত নথি প্রকাশে রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা বাধা দিচ্ছেনড়এমন অভিযোগের তীব্র বিরোধিতা করেছেন মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসন। বুধবার সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'কংগ্রেসের কেউ এপস্টাইনের নথি আটকে রাখছে না। কংগ্রেসের কেউ এমন কাজ করছে না।' জনসনের এই মন্তব্যের একদিন আগেই ডেমোক্র্যাটদের আনা এপস্টাইন নথি প্রকাশে ভোটাভুটির চেষ্টাকে পাশ কাটিয়ে তিনি আগস্ট মাসের জন্য অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করেন।

এই সিদ্ধান্তের পক্ষে যুক্তি দিয়ে জনসন বলেন, 'আমরা রিপাবলিকানরা ডেমোক্র্যাটদের এই রাজনৈতিক প্রহসনে অংশ নিতে রাজি নই। তাই নিয়মকানুন নির্ধারণী কমিটির প্রক্রিয়াকে উপহাসের পাত্র হতে দিচ্ছি না।' *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

চীনে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে পারেন পুতিন, জানালো ক্রেমলিন

পরিচয় ডেস্ক : দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৮০তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেপ্টেম্বরে বেইজিং যাচ্ছেন এবং মার্কিন নেতা যদি একই সময়ে চীন ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন তবে তিনি সেখানে তার মার্কিন সমকক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে পারেন, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন।

'আমরা বেইজিং ভ্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছি,' মুখপাত্র বলেছেন, 'এটি অবশ্যই রাষ্ট্রপ্রধানের এজেন্ডায় রয়েছে। তবে আমরা শুনিনি যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও বেইজিং যাচ্ছেন।' 'যদি এমন হয় যে তিনিও সেখানে থাকবেন, তাহলে বৈঠক করা যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে,' পেসকভ আরও বলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৮০তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

'বন্ধু' এপস্টিনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন ট্রাম্প, ক্লিনটন দুজনেই

পরিচয় ডেস্ক : কেবল ডোনাল্ড ট্রাম্পই নন, কুখ্যাত যৌন অপরাধী জেফ্রি এপস্টিনকে জন্মদিনে চিঠি পাঠিয়েছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের আরেক সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনও।

এর আগে এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, ২০০৩ সালে এপস্টিনের ৫০তম জন্মদিনে নগ্ন নারীর ছবি আঁকা চিঠি দিয়ে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও ট্রাম্প ওই খবরকে 'ভুয়া' বলে উড়িয়ে দিয়ে মানহানির মামলাও করেছেন।

এর মধ্যেই বিল ক্লিনটনের চিঠি নিয়েও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। জানানো হয়, এপস্টিনকে বিভিন্ন সময়ে পাঠানো প্রায় ৫০ জন প্রভাবশালী ব্যক্তির চিঠি একটি চামড়ার প্রচ্ছদে বাঁধানো বইয়ে সংকলিত রয়েছে। সেই সংকলনে ক্লিনটনের চিঠিটিও রয়েছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ক্লিনটনের পাঠানো চিঠিতে এপস্টিনের 'শিশুসুলভ কৌতূহলে' মুগ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে। চিঠিতে ইঙ্গিত রয়েছে, তারা দীর্ঘদিন ধরে একে অপরকে চিনতেন। তবে ক্লিনটন এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি।

চিঠির বইটিতে 'ফ্রেন্ডস', 'সায়েন্স', 'ব্রুকলিন', 'ফ্যামিলি'সহ বিভিন্ন অধ্যায় রয়েছে। ট্রাম্প ও ক্লিনটনের নাম 'ফ্রেন্ডস' অধ্যায়ে পাওয়া গেছে।

প্রতিবেদন আরও জানায়, কিছু চিঠি সোজাসাপ্টা শুভেচ্ছাবার্তা হলেও কিছু বার্তায় যৌনতা সম্পর্কিত অশালীন কৌতুক রয়েছে।

জেফ্রি এপস্টিন ফাইলস যুক্তরাষ্ট্রের এক বিতর্কিত *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

এপস্টেইন ফাইল কী, এটি নিয়ে এত আলোচনা-সমালোচনা কেন

পরিচয় ডেস্ক : এপস্টেইন ফাইল হলো কুখ্যাত যৌন নিপীড়ক ও নারী পাচারকারী জেফরি এপস্টেইন্‌সম্পর্কিত নথি, প্রমাণ ও আদালতের রেকর্ডের একটি বিশাল সংগ্রহ। ২০১৯ সালে কারাগারে মৃত্যুর (আত্মহত্যা) পর থেকে এই ফাইলগুলো নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়।

এপস্টেইন ফাইল্‌সম্পর্কিত বিষয়টি প্রকাশের পরেই এর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এমন বেশ কয়েকজন হাইপ্রোফাইল ব্যক্তির নাম সামনে এসেছে। এপস্টেইন-সংক্রান্ত একটি মামলার নথি থেকে জানা গেছে, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন, বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পসহ আরও অনেকেই এই তালিকায় রয়েছেন।

বিখ্যাত সাময়িকী ফোর্বসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, নির্যাতনের শিকার ভার্জিনিয়া জিওফ্রে ও এপস্টেইনের সাবেক প্রেমিকা ঘিসলাইন ম্যাক্সওয়েলের মধ্যে একটি মানহানি মামলার ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সমঝোতার অংশ হিসেবে এই মামলার নথি প্রথম সামনে আসে। সেখান থেকেই কিছু নাম প্রকাশ করা হয়েছিল।

ফোর্বসের প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, এই নথিতে অন্তত ১৫০ জনের নাম রয়েছে, যাঁরা বিভিন্নভাবে জেফরি এপস্টেইনের সঙ্গে জড়িত। এই জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ব্রিটিশ রাজপরিবার থেকে বিতাড়িত প্রিন্স অ্যান্ড্রু ছাড়াও এই তালিকায় যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন হলেন পপতারকা মাইকেল জ্যাকসন। এ ছাড়া বিখ্যাত মার্কিন জাদুগর ডেভিড কপারফিল্ড, মার্কিন বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান হাইব্রিজ ক্যাপিটালের সহপ্রতিষ্ঠাতা গ্লেন ডুবিন, নিউ মেক্সিকো অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর বিল রিচার্ডসন, আইনজীবী অ্যালান ডারশোভিৎজ এবং চেইন হোটেল হায়াতের চেয়ারম্যান ও ধনকুবের থমাস প্রিজকার উল্লেখযোগ্য।

ফাইলগুলোতে কী রয়েছে

মার্কিন অ্যাটর্নি জেনারেল পাম বন্ডির বক্তব্য অনুসারে, ফেডারেল সরকারের কাছে এপস্টেইনের ফৌজদারি মামলা্‌সম্পর্কিত 'এক ট্রাকবোঝাই' নথি রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেড়তাঁর ব্যক্তিগত বিমানের ফ্লাইট লগ ও যোগাযোগের তালিকা। এটি তাঁর 'ব্ল্যাক বুক' হিসেবেও পরিচিত, যা ইতিমধ্যেই অনলাইনে পোস্ট করা হয়েছে।

কিছু ছবি ও ভিডিওড়এর মধ্যে এপস্টেইন ও তাঁর নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের (যাদের মধ্যে কিছু নাবালক) ছবি ও ভিডিও রয়েছে, পাশাপাশি অবৈধ শিশু যৌন নির্যাতনের উপকরণ ও অন্যান্য পর্নোগ্রাফির ১০ হাজারের বেশি ডাউনলোড করা ভিডিও ও ছবি রয়েছে।

এই ফাইলগুলোতে পূর্বে 'জন ডো' (পরিচয়হীন কোনো পুরুষ) হিসেবে তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের নামও রয়েছে, যা ২০২৪ সালের *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

এত ধরনের ডাকাত পৃথিবীর আর কোথাও নেই - পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

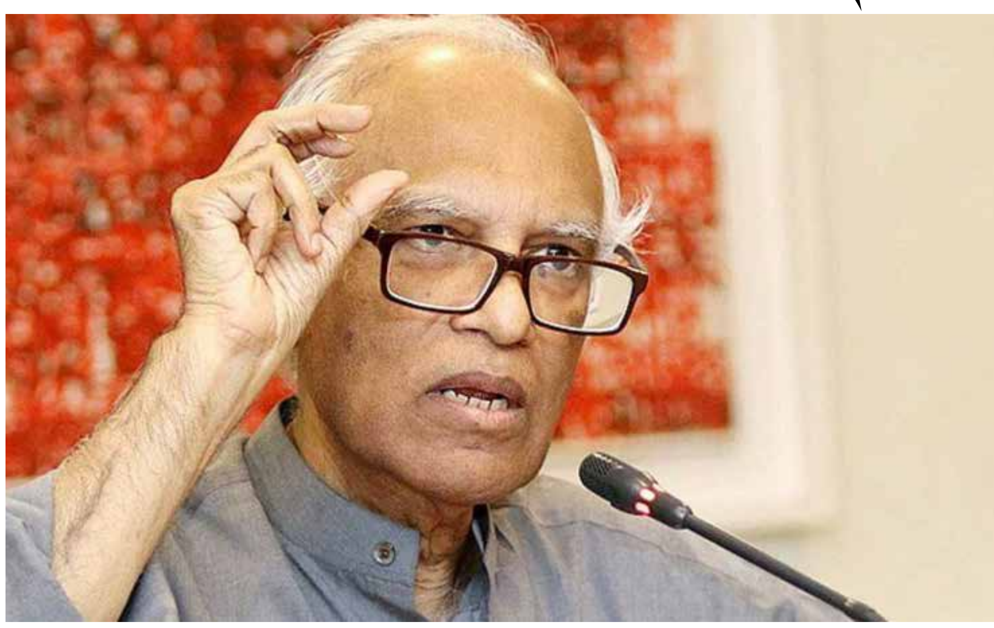

পরিচয় ডেস্ক : পরিকল্পনা উপদেষ্টা ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ বলেছেন, বাংলাদেশে দখলদারদের নানা ধরন দেখে বিশ্ব অবাক হতে পারে। এতো ধরনের 'ডাকাত' (দখলদার) পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

রোববার রাজধানীর সিআইআরডিএপ মিলনায়তনে 'বননির্ভর জনগোষ্ঠীকে বন ধ্বংস, বনায়ন অর্থনীতি, জলবায়ু পরিবর্তন ও ভূমি দখল থেকে সুরক্ষা' বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এ মন্তব্য করেন।

ড. ওয়াহিদউদ্দিন বলেন, 'বাংলাদেশে যে ধরনের ডাকাতদের দেখা যায়, তা বিশ্বের অন্যান্য দেশে বিরল। নদী দখলদার, ভূমি দখলদার, বন দখলদার, পাহাড় দখলদার- সব রকমেরই আছে এখানে।'

সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট (এসইএইচডি) এই কর্মশালার আয়োজন করে। পাওয়ার অ্যান্ড পার্টিসিপেশন রিসার্চ সেন্টারের (পিপিআরসি) নির্বাহী চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন।

পরিকল্পনা উপদেষ্টা বলেন, দেশের সামান্য পরিবেশগত সম্পদ সংরক্ষণ করা সরকারের জন্য কঠিন হয়ে পড়েছে। বন থেকে সম্পদ আহরণে পরিকল্পিত উদ্যোগের ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, 'বন থেকে সম্পদ আহরণ অবশ্যই পরিকল্পিতভাবে হতে হবে।' বিদেশীদের পরামর্শে অতীতে কিছু ভুল প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বৈদেশিক অর্থায়নে দেশে অনেক অপরিকল্পিত বন প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।' তিনি বলেন, কেবল বন সম্পদের ওপর নির্ভর করে কোনো জনগোষ্ঠীর টিকে থাকা যৌক্তিক নয়। 'এইভাবে তারা দারিদ্র্যসীমার নিচেই রয়ে যাবে,' বলেন উপদেষ্টা।

তবে তিনি শিক্ষা গ্রহণ ও বৃহত্তর অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার ওপর গুরুত্ব দেন। বলেন, 'ধীরে ধীরে তারা সমাজের মূল স্রোতে আসবে।'

এ সময় তিনি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন রাখার ব্যাপারে তার দৃঢ় অবস্থান জানান। বলেন, 'এদের শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে এবং ধাপে ধাপে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে মূলধারায় যুক্ত করতে হবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য প্রফেসর তানজীমউদ্দিন খান অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন এসইএইচডি পরিচালক ফিলিপ গেইন। সূত্র : ইউএনবি

ভিসা ছাড়াই যেসব দেশে যেতে পারবেন বাংলাদেশিরা

পরিচয় ডেস্ক : বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী পাসপোর্টের র্যাংকিংয়ে তিন ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। হেনলি পাসপোর্ট ইনডেক্সের সাম্প্রতিক ত্রৈমাসিক হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশ রয়েছে ৯৪তম অবস্থানে। গত বছর এ অবস্থান ছিল ৯৭তম। পাসপোর্ট ইনডেক্সের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশি পাসপোর্টধারীরা এখন বিশ্বের ৩৯টি দেশে ভিসা ছাড়া ভ্রমণ করতে পারেন। প্রকাশিত হেনলি অ্যান্ড পার্টনারসের এই ইনডেক্স বৈশ্বিক ভিসামুক্ত ভ্রমণের সুযোগের ভিত্তিতে র্যাংকিং তৈরি করা হয়েছে। পাসপোর্ট র্যাংকিংয়ে এবার এককভাবে শীর্ষে রয়েছে সিঙ্গাপুর। দেশটির পাসপোর্টধারীরা বিশ্বের ১৯৩টি দেশে ভিসা ছাড়া প্রবেশ করতে পারেন। গত বছর যৌথভাবে শীর্ষ স্থানে ছিল ছয়টি দেশ ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, জাপান, সিঙ্গাপুর

ও স্পেন। ভিসা ছাড়াই যেসব দেশে যেতে পারবেন বাংলাদেশিরা : আগাম ভিসা ছাড়া বাংলাদেশিদের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে মানসিক সমস্যার হার বাড়ছে, একা থাকার যন্ত্রণা নাকি পরিচয়ের সংকট?

পরিচয় ডেস্ক : বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের মধ্যে মানসিক সমস্যার হার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, দীর্ঘ সময় পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তারা নানা ধরনের মানসিক চাপে ভুগছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, পরিচয়ের সংকট এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাজাড়া মানসিক অস্থিরতা ও বিষণ্ণতা বাড়িয়ে তুলছে।

বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসীদের মধ্যে মানসিক সমস্যার হার উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। গবেষণা ও পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে, দীর্ঘ সময় পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে তারা নানা ধরনের মানসিক চাপে ভুগছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার বেশি যুক্তরাষ্ট্রে, কম ভারতে

পরিচয় ডেস্ক : বিদেশে ভ্রমণ, উচ্চশিক্ষা ও অনলাইন কেনাকাটাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও থাইল্যান্ড।

এর বিপরীতে, প্রতিবেশী দেশ ভারতে এই খাতে ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। একসময় বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড খরচের তালিকায় শীর্ষে ছিল ভারত, এখন সেই অবস্থান থেকে ছিটকে গিয়ে দেশটি ৭ নম্বরে নেমে এসেছে।

বর্তমানে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রে। এরপর রয়েছে চীন, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়া। পর্যটন, চিকিৎসা ও শিক্ষাসহ নানা কারণে এসব দেশে খরচের প্রবণতা বেড়েছে বলে জানা গেছে।

বিশ্লেষকরা বলছেন, বৈদেশিক ভ্রমণের বিধিনিষেধ এবং ভারতে চিকিৎসা ও কেনাকাটার পরিবর্তে অন্যান্য দেশের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়ায় এই পরিবর্তন ঘটছে। ক্রেডিট কার্ডে দেশে-বিদেশে লেনদেন সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংক চলতি বছরের এপ্রিলের হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। কেন্দ্রীয় *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

গোপালগঞ্জে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘন হয়েছে, আসকের তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক : গোপালগঞ্জ জেলায় জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-এর রাজনৈতিক সমাবেশে স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং সমর্থকদের হামলার পর সংঘর্ষ ও গুলিতে ৫ জন নিহত এবং অনেকে আহত হয়েছেন। এই ঘটনায় আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) একটি প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান চালিয়েছে। পরিস্থিতি সামলাতে সেখানে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছে সংস্থাটি। প্রাথমিক তথ্যানুসন্ধান প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আসকের ৪ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ২১ থেকে ২২ জুলাই পর্যন্ত সরেজমিনে তথ্য সংগ্রহ করে নিহত, আহত, আটক/গ্রেপ্তার হওয়া নাগরিকদের পরিবার, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কর্তৃপক্ষ, স্থানীয় নাগরিক এবং হাসপাতাল ও কারাগার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্যমতে, সমাবেশের দিন সকালে আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা সমাবেশস্থলে হামলা চালায়। পরবর্তীতে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর উপস্থিতিতে এনসিপি নেতারা সমাবেশ করেন। নেতাদের বক্তব্য শেষ হওয়ার পরপরই আওয়ামী লীগ সমর্থকেরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে এবং সংঘর্ষ পুরো শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে সাউন্ড গ্রেনেড, টিয়ারশেল এবং নির্বিচারে গুলি বর্ষণের ঘটনা ঘটে। ঘটনাস্থলে গুলিতে ৪ জন নিহত হন এবং পরবর্তীতে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় আরও ১ জন মারা যান।

বাড়তি দামে গম আমদানি করে বার্তা দেওয়ার চেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কচাপ সামাল দিতে 'সফট ডিপ্লোমেসি'র পথে বাংলাদেশ

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশি রপ্তানি পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা ৩৫ শতাংশ পাল্টা শুল্ক নিয়ে বর্তমানে দারুণ চাপের মধ্যে রয়েছে বাংলাদেশ সরকার। আগামী ১ আগস্ট থেকে কার্যকর হতে যাওয়া এই শুল্কের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাকসহ দেশের রপ্তানি পণ্যের প্রবেশাধিকার সংকুচিত হয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শুল্কের কারণে তৈরি পোশাক, হোম টেক্সটাইল, চামড়া, হালকা প্রকৌশলসহ একাধিক খাতে অর্ডার (ক্রয় আদেশ) এরই মধ্যে কমে আসতে শুরু করেছে বলে সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ী সংগঠনগুলো জানিয়েছে। বিশেষ করে তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকরা বলছেন, তাদের অনেক ক্রেতা এখন ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া বা মেক্সিকোর দিকে ঝুঁকছে। এতে যুক্তরাষ্ট্রের

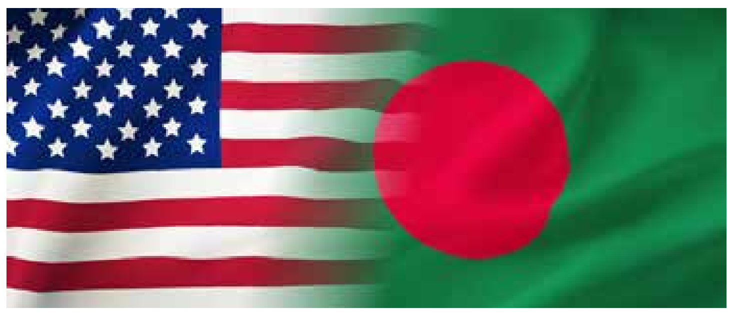

শুল্কচাপ সামাল দেওয়া তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে যাচ্ছে।
এ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশ সরকার কূটনৈতিক ও কৌশলগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদারের বিকল্প পথ খুঁজছে, যাকে বিশ্লেষকরা বলছেন 'সফট ডিপ্লোমেসি' বা নরম কূটনীতি। এর অংশ হিসেবে সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানির প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সরকারি ক্রয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির পরিবর্তে কাজ করা উপদেষ্টা পর্যায়ের ক্রয় কমিটির সর্বশেষ বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ২ লাখ ২০ হাজার টন গম আমদানির প্রস্তাব গৃহীত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাডমেরি ইন্টারন্যাশনাল ইনকরপোরেটেড থেকে এসব গম কেনা হবে সরকার থেকে সরকার (জিটুজি) পর্যায়ের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বিমান দুর্ঘটনা: কিছু ক্ষোভ আর জিজ্ঞাসা

এম গোলাম মোস্তফা ভুইয়া : 'পিতার কাঁধে সন্তানের লাশ' পৃথিবীতে সবচেয়ে ভারী বস্তু। আর সেটা যদি হয় ছোট ছোট কোমলমতিদের লাশ, তাহলে তা বহন

করা আরও দুঃসাধ্য। ছুটির পর যে স্কুল ক্যাম্পাস থাকত কোলাহলে মুখর, তা ভেসে গেল আর্তনাদে। স্কুল ছুটির পর জীবন থেকেও ছুটি নিল কোমলমতিরা। মুহূর্তেই তারা হয়ে গেল আকাশের তারা। বিষাদে ছেয়ে গেল আকাশ-বাতাস। এত শোক সহ্য করা বড়ই কঠিন। দেশে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে, একের পর এক তাজা প্রাণ চলে যাচ্ছে। কিছুদিন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, টেলিভিশনের পর্দা থেকে শুরু করে চায়ের দোকানে সরগরম থাকে এসব ইস্যুতে। প্রশাসন থেকে নেওয়া হয় নানান পদক্ষেপ, আবার সব চুপচাপ হয়ে যায়। প্রশ্ন ওঠে, জনগণের মনে মৃত্যুর মিছিল কোথায় থামলে টনক নড়বে রাষ্ট্রের? দুর্ঘটনার ওপর মানুষের হাত নেই। তাই বলে এমন দুর্ঘটনা কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না, যাতে বিদ্যালয়ে পাঠ নিতে যাওয়া শিশুরা ফিরে এলো লাশ হয়ে। একটি দুর্ঘটনায় এত বেশি শিশুর মৃত্যুর ঘটনা বিরল। এ ঘটনায় শুধু স্বজনহারা পরিবার নয়, পুরো *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

কাঠগড়ায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলেন বিচারপতি খায়রুল, ছিল না আইনজীবী

পরিচয় ডেস্ক : বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যাত্রাবাড়ী থানার কিশোর আব্দুল কাইয়ুম আহাদ হত্যা মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হককে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন আদালত।
২৪ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. ছানাউল্যাহর আদালত এই আদেশ দেন। এর আগে সন্ধ্যা ৭টা ৪৫ মিনিটের দিকে তাকে আদালতে হাজির করে কারাগারে আটক রাখার আবেদন করেন মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও যাত্রাবাড়ী থানার পুলিশ পরিদর্শক খালেদ হাসান। এরপর ৮টা ১৫ মিনিটের দিকে পুলিশের কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্যদিয়ে তাকে এজলাসে ওঠানো হয়।

সাবেক এই প্রধান বিচারপতির পক্ষে কোনো আইনজীবী ছিলেন না। খায়রুল হক নিজেও আদালতে কিছু বলেননি। তিনি নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। শুনানিতে বিএনপিপন্থী আইনজীবীরা যখন তাকে উদ্দেশ্য করে আদালতে কথা বলছিলেন; তিনি মাথা নিচু করে ছিলেন। আদালতে তিনি কোনো কথা বলেননি। আদালত চলাকালীন ৮টা ১৫ মিনিট থেকে ৮টা ৩৬ মিনিট পর্যন্ত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিচারপতি খাইরুল হক কে আদালতে নেওয়া হয় পিঠে হাতকড়া পরিয়ে। তার গায়ে ছিল বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট।
রাষ্ট্রপক্ষে মূলত শুনানি করেন জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরামের ঢাকা ইউনিটের আহ্বায়ক মো. খোরশেদ আলম, ঢাকা আইনজীবী সমিতির সভাপতি খুরশিদ মিয়া আলম, সম্পাদক মো. নজরুল ইসলাম, ঢাকা জেলার অতিরিক্ত এম এ কালাম খান প্রমুখ।
রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা আদালতকে বলেন, এটিএম খায়রুল হক আওয়ামী লীগের সময় নিয়োগ প্রাপ্ত *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মহড়া শুরু, চলবে ৩০ জুলাই পর্যন্ত

পরিচয় ডেস্ক : সামরিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার লক্ষ্যে সিলেটের জালালাবাদ সেনানিবাসে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক আর্মি কমান্ডের (ইউএসএআরপিএসি) যৌথ মহড়া শুরু হয়েছে। ছয় দিনব্যাপী এই মহড়া চলবে ৩০ জুলাই পর্যন্ত। এতে অংশ নিচ্ছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্যারা কমান্ডো ব্রিগেডের ১০০ জন সদস্য ও যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা ন্যাশনাল গার্ডের ৬৬ জন।
আজ শুক্রবার মহড়া শুরুর দিন জালালাবাদে প্যারা কমান্ডো ব্রিগেড সদর দপ্তরে উদ্বোধনী *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্ন অবস্থানে বিএনপি, জামায়াত আর এনসিপি

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশে আগামী নির্বাচন উপলক্ষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে প্রস্তুতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বিশ্লেষক এবং রাজনৈতিক দলগুলোর নেতারা বলছেন, এই নির্বাচনকে সামনে রেখেই কেউ শক্তি দেখাতে চাইছে।
ভোটের জরিপ : সাউথ এশিয়ান নেটওয়ার্ক অন ইকোনমিক মডেলিং-এর (সানেম) তরুণদের মধ্যে পরিচালিত এক জরিপে বলা হচ্ছে ৩৮.৭৬ শতাংশের মত অনুযায়ী, আগামী জাতীয় নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার দৌড়ে বিএনপি শীর্ষে থাকবে। তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী, দলটির পক্ষে মত দিয়েছেন ২১.৪৫ শতাংশ । এছাড়া নতুন

রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করা জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)র পক্ষে সমর্থন জানিয়েছেন ১৫.৮৪ শতাংশ।
ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ আসন্ন নির্বাচনে অংশ নিতে পারলে ১৫ শতাংশের কিছু বেশি ভোট পেতে পারে। আর অন্যান্য ধর্মীয় দলগুলো সম্মিলিতভাবে ৪.৫৯ শতাংশ ভোট পেতে পারে। জাতীয় পার্টি পাবে ৩.৭৭ শতাংশ এবং অন্যান্য ছোট দলগুলোর প্রাপ্ত ভোট হবে মাত্র ০.৫৭ শতাংশ।
সাংবাদিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষক মাসুদ কামাল বলেন, ''জামায়াত পিআর পদ্ধতির নির্বাচনকে সামনে নিয়ে আসছে। এনসিপিসহ তাদের সমমনারা একই কথা বলছে। খেয়াল করবেন জামায়াত এবং এনসিপি এক সঙ্গেই বিএনপির চাঁদবাজির বিষয়টি নানাভাবে প্রচার করছে। সব দলের বিরুদ্ধেই এই অভিযোগ কম বেশি আছে। কিন্তু বিএনপির বিরুদ্ধে বেশি। সেটাকেও তারা কাজে লাগাতে চাইছে। জামায়াত তার অবস্থান শক্ত করতে এনসিপিকেও সাথে নিচ্ছে। জামায়াত মনে করে নির্বাচন দেরিতে হলে তাদের লাভ। এনসিপি একই সঙ্গে প্রমাণ করতে চায় প্রচলিত রাজনৈতিক দল খারাপ। নির্বাচন না হলে বা দেরি হলে তাদের সরকারইতো ক্ষমতায়। তাই তারা চায় সংকট জিইয়ে রাখতে। সংকট তৈরি করতে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. সাব্বির আহমেদ বলেন, ''এনসিপির মতো একটি নতুন দল শুরুতেই সংঘাতময় পরিস্থিতিতে যাচ্ছে। অতীতে কোনো দলকে *বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়*

বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশের ৭৫ শতাংশ অর্থ পাচার -বিআইবিএমের গবেষণা

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশ থেকে পাচার হওয়া মোট অর্থের প্রায় ৭৫ শতাংশই বাণিজ্যের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আমদানি ও রপ্তানির সময় মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে এই বিপুল অর্থ পাচার হয়। গত ২২ জুলাই মঙ্গলবার বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম) আয়োজিত গোলটেবিল আলোচনায় উপস্থাপিত গবেষণাপত্রে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে হিসাবটি করা হয়। গবেষণাপত্রে আরও বলা হয়, ২০১৫ সালের অর্থ পাচার প্রতিরোধ আইন সংশোধনের পর টাকা পাচারের মোট ৯৫টি ঘটনা নিয়ে কাজ করে শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তর। এর সবকটি পাচার হয়েছে বাণিজ্যের মাধ্যমে। যার আর্থিক পরিমাণ ছিল ৩২০১ কোটি টাকা।

বিআইবিএমের তিন শিক্ষক, বেসরকারি ব্যাংকের দুই কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) এক কর্মকর্তা মিলে ৩৭টি ব্যাংকের কর্মকর্তাদের প্রশ্ন উত্তরের তথ্য দিয়ে গবেষণাপত্রটি তৈরি করেন। গবেষণার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিআইবিএমের শিক্ষক আহসান হাবিব।

আহসান হাবিব বলেন, অর্থ পাচারে অপরাধীরা বাণিজ্য চ্যানেলটি ব্যবহার করে, তার পেছনে কয়েকটি বড় কারণ রয়েছে। প্রথমত, বাণিজ্যের মাধ্যমে বড় পরিমাণের অর্থ নেওয়া যায়। অন্য যে কোনো মাধ্যমের চেয়ে বাণিজ্যের মাধ্যমে অনেক বেশি পরিমাণ অর্থ লেনদেন করা সম্ভব হয়। ফলে এ মাধ্যমে বড় অঙ্কের অর্থ বিদেশে পাঠানোর আগ্রহ বেশি থাকে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, কম দাম দেখিয়ে আমদানি ও রপ্তানির মাধ্যমেও অর্থ পাচার হয়; এটাও বাণিজ্য অর্থায়নের মধ্যে পড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাণিজ্য এমনভাবে করা হয় যে, বাইরের দৃষ্টিতে সব ঠিকঠাক মনে হয়। তবে ভেতরে অন্য কিছু লুকানো থাকে। অনেক সময় চোখে ধুলা দেওয়ার মতো অবস্থা হয়। বলা হয় এক কথা, আসলে ভেতরে অন্য কিছু চলছে। তাই ভালোভাবে দেখা জরুরি।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় আহসান *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

শুল্কের চাপে যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা ওষুধ কোম্পানি অ্যাস্ট্রাজেনেকার

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে বিনিয়োগের যেন ফোয়ারা বইছে। আজ বুধবার সকালেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছে, জাপান

যুক্তরাষ্ট্রে ৫৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। সেই রেশ কাটতে না কাটতেই জানা যাচ্ছে, ব্রিটিশ ওষুধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি অ্যাস্ট্রাজেনেকা যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। অবশ্য, অ্যাস্ট্রাজেনেকা এই ঘোষণা দিয়েছে গত সোমবারেই।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবরে বলা হয়েছে, যুক্তরাজ্যভিত্তিক ওষুধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান অ্যাস্ট্রাজেনেকা গত সোমবার জানিয়েছে, তারা ২০৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গবেষণা ও ওষুধ উৎপাদন সক্ষমতা বাড়াতে ৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করবে। ট্রাম্পের শুল্কনীতি কার্যকর হওয়ার প্রেক্ষাপটে ওষুধ শিল্পে এটি সর্বশেষ বড় বিনিয়োগ।

প্রতিষ্ঠানটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই বিনিয়োগের অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় নতুন একটি ওষুধ উৎপাদন কারখানা গড়ে তোলা হবে। পাশাপাশি ম্যারিল্যান্ড, ম্যাসাচুসেটস, ক্যালিফোর্নিয়া, ইন্ডিয়ানা এবং টেক্সাসে গবেষণা ও কোষ-চিকিৎসা উপাদান উৎপাদনের পরিসর বাড়ানো হবে।

এ ছাড়া, প্রতিষ্ঠানটির *বাকি অংশ ২৮ পৃষ্ঠায়*

ব্যাংক অ্যাকাউন্টই নেই বাংলাদেশের ৭ কোটি মানুষের

পরিচয় ডেস্ক : বাংলাদেশের অগ্রযাত্রায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তবে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সুযোগ থেকে এখনো বঞ্চিত কোটি কোটি মানুষ। আধুনিক ব্যাংকিং ও মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসের সুবিধা নিতে না পারার কারণে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠী রয়েছে অর্থনৈতিক *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

শুল্ক ছাড়া যুক্তরাজ্যে তৈরি পোশাক রপ্তানির সুযোগ পেল ভারত

পরিচয় ডেস্ক : দীর্ঘ তিন বছর ধরে চলা আলোচনার পর অবশেষে আজ বৃহস্পতিবার ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ঐতিহাসিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির যুক্তরাজ্য সফরকালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমারের উপস্থিতিতে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

ইন্ডিয়া টুডের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই চুক্তিতে ভারত যুক্তরাজ্যের বাজারে বিনা শুল্কে তৈরি পোশাক রপ্তানির সুযোগ পেয়েছে। চুক্তির ফলে বার্ষিক ৩৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে।

যুক্তরাজ্যের বাজারে ভারতীয় পোশাক, হোম টেক্সটাইল ও পাদুকা প্রবেশে এখন ৮-১২ শতাংশ শুল্ক দিতে হয়। আজকের চুক্তির পর এই শুল্ক বাতিল করা হবে। ফলে এখন থেকে বিনা শুল্কে এসব পণ্য রাপ্তানি করবে ভারত। যা ব্রিটিশ ক্রেতাদের জন্য এগুলোর দাম কমাবে। এতে ভারতের তিরুপুর, সুরাট ও লুধিয়ানার মতো পোশাক খাতসংশ্লিষ্ট অঞ্চলের রপ্তানিকারকেরা উপকৃত হবেন।

এ ছাড়া সোনা ও হীরার গয়না, ইমিটেশন গয়না শুল্কমুক্তভাবে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করবে, যা ভারতের ছোট ছোট উদ্যোক্তা ও বড় ব্র্যান্ডগুলোকে উৎসাহিত করবে। চামড়ার পণ্যও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে।

খাদ্যপণ্য ও কৃষিপণ্যের মধ্যে বাসমতী চাল, চিংড়ি, চা ও মসলা (হলুদ, গোলমরিচ, এলাচ) যুক্তরাজ্যে এগুলোর দাম কমবে, যা ভারতীয় কৃষক ও রপ্তানিকারকদের জন্য উপকারী হবে।

প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের মধ্যে আমের পাল্প, আচার ও ডাল শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে, যা লাভের মার্জিন বাড়াবে। সামুদ্রিক মাছ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পণ্যে ২০ শতাংশ পর্যন্ত আমদানি শুল্ক শূন্যে নেমে আসবে, যা যুক্তরাজ্যের বাজারে ভারতীয় জেলেদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করবে।

সার্বিকভাবে ৯৯ শতাংশ ভারতীয় পণ্যকে শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার দেবে যুক্তরাজ্য, যা প্রায় পুরো দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্যকে কভার করবে। এর অর্থ ব্রিটিশরা ভারত থেকে আমদানি করা পোশাক, জুতা ও বিভিন্ন খাদ্যপণ্য কম দামে পাবে।

চুক্তিটি ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে কোনো উন্নত দেশের সঙ্গে ভারতের প্রথম বড় দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য চুক্তি। অন্যদিকে যুক্তরাজ্যের জন্য ব্রেক্সিট থেকে বেরিয়ে আসার পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তিগুলোর মধ্যে একটি। যুক্তরাজ্য ২০১৬ সালে ইইউ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পক্ষে ভোট দেয় এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ২০২০ সালে এই জোট ত্যাগ করে।

অদক্ষতা ও অবহেলার কারণে বাংলাদেশ থেকে ঋণ ফেরত নিচ্ছে বিশ্বব্যাংক

পরিচয় ডেস্ক : অদক্ষতা ও অবহেলার অনন্য নজির গড়েছে 'প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ডিজিটাল এন্ট্রাপ্রেনিউরশিপ (প্রাইড)' শীর্ষক প্রকল্প। দেশের বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি ও ডিজিটাল উদ্যোক্তা তৈরিতে নেওয়া প্রকল্পটির মেয়াদ সাড়ে চার বছর শেষ হলেও কাজ হয়েছে মাত্র ৯ শতাংশ। প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল পাঁচ বছর। এমন বেহাল অবস্থা দেখে বিশ্বব্যাংক ৭ কোটি ৫৪ লাখ ডলারের ঋণ বাতিল করেছে; যা দেশীয় মুদ্রায় প্রায় ৮৬০ কোটি টাকা।

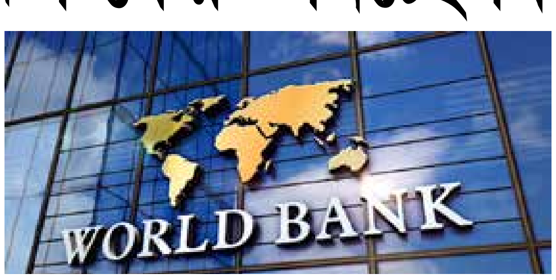

সম্প্রতি অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) আয়োজিত প্রাইড প্রকল্পের পরামর্শক কমিটির সভায় এ তথ্য উঠে আসে। প্রকল্পের আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি খতিয়ে দেখার জন্য এই সভার আয়োজন করা হয় বলে ইআরডি কর্মকর্তারা জানিয়েছেন।

নাম প্রকাশ না করে ইআরডির এক কর্মকর্তা বলেন, এই প্রকল্পের অর্থায়ন বাতিল হওয়ায় দেশের জন্য বড় ধরনের ক্ষতি হলো। কারণ বড় দুটি প্রকল্পে বিশ্বব্যাংকের ৪২ হাজার কোটি টাকা ঋণ পেতে বাংলাদেশ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সেই প্রকল্প দুটির প্রাথমিক কাজ করতেই বিশ্বব্যাংক ৫০ কোটি ডলার ঋণ অনুমোদন করে। সেখান থেকে ঋণ বাতিল করার ফলে পরবর্তী ঋণ পাওয়া নিয়ে এক ধরনের অনিশ্চয়তা তৈরি হলো।

জানা গেছে, প্রকল্প বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রিতা থাকায় প্রাইড প্রকল্পটি বর্তমানে পুনর্গঠনের প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে। পাশাপাশি, প্রকল্পের মেয়াদ আরও দুই বছর বাড়ানোর প্রস্তাব করা *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

THE ONLY BANGLADESHI OWNED
HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE
DHCARE HOMECARE
LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY

বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি
আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

✓ আমরা বাংলায় কথা বলি
✓ আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT
DHCARE NY LLC
(718) 459-0180
FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM

ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতির ঘোষণা ফ্রান্সের, তীব্র ক্ষোভ ইসরায়েলের

পরিচয় ডেস্ক : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের বৈঠকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবে তার দেশ। ইউরোপের প্রভাবশালী দেশগুলোর মধ্যে এমন পদক্ষেপ এটিই প্রথম।

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ ঘোষণা দিয়েছেন, আগামী সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের বৈঠকে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেবে তার দেশ। ইউরোপের প্রভাবশালী দেশগুলোর মধ্যে এমন পদক্ষেপ এটিই প্রথম।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও এ সিদ্ধান্তকে দায়িত্বজ্ঞানহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তার মতে, এটি হামাসের প্রচারণাকে সহায়তা করবে এবং ৭ অক্টোবরের হামাস-ইসরায়েল সংঘাতের ভুক্তভোগীদের প্রতি অপমান। ইসরায়েলও ফ্রান্সের এ ঘোষণার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, এটি সন্ত্রাসবাদকে পুরস্কৃত করা এবং ইসরায়েলের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র স্বীকৃত হলে তা গাজার মতো ইরান-সমর্থিত আরেকটি ঘাঁটিতে পরিণত হতে পারে, যা ইসরায়েলের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। অন্যদিকে, প্যালেস্টাইন অথরিটির শীর্ষ কর্মকর্তা হুসেইন আল-শেইখ এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। তার মতে, এটি আন্তর্জাতিক আইন ও ফিলিস্তিনিদের স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারের প্রতি ফ্রান্সের সমর্থনের প্রতীক। হামাসও এ ঘোষণাকে ইতিবাচক বলে উল্লেখ করেছে। সংগঠনটি বলছে, এটি ফিলিস্তিনিদের ন্যায়বিচার পাওয়ার দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। পাশাপাশি তারা অন্যান্য দেশকে, বিশেষত ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোকে, ফ্রান্সের পদক্ষেপ অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছে।

ফ্রান্সের ফিলিস্তিন রাষ্ট্র স্বীকৃতির সিদ্ধান্তের নিন্দা যুক্তরাষ্ট্র-ইসরাইলের

পরিচয় ডেস্ক : ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার ঘোষণার নিন্দা জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইল। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার পরিকল্পনাকে ‘জোরালোভাবে প্রত্যাখ্যান’ করেছে ওয়াশিংটন।

এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ফিলিস্তিন-ইসরাইল সংঘাতে দ্বি-রাষ্ট্রীয় সমাধানের জন্য আসন্ন জাতিসঙ্ঘের সম্মেলনে যোগদান না করার ঘোষণা দিয়েছে।

রুবিও ২৪ জুলাই বৃহস্পতিবার রাতে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে এক বার্তায় ম্যাক্রোঁর ‘বেপরোয়া সিদ্ধান্তে’র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ‘এটি কেবল হামাসের প্রোপাগান্ডাকে আরো উসকে দেয় এবং মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে পিছিয়ে দেয়।’ বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

অবৈধভাবে ইরানে প্রবেশের চেষ্টাকালে ৩৩ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে পাকিস্তান

পরিচয় ডেস্ক : অবৈধভাবে ইরানে প্রবেশের চেষ্টাকালে ৩৩ বাংলাদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে পাকিস্তান। গতকাল বুধবার ইরান সীমান্ত ঘেঁষা বেলুচিস্তানের চাগাই জেলার তাফতান এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করে দেশটির কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা (এফআইএ) ও ফ্রন্টিয়ার কর্পস (এফসি)।

পাকিস্তানের সংবাদমাধ্যম সামা টিভির খবরে অনলাইন ভার্সনের বলা হয়, বেলুচিস্তান প্রদেশের চাগাই জেলার মাসকিল এলাকা দিয়ে বাংলাদেশিরা ইরানে প্রবেশের চেস্টা করেন। এলাকাটি অবৈধ অনুপ্রশেবের পথ হিসেবে পরিচিত।

গ্রেপ্তার বাংলাদেশিরা বৈধ বিষায়ন গত জুন ও চলতি জুলাই মাসে পাকিস্তানে প্রবেশ করেন। তবে যথাযথ কাগজপত্র বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া ১০ হাজার হিন্দু পরিবারকে জমি দিচ্ছে উত্তর প্রদেশ সরকার

পরিচয় ডেস্ক : ১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে ভারতে যাওয়া প্রায় ১০ হাজার হিন্দু পরিবারকে জমির মালিকানা দেওয়ার নির্দেশ দিলেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ও বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথ। এসব পরিবার যাতে সম্মানের সঙ্গে বসবাস করতে পারেন তেমন জীবন উপহার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। খবর ‘সংবাদ প্রতিদিন’, ‘দ্য ইকোনমিক টাইমস’সহ ভারতীয় গণামাধ্যমগুলোর।

গত সোমবার উত্তরপ্রদেশে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকের পরই ঘোষণা আসে, একসময়ের পূর্ব পাকিস্তান তথা বর্তমান বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া উদ্বাস্তুদের আর ‘অনুপ্রবেশকারী’ কিংবা ‘অনাগরিক’ তকমা দেবে না উত্তর প্রদেশ সরকার। তাদের দেওয়া হবে জমি ও বাড়ির অধিকার। পাবেন দলিল-পাট্টা।

যোগী আদিত্যনাথ বলেন, ‘বাংলাদেশ থেকে আসা বাঙালিদের সম্মানের জীবন উপহার দেওয়া হবে। এতদিন এই কাজটি করা যায়নি। এবার সেই ভুল সংশোধন করা হবে।... এটি সামাজিক ন্যায়বিচার, মানবতা এবং জাতীয় দায়িত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত।’ এমনকি যদি তাদের বসতি তৈরি করার জন্য প্রাথমিকভাবে জমি না থাকে, তিনি ওই পরিবারগুলির জন্য বিকল্প প্লটের ব্যবস্থা করারও বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ভারতে বাঙালি মুসলমানদের প্রতি বৈষম্যের তথ্য জানালো নিউইয়র্ক ভিত্তিক এইচআরডাব্লিউ

পরিচয় ডেস্ক : নিয়মের তোয়াক্কা না করেই ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি বাংলাদেশি সন্দেহে অনেক বাঙালিকে দেশ থেকে বিতাড়িত করছে বলে মনে করে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বা এইচআরডাব্লিউ।

গত ২৩ জুলাই বুধবার প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে সংস্থাটি বলছে, সম্প্রতি বাংলাদেশ সীমান্তলগ্ন এলাকা থেকে কয়েকশ’ বাঙালিকে বিতাড়িত করা হয়েছে। কিন্তু সেক্ষেত্রে যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। বরং এতে মূলত মুসলমানদের লক্ষ্য বানানো হচ্ছে বলে মনে করছে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থাটি।

এইচআরডাব্লিউয়ের অভিযোগ - ভারতীয় সরকার নিয়মকানুন লঙ্ঘন করে ধর্মীয় ভিত্তিতে বৈষম্য উসকে দিচ্ছে। ভারতের অভিযোগ, এরা ‘অবৈধ নাগরিক’।

এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনের মূল অভিযোগ : নিউইয়র্ক ভিত্তিক এই সংস্থা জানিয়েছে, বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে ৭ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ভারত জোরপূর্বক দেড় হাজারেরও বেশি মুসলিম নর-নারী ও শিশুকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে।

‘‘ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) দেশ থেকে বাঙালি মুসলমানদের, যাদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় নাগরিক, নির্বিচারে বিতাড়নের মাধ্যমে বৈষম্য উসকে দিচ্ছে’’ এইচআরডব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক এলেইন পিয়ার্সন বলেছেন।

‘‘ভারত সরকার অননুমোদিত অভিবাসীদের খোঁজার নামে হাজার হাজার অরক্ষিত মানুষকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু তাদের এই কর্মকাণ্ড মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিফলন’’

এইচআরডব্লিউ বলেছে, তারা ১৮ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যের সাক্ষাৎকার নিয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশে বিতাড়িত হওয়ার পর ভারতে ফিরে আসা ব্যক্তিরাও রয়েছেন।

এইচআরডব্লিউর প্রতিবেদনের মূল অভিযোগ নিউইয়র্ক ভিত্তিক এই সংস্থা জানিয়েছে, বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছে যে ৭ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত ভারত জোরপূর্বক দেড় হাজারেরও বেশি মুসলিম নর-নারী ও শিশুকে বাংলাদেশে পাঠিয়েছে।

‘‘ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপি (ভারতীয় জনতা পার্টি) দেশ থেকে বাঙালি মুসলমানদের, যাদের মধ্যে অনেকে ভারতীয় নাগরিক, নির্বিচারে বিতাড়নের মাধ্যমে বৈষম্য উসকে দিচ্ছে’’ এইচআরডব্লিউর এশিয়া অঞ্চলের পরিচালক এলেইন পিয়ার্সন বলেছেন।

‘‘ভারত সরকার বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799   347-621-6640

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষি নিয়ে আসলে কী হচ্ছে

কল্লোল মোস্তফা

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরেই দরকষাকষি করছে বাংলাদেশ। উদ্দেশ্য, যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশি পণ্য রপ্তানিতে ট্রাম্প প্রশাসনের ধার্য করা উচ্চ শুল্ক কমিয়ে আনা।

গত ২ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের ৬০টি দেশের ওপর বিভিন্ন হারে শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেয়। বাংলাদেশের জন্য প্রথমে এ হার ছিল ৩৭ শতাংশ, সর্বশেষ তা ৩৫ শতাংশ করার কথা বলা হয়েছে। দর-কষাকষি হচ্ছে এই হার কমিয়ে আনার জন্য। দুই দফা আলোচনা হলেও এখন পর্যন্ত কোনো সমঝোতা হয়নি। এখন তৃতীয় দফা আলোচনার প্রস্তুতি চলছে।

শুল্ক কমাতে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কী কী শর্ত দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে বিস্তারিত কিছু প্রকাশ করা হয়নি। কারণ হিসেবে বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন বলেছেন, এ বিষয়ে দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের নন-ডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট (প্রকাশ না করার চুক্তি) রয়েছে। তাই বিস্তারিত বলা সম্ভব নয়। অন্যদিকে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে একটি ফ্রেমওয়ার্ক চুক্তি করতে চাইছে, যেখানে তাদের নিরাপত্তা, কৌশলগত স্বার্থ, অন্য দেশের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত।

সরকারের পক্ষ থেকে বিস্তারিত না বলা হলেও বিভিন্ন সূত্র ধরে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর থেকে দেখা যাচ্ছে, শুল্ক নিয়ে দরকষাকষির নামে এমন সব বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে, যেগুলো জাতীয় নিরাপত্তা, ভূরাজনীতি, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির মতো স্পর্শকাতর বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের শুল্ক কমানোর শর্ত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র একদিকে চীন থেকে সামরিক ও প্রযুক্তিগত কেনাকাটা কমানো, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সামরিক সরঞ্জাম, উড়োজাহাজ, এলএনজি, গম, সয়াবিনসহ বিভিন্ন কৃষি ও ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য আমদানি বৃদ্ধি ও সহজ করার শর্ত দিয়েছে। এসব ক্ষেত্রে অশুল্ক বাধা দূর করার শর্ত হিসেবে মার্কিন বিভিন্ন মানদণ্ড বাংলাদেশকে বিনা প্রশ্নে মেনে নেওয়ার শর্ত দেওয়া হয়েছে যেন মার্কিন পণ্য অবাধে বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র মেধাস্বত্ব আইন বাস্তবায়নের শর্ত দিয়েছে। সেই সঙ্গে কঠোর ‘রুলস অব অরিজিনের’ (কোনো দেশের উৎপাদিত পণ্য তা ঠিক করার নিয়ম) প্রস্তাব করেছে। এতে মার্কিন বাজারে প্রবেশের জন্য বাংলাদেশি পণ্যে ৪০ শতাংশ স্থানীয় মূল্য সংযোজন প্রয়োজন হবে।

একই সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শর্ত হচ্ছে, দেশটি অন্য কোনো দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিলে বাংলাদেশকেও তা অনুসরণ করতে হবে। তার মানে যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞায় পড়া দেশের সঙ্গে বাংলাদেশকে ব্যবসা-বাণিজ্য কিংবা বিনিয়োগসংক্রান্ত কার্যক্রম থেকে বিরত থাকতে হবে। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের যেসব পণ্যকে বাংলাদেশ শুল্কমুক্ত সুবিধা দেবে, তা অন্য কোনো দেশকে না দেওয়ার শর্ত রয়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে, এ চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের অর্থনীতি, আমদানি রপ্তানি বাণিজ্য ও প্রযুক্তি খাতের ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে। সেই সঙ্গে চাইছে চীন ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সীমিত করতে।

ফলে বাংলাদেশের সার্বভৌম সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা, বাণিজ্যিক স্বাধীনতা ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতিতে বড় ধরনের বাধা তৈরি হবে। গত ২০২৪-২৫ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশ ৮৬৯ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করেছে, যা দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ১৮ শতাংশের কিছু বেশি। যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানি হওয়া বাংলাদেশি পণ্যের ৮৫ শতাংশের বেশি তৈরি পোশাক। এখন পোশাক খাতের স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে দেশটাকে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

এ বিষয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টার বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি এ বিষয়ে তিনি বলেছেন, যদি কোনো কারণে ৪০ হাজার কোটি ডলারের মোট দেশজ উৎপাদনের (জিডিপি) আকার ঝুঁকিতে পড়বে বলে মনে হয়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৮০০ কোটি ডলারের অর্জন বিসর্জন দিতে হতে পারে। (যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আবার বসতে চায় বাংলাদেশ, প্রথম আলো, ১৫ জুলাই ২০২৫)

বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চ শুল্কের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে পোশাকশিল্পের পুরো বাজারই হাতছাড়া হয়ে যাবে, ব্যাপারটি এ রকম নয়। শুল্কহার শুধু বাংলাদেশেরই বাড়ছে না, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে সবচেয়ে বেশি পোশাক *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

ক্ষমতা যখন যার হাতে থাকে, নৃশংসতাও তার দাসে পরিণত হয়

মেহরাব হোসেন

ডয়চে ভেলে ও অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যমতে, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে পরবর্তী ১০ মাসে মব জাস্টিসে নিহত হয়েছেন ১৪০ জনের বেশি।

বিশ্বজিৎরা কখনোই মরেন না। তারা বারবার ফিরে আসেন, নতুন নামে, নতুন পরিচয়ে, শুধু নির্মম মৃত্যুর জন্য। এটা আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের এক অন্তহীন ট্র্যাজেডি।

যখন আমরা জিজ্ঞাসা করিড় এই হত্যা, চাঁদাবাজি আর পাশবিক নির্যাতনের জন্য কে দায়ী? আওয়ামী লীগ? বিএনপি? জামায়াতে ইসলামী? তখন সবচেয়ে কঠিন অথচ সঠিক উত্তরটি দাঁড়ায়- ক্ষমতা।

কারণ, ক্ষমতা যখন যার হাতে আসে, নৃশংসতাও তখন তার অনুগত হয়ে পড়ে। সম্প্রতি মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে দেশের মানুষ দেখল এক পৈশাচিকতা। জনসমক্ষে পাথর দিয়ে আঘাত করে হত্যা, তারপর উল্লাস- এ দৃশ্য সভ্যতা ও আইনের মুখে কষাঘাত।

পরে জানা গেল, অভিযুক্তরা বিএনপির যুবদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যাদের তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে। কিন্তু ঠিক তার আগেই, এক বহিষ্কৃত যুবদল নেতাকে গুলি করে ও পায়ের রগ কেটে হত্যা করে আরেকটি পক্ষ।

মাত্র কিছুদিন আগেই, কক্সবাজারে তিন সন্তানের বাবা এক যুবলীগ নেতাকে নির্মমভাবে হত্যা করে ডোবায় ফেলে দেওয়া হয়। তার জানাজায় জনসমুদ্র প্রমাণ করে মানবিকতা রাজনৈতিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে, যদি তা সমাজে প্রকৃতভাবে অনুরণিত হয়।

গত ১১ মাসে শতাধিক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন। আবার এই দলের শাসনকালেই গুম, খুন, অপহরণের অসংখ্য অভিযোগ বিরোধী দলগুলোর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে।

এ ইতিহাস আমাদের সামনে একটি আয়নার মতো দাঁড়িয়ে যায়, যেখানে নির্যাতক কেবল বদলায়, কিন্তু নির্যাতনের রূপ বদলায় না।

মানবাধিকার সংস্থা আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং হিউম্যান রাইটস সাপোর্ট সোসাইটির (এইচআরএসএস) সাম্প্রতিক পরিসংখ্যান এ ভয়াবহতাকে আরও স্পষ্ট করে। অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পর সহিংসতা বেড়েছে উদ্বেগজনক হারে। প্রতিশোধপরায়ণ রাজনীতি ও দলীয় দ্বন্দ্বে প্রাণ হারিয়েছেন বহু রাজনৈতিক কর্মী।

সবচেয়ে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ‘মব জাস্টিস’। আইনের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থা এতটাই ভেঙে পড়েছে যে বিচার নিজের হাতে তুলে নেওয়ার প্রবণতা ভয়াবহ হারে বেড়েছে।

ডয়চে ভেলে ও অন্যান্য গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যমতে, ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে পরবর্তী ১০ মাসে মব জাস্টিসে নিহত হয়েছেন ১৪০ জনের বেশি। সম্প্রতি কুমিল্লার মুরাদনগরে এক পরিবারের তিন সদস্যকে পিটিয়ে হত্যা এ বর্বরতার মাত্রা ও বিচারহীনতার ভয়াবহতা একসাথে দেখিয়ে দিয়েছে।

এই চিত্র বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা নয়; এটি আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত বিচার ব্যবস্থার এক নির্মম প্রতিচ্ছবি।

যখন দেখা যায়, জঙ্গিরা সহজে পালিয়ে যেতে পারে, দণ্ডপ্রাপ্ত আসামিরা অনায়াসে জামিন পায়, কিন্তু শুধু রাজনৈতিক পরিচয়ের কারণে শত শত মানুষ বছরের পর বছর বিচার থেকে বঞ্চিত থাকে, তখন সমাজ আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়াকেই ন্যায্য মনে করে।

এই প্রেক্ষাপটে যখন অধ্যাপক ড. ইউনূসের মতো বর্ষীয়ান ও সম্মানিত ব্যক্তিত্বদের থেকে মানুষ একটি দৃঢ় অবস্থান ও নৈতিক হস্তক্ষেপ আশা করে, তখন তাদের নীরবতা হতাশ করে। হয়তো তাদের সক্রিয় ভূমিকা কোনো রাজনৈতিক শক্তিকে সঠিক পথে আনতে পারত। কিন্তু সেই সদিচ্ছা বা প্রচেষ্টা দৃশ্যমান নয়।

মোটকথা, এখানে কেউ নির্দোষ নয়।

এ দেশে রাজনীতির প্রতিটি বড় দলই কোনো না কোনো সময় রক্তাক্ত ইতিহাসের অংশ হয়েছে। আর সেই ইতিহাসে ক্ষমতাই হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বিপজ্জনক অশুভ শক্তি। মব জাস্টিস, গুম, রাজনৈতিক হত্যাড়এ চক্রই বাংলাদেশকে করে তুলেছে এক আতঙ্কের জনপদ।

প্রশ্ন রয়ে যায়- এই রক্তমাখা ক্ষমতার রাজনীতি থেকে বাংলাদেশ আদৌ কোনোদিন মুক্তি পাবে কি? মেহরাব হোসেন পিএইচডি গবেষক, লুইজিয়ানা টেক ইউনিভার্সিটি, যুক্তরাষ্ট্র

MUNA CONVENTION 2025
AUGUST 8TH - 10TH, 2025
PENNSYLVANIA CONVENTION CENTER, PA
TORCHBEARERS OF ISLAM
SPREADING THE FAITH GLOBALLY
REGISTER NOW
WWW.MUNACONVENTION.COM
DR. OMAR SULEIMAN
IMAM DALOUER HOSSAIN
SAMI HAMDI
MOHAMMAD ELSHINAWY
DR. ALTAF HUSAIN
IMAM TOM FACCHINE
HAMZAH ABDUL-MALIK
IMAM SIRAJ WAHHAJ
ASIF HIRANI
SH. ABDUL NASIR JANGDA
LECTURE SERIES • CHILDREN RIDES • CULTURAL EVENTS • BAZAAR
YOUTH PROGRAMS • MATRIMONIAL SERVICES • SISTERS PROGRAMS
MUSLIM UMMAH OF NORTH AMERICA (MUNA)
WWW.MUSLIMUMMAH.ORG

মতামত

দিন বদল নয়, ক্ষমতার বদল ঘটেছে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা ছিল দিন বদলের। সেটা ঘটছে কি? ঘটেনি। বরং অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। প্রকাশ্যে ছিনতাই, হত্যা, মব ভায়োলেন্সে দেশ ছেয়ে গেছে। আইনশৃঙ্খলা, মানুষের নিরাপত্তা সবই অকার্যকর হয়ে পড়েছে। এমনকি বৈষম্যবিরোধী আওয়াজটা পর্যন্ত ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে গেছে।

বর্তমান সরকার দেশে যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। গণতন্ত্র জিনিসটা আসলে কী তা বোঝা মুশকিল এবং সাধারণভাবে এটা বলা অসংগত নয় যে, গণতন্ত্র কী নয়, তা বলা যতটা সহজ; গণতন্ত্র কী তা বলা ততটা সহজ নয়। তার একটা কারণ, গণতন্ত্রের ব্যাপারে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই বললেই চলে। আমরা শাসিত হয়েছি নানাবিধ স্বৈরাচারের দ্বারা, যা কখনও এসেছে প্রকাশ্যে, অন্য সময়ে ছদ্মবেশে। তা ছাড়া ওটাও সত্য যে, আমাদের বিদ্যমান রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থায় যথার্থ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়।

আমরা জানি, গণতন্ত্র মানে সংখ্যাগরিষ্ঠের একচ্ছত্র আধিপত্য নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠতার দম্ভে ও দাপটে জনগণের দুর্দশা যে কোন স্তরে গিয়ে পৌঁছতে পারে, সে-ব্যাপারে ভুক্তভোগীর অভিজ্ঞতা আমাদের রয়েছে। লোকে ওই শাসনকে প্রত্যাখ্যান করে এবার আন্দোলনে জন্ম নেওয়া সরকারকে ক্ষমতায় বসিয়েছে। নিরঙ্কুশ, ক্ষমতার বলে বলীয়ান হয়ে তারা যদি আগের শাসকদের মতোই আচরণ করে, তবে কেবল যে জনগণের ক্ষতি হবে, তা নয়, যারা এখন দেশ শাসন করছেন, তাদের জন্যও যে ব্যাপারটা বিপজ্জনক হবে, তাতে সন্দেহ নেই।

গণতন্ত্রের জন্য একটি অপরিহার্য শর্ত হচ্ছে স্থানীয় শাসন। স্থানীয় শাসনের অর্থ হলো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ। এই বিকেন্দ্রীকরণের মূল কথাটা হলো, তৃণমূলে স্থানীয় মানুষেরাই নিজেদের দেখভাল করবেন। কর্তৃত্ব থাকবে তাদের হাতেই। কেন্দ্রীয় শাসন অবশ্য থাকবে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, তবে সে শাসনের পরিধি যতটা খাটো হবে সমাজের ততটাই উপকার ঘটবে। স্থানীয়ভাবে সামাজিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব গড়ে উঠবে। স্থানীয় লোকেরা যতটা সম্ভব নিজেদের দায়িত্ব নিজেরাই নেবেন। কিন্তু শাসন ক্ষমতার এই বিকেন্দ্রীকরণে এ পর্যন্ত কোনো সরকারই উৎসাহ দেখায়নি। অথচ আমাদের সংবিধানের ৪৯, ৫৯ ও ৬০ ধারায় পরিষ্কারভাবে বলা আছে স্থানীয় প্রশাসন ও সরকারি কর্মচারীরা স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের অধীনেই থাকবে। বলা আছে, স্থানীয় শাসন স্থানীয় মানুষদের স্বার্থের তদারক করবে; আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্পর্কিত পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বও হবে তাদের। স্থানীয় সরকার কর আরোপ এবং নিজস্ব তহবিল রক্ষণাবেক্ষণের অধিকারও পাবে। সংবিধানের অনেক কিছুই কাটাছেঁড়া করা হয়েছে, তবে স্থানীয় সরকার সংক্রান্ত বিধানগুলো এখনও অক্ষতই রয়ে গেছে।

দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিল দেশের আপামর মানুষ। একটি অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে অধরা গণতন্ত্র আসবে। উপদেষ্টারা সেই লক্ষ্যে কাজ করবেন; কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের প্রতি সমর্থন-সহযোগিতা করবেন না। তারা শপথও নিয়েছিলেন নিরপেক্ষতার অঙ্গীকারে। তাদের নিরপেক্ষতার বিষয় যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সেদিকে সচেতন থাকা এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত হতাশাজনক বটে। এমনিতেই রাজধানী অতিকায় হয়ে উঠেছে, গ্রামে কর্মসংস্থান নেই; দেশজুড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নাজুক; গ্রাম শুকিয়ে যাচ্ছে। পানির অভাবে তো বটেই, গণতান্ত্রিক শাসনের অভাবেও।

আমরা একাত্তরে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধে বিজয় লাভে একটি রাষ্ট্র পেয়েছি। রাষ্ট্র যখন আছে তখন রাজনীতি থাকবেই এবং আছেও। অবৈধ পথে যারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে ফেলেন তারা প্রথমেই যা বলেন তা হলো, তাদের কোনো রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই এবং তারা অতিদ্রুত নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে অব্যাহতি নেবেন। কিন্তু অসাংবিধানিক পন্থায় রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার কাজটা তো নির্জলাভাবেই রাজনৈতিক এবং একেবারে প্রথম দিন থেকেই তারা নতুন রাজনীতি শুরু করেন; দল গড়েন। তাদের পক্ষে কাজ করতে প্রস্তুত এমন লোক খোঁজেন, তাদেরকে উপদেষ্টা বানান, লোক-দেখানো সংস্কারের নামে সাধারণ মানুষের কষ্ট বৃদ্ধি করেন এবং সাজানো নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নিজেদেরকে নির্বাচিত বলে ঘোষণা করে দেন। সাধারণ মানুষও বিলক্ষণ রাজনীতি বোঝে। রাজনীতিকে তারা বলে পলিটিকস। ওই পলিটিকস কথাটা সব কিছু পরিষ্কার করে দেয়। বোঝা যায়, পলিটিকস সবখানেই আছে। রয়েছে এমনকি পরিবারের ভেতরেও; স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ক্ষেত্রেও। এই ছোট ছোট পলিটিকস রাষ্ট্রে যে পলিটিকস চলছে তার মূল্যবোধ

বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

রাতারাতি বদলাচ্ছে না বাংলাদেশ

ফাহমিদুল হক

জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সৌন্দর্য ছিল, পুরো জাতি এক স্বৈরাচারী সরকার ও মাফিয়া ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। যেহেতু আওয়ামী লীগের সমর্থনকারীদেরও অনেকে ছাত্র-জনতা হত্যাকাণ্ড সইতে না পেরে, বিলম্বে হলেও আন্দোলনে যোগ দেন, তাই একে ‘পুরো জাতির ঐক্য’ বলাই যায়।

কিন্তু স্বৈরাচারের পলায়নের পর সেই ঐক্য এক দিনও অটুট থাকেনি, সেটা হলো এক হতাশাজনক বাস্তবতা।

সুযোগসন্ধানী অনেকে দাবি করা শুরু করে, তারাই নাকি আন্দোলনের মূল দাবিদার। অথচ সবাই আন্দোলনে যোগ দিয়েছেন কোনো ব্যানার ছাড়া। আন্দোলনকালে সৃষ্ট ‘বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন’ ছিল একমাত্র ব্যানার, যাদের ডাকে সারা দেশের মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছিলেন, জীবন দিয়েছিলেন প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ।

আমরা স্মরণ করতে পারি, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কিছু লোক কেবল শেখ মুজিবের মূর্তি নয়, ফুলার রোডে বা ময়মনসিংহের শশী লজে মূর্তি ভাঙতে গেছেন। মূর্তি-মাজার ভাঙচুরের অধিকার চাইড়এই দাবি জুলাই আন্দোলনে কেউ করেনি।

ভাঙচুরপন্থী ও সুযোগসন্ধানী ওই সব গোষ্ঠীকে আমরা ডান-রক্ষণশীল হিসেবে চিনেছি, যারা আন্দোলনপরবর্তী ‘দেশ গড়ার’ সময়ে, দক্ষ-যোগ্য-দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ঢালাওভাবে ‘ইসলামবিদ্বেষী’ বলে নাকচ করে গেছে। ‘মব’ প্রপঞ্চের মব গ্রুপগুলোতে এদেরই আধিক্য। জনপরিসরে মেয়েদের পেটানোর একাধিক ঘটনাও ঘটেছে, বাইরের মেয়েরা যেন ঘরে ঢুকে যায়। হেফাজতে ইসলামের সমাবেশ থেকে নারী সংস্কার কমিশনের সদস্যদের অশ্লীল গালি দেওয়া হয়েছে।

আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া শিক্ষার্থীদের নতুন দলও প্রত্যাশার তুলনায় নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারেনি। বিএনপি, জামায়াত ও এনসিপিড়এই তিন দলের মধ্যে এখন নিত্যকলহ লেগে আছে। তবে শেষের দুই দলের কলহের তুলনায় সদ্ভাব বেশি। আন্দোলনে যোগ দেওয়া সাধারণ অনেক পক্ষই যার যার পুরোনো অবস্থায় ফিরে গেছে।

কোনো কোনো পক্ষকে রাজনৈতিক মল্লযুদ্ধের মাঠ থেকে কৌশলে বা পরিস্থিতি তৈরি করে ফিরে যেতে বাধ্য করা হয়েছে। যেমন নারীরা আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকলেও কিংবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের বড় অবদান থাকলেও তরুণদের নেতৃত্বাধীন নতুন রাজনৈতিক শক্তিতে, ঢাকাকেন্দ্রিক পুরুষ ও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেকদের প্রাধান্য। সারকথা হলো আন্দোলন সবার থাকলেও আন্দোলনুপরবর্তী এক বছর কারও কারও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

আন্দোলনের পরে গঠিত অন্তর্বতী সরকারের দায়িত্ব ছিল মূলত তিনটি: সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন। সংস্কার কমিশন হয় ১১টি, কমিশনগুলো রিপোর্টও দিয়েছে। এখন চলছে সংস্কার বিষয়ে ঐকমত্য কমিশনের সঙ্গে রাজনৈতিক পক্ষগুলোর আলোচনা। তবে সংস্কারের সঙ্গে নির্বাচনের দ্বান্দ্বিক একটা ফ্রেমিং দাঁড় করানোর চেষ্টাটা, অসাধু চেষ্টা বলে আমার মনে হয়েছে।

‘আগে সংস্কার, পরে নির্বাচন’ বলে একটা ক্যাম্পেইন ছিল, সঙ্গে ছিল ‘ইউনূস সরকারকে ৫ বছর চাই’ নামের আরেক ক্যাম্পেইন। বিএনপি ছাড়া অন্য পক্ষগুলো এসব ক্যাম্পেইনের পক্ষে ছিল। আর বিএনপি যেন ছিল ‘আগে নির্বাচন, পরে সংস্কার’ নীতির পক্ষে। বস্তুত, নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা নিয়ে সরকারপক্ষের অবস্থান অস্পষ্ট ছিল।

আন্দোলনে হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচার করতে হবে। কিছু সম্ভাব্য অপরাধী গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু ৫ আগস্টের অনেক পরে পালিয়ে গেছেন, শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারী জনতার ওপর হামলার হুকুমদাতা ওবায়দুল কাদের, দায়িত্বপ্রাপ্ত সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান, গুম-পীড়নে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ডিবিপ্রধান হারুন অর রশীদসহ অনেকে। প্রচলিত ধারণা, তাঁরা ব্যাপক অর্থকড়ি ব্যয় করে এই সুযোগ পেয়েছেন।

আবার যাঁদের ধরা হয়েছে, তাঁদের প্রায় সবার নামেই ঢালাও হত্যা মামলা। কারও কারও ক্ষেত্রে হত্যার সংযোগটি হাস্যকর হিসেবে ধরা পড়েছে। অর্থাৎ যথাযথ অপরাধ চিহ্নিত না করেই, যত্নসহকারে অনুসন্ধানের পথ না বেছে, যে মামলাগুলো করা হয়েছে, আইনি লড়াইয়ে তা টিকবে না শেষে।

এদিকে জুলাইয়ে নিহত ব্যক্তিদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো কিংবা আহত ব্যক্তিদের প্রযোজ্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রেও বিস্তর অভিযোগের কথা শোনা যায়। দেশের আমলাতন্ত্র, পুলিশ, সাংবাদিকতা

বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA**
সার্টিফিকেট প্রদান করে
হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET · BARI PARTY HALL · BARI RESTAURANT · BARI HOME CARE · BARI &BARI · BARI CHARITY FOUNDATION · BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave,
2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901

Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল’

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইন্‌ক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256
E-mail: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury
Attorney at Law

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Manhattan Office By Appointment Only.
Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

প্রতিদিন আম খাওয়া কি স্বাস্থ্যকর

পরিচয় ডেস্ক : চলছে আমের মৌসুম। বাজার ভর্তি বিভিন্ন আম। দেখলে তো বটে, নাম শুনলেই জিবে জল আসে। শহরে বসেও কেউ ক্রেট ভরে গ্রাম থেকে আনিয়ে নেন প্রিয় আম। কেউ আবার ডজন ডজন কিনে রাখেন, কেউ দুপুরের খাবারের পর আম না খেলে উশখুশ করতে থাকেন। মোটকথা, আম নিয়ে আমাদের আবেগ ও উদ্দীপনার যেন শেষ নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই ভালোবাসা কি কখনো অতিরিক্ত হয়ে পড়ে? আরও বড় প্রশ্ন, প্রতিদিন আম খাওয়া কি শরীরের জন্য ভালো? ডায়াবেটিস বা ওজন কমানোর চেষ্টায় থাকা মানুষদের জন্য এটি কি ক্ষতিকর?

আমের পুষ্টিগুণ :

কেবল স্বাদে নয়, আম গুণেও রাজা। একটি মাঝারি আকারের আমে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন সি ও এ। এই দুটি ভিটামিন শরীরে রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায়। দুবাইয়ের পুষ্টিবিদ লিনা দোমানি বলেন, ‘এই দুই ভিটামিন শরীরে কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে ত্বক উজ্জ্বল রাখে। এ ছাড়া এগুলো রক্তনালির স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।’ এ ছাড়া আমে থাকে পলিফেনল। এটি একটি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, যা কোষের ক্ষয় রোধ করে এবং শরীরে প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। আমের আঁশ হজমপ্রক্রিয়া উন্নত করে, কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সাহায্য করে। প্রতি কাপ কাটা আমে রয়েছে প্রায় ২ দশমিক ৬ গ্রাম আঁশ। এ ছাড়া এতে রয়েছে লুটেইন ও জিয়াজ্যানথিন। এ দুটি উপাদান চোখের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং বয়সজনিত চক্ষু সমস্যার ঝুঁকি কমায়। আমের স্বাদ যতই মধুর হোক, এতে রয়েছে প্রাকৃতিক চিনি। একটি মাঝারি আকারের আমে থাকে গড়ে ৪৫ গ্রাম চিনি। অন্যদিকে এক কাপ কাটা আমে থাকে ২২ গ্রাম। ডায়াবেটিস বা প্রিডায়াবেটিস থাকলে চিনির এই মাত্রা চিন্তার কারণ হতে পারে।

খালি চোখে কিডনি রোগ বোঝার উপায়

পরিচয় ডেস্ক : শরীরের দুটি কিডনি ৭০-৮০ ভাগ নষ্ট হওয়ার আগে তেমন কোনো লক্ষণ দেখা যায় না। যার কারণে প্রাথমিক অবস্থায় অনেকেই বুঝতে পারেন না তিনি কিডনি রোগে আক্রান্ত। এ রোগ শরীরে বাসা বাঁধার আগেই জেনে নেয়া যাক কিডনি রোগের প্রাথমিক ও গুরুতর লক্ষণগুলো কী কী।

সবসময় ক্লান্তি: সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই সবসময় ক্লান্তি, দুর্বল অনুভব করা, ওজন কমে যাওয়া এ রকম যদি নিয়মিত হতে থাকে। কিডনি ঠিকমতো কাজ না করলে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়, সে কারণে এ ক্লান্তি ভাব হয়।

ফোলা ভাব: বিশেষ করে চোখের নিচে, পায়ের গোড়ালি ও হাতে ফোলা ভাব। একটু বেশি ঘুমালে বা অ্যালার্জির কারণে ফুলে যাওয়ার সঙ্গে কিডনির অসুখে ফোলার পার্থক্য হচ্ছে এর স্থায়িত্ব। যদি চোখের নিচে, পায়ের গোড়ালি ফোলা ভাব স্থায়ী হয়, এক সপ্তাহ বা দুই সপ্তাহ হয় তাহলে সেটা কিডনির কারণে হতে পারে। কিডনি যখন শরীর থেকে পানি বের করতে পারে না তখন তা শরীরে জমে গিয়ে এই ফোলা ভাব হয়।

ঘুমের ব্যাঘাত: কিডনি যখন শরীর থেকে পানি নিঃসরণ করতে পারে না তখন কিছু পানি ফুসফুসে জমে যায়। সে কারণে ঘুমের সমস্যা হতে পারে। দাঁড়ানো অবস্থায় বুক ভরে শ্বাস নেয়া যায় কিন্তু দেখা যায় শোয়া অবস্থায় বুক পুরোপুরি প্রসারিত হতে পারে না। পানি জমলে সমস্যাটা বেশি হয়। ঘুমন্ত অবস্থায় শ্বাসে সমস্যা হয় বলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে।

ত্বকের সমস্যা: কিডনির মূল কাজ শরীর থেকে সব ধরনের ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ প্রস্রাবের মাধ্যমে বের করে দেয়া। কিডনি সেই কাজটি ঠিকমতো করতে না পারলে ত্বকে এর ছাপ পড়ে। যেমন শরীরের ইউরিয়া বের হতে না পেরে ত্বকের নিচে জমা হতে থাকে। তখন চুলকানি হয়, ত্বকের রঙ পরিবর্তন ও খসখসে হয়ে যেতে পারে, ফুসকুড়ি হতে পারে।

প্রস্রাবে পরিবর্তন: ঘন ঘন প্রস্রাব হওয়া অথবা প্রস্রাব কমে যাওয়া দুটোই কিডনির সমস্যার লক্ষণ। শরীর থেকে পানি বের করা ছাড়াও পানি শুষে নেয়ার কাজও করে কিডনি। সেটি করতে না পারলে বেশি প্রস্রাব হয়ে থাকে।

ডায়াবেটিস : সঠিক খাদ্যাভ্যাসের মাধ্যমে প্রতিরোধ করা সম্ভব

পরিচয় ডেস্ক : ডায়াবেটিস অনেক ক্ষেত্রে বংশগত কারণেও হয়। তবে কিছু ক্ষেত্রে খাদ্যাভ্যাস ও জীবনযাপনের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। কিছু ব্যাপার নিয়ে সতর্ক থাকলে রক্তে শর্করার মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। সে কারণে খাবার গ্রহণের ব্যাপারে বিশেষভাবে সচেতন থাকতে হবে।

প্রক্রিয়াজাত খাবার ও পানীয় এড়িয়ে চলতে হবে। এড়িয়ে চলতে হবে হোয়াইট পাস্তা, পেস্ট্রি, ফিজি ড্রিংকস, চিনিজাতীয় পানীয়, মিষ্টি ইত্যাদি।

আর স্বাস্থ্যকর খাবারের মধ্যে রয়েছে শাকসবজি, ফল, বিনস ও মোটা দানাদার খাদ্যশস্য।

অতিরিক্ত ওজন কমিয়ে আদর্শ ওজন ধরে রাখা, উচ্চতা ও বয়স অনুযায়ী ওজন ঠিক আছে কিনা জেনে নেয়া এবং সঠিক ওজন ধরে রাখার জন্য পরিমিত ও সুষম খাবার গ্রহণ। ওজন কম রাখলেও চিনির মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যদি ওজন কমাতে হয় তাহলে সেটা ধীরে ধীরে করতে হবে। সপ্তাহে আধা কেজি থেকে এক কেজি পর্যন্ত ওজন কমানো যাবে।

স্বাস্থ্যকর তেল, বাদাম খাওয়াও ভালো। ওমেগা থ্রি তেল আছে যেসব মাছে সেগুলো বেশি খেতে হবে। যেমন সারডিন, স্যামন ও ম্যাকেরেল।

শাকসবজি ও ফল খেতে হবে। ধূমপান ও অ্যালকোহল ছাড়তে হবে। দৈনিক শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকতে হবে। পাশাপাশি ব্যায়াম অথবা হাঁটাহাঁটির অভ্যাস রাখতে হবে। খাওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ঘুমানো যাবে না। অন্তত ২ ঘণ্টা পর ঘুমাতে যেতে হবে।

এক বেলা পেট ভরে না খেয়ে পরিমাণে অল্প অল্প করে বিরতি দিয়ে খাওয়া দরকার। ধূমপান পরিহার করাও জরুরি।

খেজুর খাওয়ার ৮ উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : সারা বছর খেজুর খাওয়ার অভ্যাস অনেকের। তবে রমজান মাস এলে এর চাহিদা বেড়ে যায় কয়েকগুণে। বাজারে অনেক ধরনের খেজুরের সমারোহ তখন দেখা যায়। এতে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিগুণ থাকায় শরীরের জন্য বেশ উপকারী। এ ছাড়া রোগ প্রতিরোধে ক্ষমতা বাড়ায়।

পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ

খেজুরে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন, খনিজ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। ১০০ গ্রাম খেজুরে রয়েছে ২৭৭ ক্যালরি, ৭৫ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট, ৭ গ্রাম ফাইবার, ২ গ্রাম প্রোটিন। এ ছাড়া রয়েছে শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম, কপার, আয়রন এবং ভিটামিন বি৬।

ফাইবার সমৃদ্ধ

খেজুর ফাইবারে পরিপূর্ণ। এ কারণে পাচনতন্ত্রের জন্য খুবই উপকারী। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে এবং পাচনতন্ত্রকে সঠিকভাবে কাজ করতে সাহায্য করে। খেজুরের ফাইবার হজম প্রক্রিয়া সহজ করে এবং শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি শোষণে সাহায্য করে। একাধিক গবেষণায় দেখা গেছে, যারা দিনে ৭টি খেজুর খান তাদের হজম প্রক্রিয়া ভালো থাকে।

প্রতিদিন কতটুকু কোলেস্টেরল গ্রহণ করা উচিত

পরিচয় ডেস্ক : প্রতিদিনের কোলেস্টেরল গ্রহণের পরিমাণ ৩০০ মিলিগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। পুষ্টি সংক্রান্ত নির্দেশিকা অনুযায়ী, প্রতিদিনের কোলেস্টেরল গ্রহণের পরিমাণ ৩০০ মিলিগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। তবে সাম্প্রতিক গবেষণা ও পুষ্টি বিষয়ক নির্দেশনা বলছে, কোলেস্টেরলের সরাসরি প্রভাবের চেয়ে স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ট্রান্স ফ্যাট এবং অতিরিক্ত চিনি আমাদের স্বাস্থ্যের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, খাবারের কোলেস্টেরল এবং হৃদরোগের সম্পর্ক সরাসরি সম্পৃক্ত নয়। আধুনিক নির্দেশনায় সরাসরি কোলেস্টেরল কমানোর কথা না বলে, সেই সব খাবার এড়িয়ে চলার কথা বলা হচ্ছে যেগুলোতে স্যাচুরেটেড ফ্যাট, ট্রান্স ফ্যাট ও চিনি বেশি থাকে। সেগুলো পরোক্ষভাবে কোলেস্টেরল ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

কোলেস্টেরল কী

কোলেস্টেরল হলো একটি মোমের মতো চর্বিযুক্ত পদার্থ, যা মানবদেহের লিভারে তৈরি হয়। শরীর প্রতিদিন প্রয়োজনীয় পরিমাণ কোলেস্টেরল নিজেই তৈরি করে। এই কোলেস্টেরল শরীরের সব কোষেই থাকে এবং এটি হরমোন, ভিটামিন ডি ও হজমে সহায়তাকারী পদার্থ তৈরিতে সাহায্য করে। বাইরে থেকে আমরা যেটুকু কোলেস্টেরল আমরা গ্রহণ করি, তা আসে প্রাণিজ উৎস থেকে। গরু, খাসি ও মুরগির মাংস, মাছ, ডিম, দুধ, মাখন ও চিজে কোলেস্টেরল থাকে।

টমেটো খাওয়ার ১৭ উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক : টমেটো একটি পুষ্টিকর খাবার যা আমাদের শরীরের জন্য অনেক উপকারি। স্বাস্থ্যকর খাদ্য হিসেবে টমেটো খাবারের তালিকায় রাখতে পারলে ভালো। এটি হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে, ত্বকে বয়সের ছাপ কমাতে এবং ক্যান্সারের ঝুঁকি মোকাবিলায় সাহায্য করে। এখানে টমেটো খাওয়ার উপকারিতাগুলো দেওয়া হলো:

হৃদরোগের ঝুঁকি কমায়: টমেটোতে উপস্থিত লাইকোপেন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট, হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

ত্বক সুস্থ রাখে: টমেটো ত্বকের সমস্যা যেমন ব্রণ, রুক্ষতা এবং বয়সের ছাপ কমাতে সাহায্য করে। এতে ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে যা ত্বককে সুরক্ষিত রাখে।

ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়: টমেটোতে থাকা লাইকোপেন ক্যান্সার সেলের বৃদ্ধির প্রতিরোধ করতে সহায়ক।

চোখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে: টমেটোতে ভিটামিন এ ও লুটিন থাকে, যা চোখের জন্য উপকারী এবং দৃষ্টি শক্তি বাড়াতে সাহায্য করে।

পেটের সমস্যায় সাহায্য: টমেটো কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে সহায়তা করে এবং হজমের প্রক্রিয়াকে উন্নত করে।

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়: টমেটোতে উপস্থিত ভিটামিন সি শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে।

রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে: টমেটোতে পটাসিয়াম থাকে, যা রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে।

মস্তিষ্কের স্বাস্থ্য রক্ষা করে: টমেটোতে থাকা অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন বি মস্তিষ্কের কার্যকারিতা বাড়াতে সাহায্য করে।

হজম প্রক্রিয়া উন্নত করে: টমেটোতে ফাইবার আছে, যা হজমের প্রক্রিয়া সুগম করে।

কিডনির স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী: টমেটো কিডনির ক্ষতি কমাতে এবং তার স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে সাহায্য করে।

রক্তাল্পতা প্রতিরোধ: টমেটোতে আয়রন থাকে, যা রক্তাল্পতার ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে।

শ্বাসযন্ত্রের স্বাস্থ্য উন্নত করে: টমেটো শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা যেমন অ্যাজমা বা ব্রঙ্কাইটিস কমাতে সাহায্য করে।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে রাখে: টমেটো খাওয়ার মাধ্যমে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

হাড় মজবুত রাখে: টমেটোতে

সরিষার তেলে বিফ তেহারি

পরিচয় ডেস্ক : সরিষার তেলে রান্না করা তেহারি অনেকের পছন্দের। মেঘলা দিনে যদি খিচুড়ির পরিবর্তে তেহারি খেতে মন চায়, তাহলে বাড়িতেই তৈরি করে নিন সরিষার তেলে রান্না বিফ তেহারি।

উপকরণ: গরুর মাংস ছোট করে কাটা দেড় কেজি, টক দই আধা কাপ, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ১ চা চামচ, মরিচগুঁড়া আধা চা-চামচ, এলাচি ৩-৪টি, জয়ফল ও জয়ত্রী বাটা আধা চা-চামচ, গোলমরিচ ৭-৮টি।

দারুচিনি ২-৩টি, লবঙ্গ ২-৩টি, তেজপাতা ৩-৪টি, সরিষার তেল আধা কাপ (১ টেবিল চামচ মাংস ম্যারিনেট করতে ব্যবহার করতে হবে), পোলাওর চাল ৭৫০ গ্রাম, লবণ স্বাদমতো, কাঁচা মরিচ ৯-১০টি, কেওড়া জল ২ টেবিল চামচ (ইচ্ছা), গুঁড়া দুধ ২ টেবিল চামচ।

প্রণালি : মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে নিন। এবার মাংসের সঙ্গে মরিচগুঁড়া, ১ টেবিল চামচ সরিষার তেল, টক দই, আদা, রসুন ও লবণ দিয়ে ১ ঘণ্টা মেখে রাখুন।

পাত্রে তেল গরম করে পেঁয়াজ বাদামি করে ভেজে নিন। এবার পাত্রে মাংস, কাঁচা মরিচ ও সামান্য পানি দিয়ে নেড়ে ঢেকে মাঝারি আঁচে মাংস রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে ঝোল মাখা মাখা হয়ে গেলে নামিয়ে ঢেকে রাখতে হবে।

চাল ১০ মিনিট ভিজিয়ে পানি ঝরিয়ে রাখুন। হাঁড়িতে চালের দেড় গুণ পানিতে গুঁড়া দুধ মিশিয়ে নিন। এবার চালের পানিতে লবণ, তেজপাতা, এলাচি, গোলমরিচ ও দারুচিনি দিয়ে নেড়ে নিন। এরপরে ঢেকে দিন।

পানি শুকিয়ে চালের সমান হয়ে গেলে রান্না করা মাংসগুলো চালের ওপরে দিয়ে অল্প আঁচে দমে রাখুন। নিচে একটি তাওয়া দিয়ে দিন। আর বেশি নাড়বেন না, তাহলে চাল ভেঙে যাবে।

১০ মিনিট পর পোলাও আর মাংস ভালোভাবে মিশিয়ে কেওড়া জল ওপরে ছিটিয়ে দিন। ১০ মিনিট দমে রেখে চুলা থেকে নামিয়ে নিন।

পেশোয়ারি গরুর মাংস

পরিচয় ডেস্ক : মধ্য এশিয়ার জনপ্রিয় খাবার পেশোয়ারি গরুর মাংস। মসলার বাড়াবাড়ি নেই বলে হালের রাঁধুনিরাও বেশ আগ্রহ নিয়েই এই রেসিপি তৈরি করছেন।

উপকরণ: গরুর মাংস ২ কেজি, আস্ত আলু আধা কেজি, ঘি কোয়ার্টার কাপ, আদা ও রসুনবাটা ১ টেবিল চামচ, দারুচিনি ৩ টুকরা, লবঙ্গ ৪টি, বড় পেঁয়াজ ৩টি, গোলমরিচ ৮টি, কাঁচা মরিচ ৬টি, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি : একটা পাত্রে কয়েক টেবিল চামচ লবণ ও কয়েক কাপ পানি নিয়ে তার মধ্যে মাংসগুলো মেখে রেখে দিন। ১ ঘণ্টা পর লবণ পানি থেকে মাংস ছেঁকে তুলে নিন। একটি বোলে মাংসের সঙ্গে ঘি ছাড়া সব উপকরণ দিয়ে আবারও মেখে রাখুন ১ ঘণ্টা। এবার যে হাঁড়িতে রান্না করবেন, সেই হাঁড়িতে ঘি দিয়ে মাংসটা মাঝারি আঁচে ভাজুন, যেন মাংসের পানি বের হতে না পারে। ভাজা হলে বেশি করে গরম পানি দিয়ে অল্প আঁচে ১ ঘণ্টা ঢেকে রাখুন। এর মধ্যে ঢাকনা তুলবেন না। সম্ভব হলে আটা দিয়ে ঢাকনার চারপাশ আটকে দিতে পারেন। এই রান্নাটার ঝোল অনেকটা নিহারির মতো হবে। মাংস হবে একদম নরম তুলতুলে। ব্যস, গরম-গরম পরিবেশন করুন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

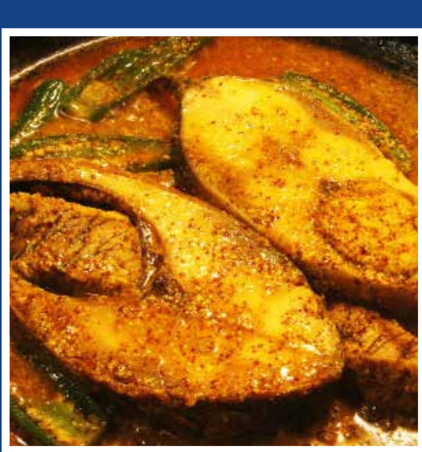

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
Ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5556

মেজবানি মাংস

পরিচয় ডেস্ক : মেজবানি মাংস চট্টগ্রাম অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী খাবার। সাধারণত গরুর মাংস দিয়ে এটি রান্না করা হয়। এর বিভিন্ন রেসিপি পাওয়া যায় চট্টগ্রাম এলাকায়।

উপকরণ: গরুর মাংস ১ কেজি, পেঁয়াজকুচি ১ কাপ, আদাবাটা ১ টেবিল চামচ, মেজবানি মসলা ১ টেবিল চামচ, রসুনবাটা দেড় চা-চামচ, জিরাবাটা ১ টেবিল চামচ, মিষ্টি জিরা বা মৌরিবাটা ১ চা-চামচ, পোস্তবাটা আধা চামচ, নারকেলবাটা ১ চা-চামচ, হাটহাজারির মিষ্টি মরিচ গুঁড়া দেড় টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়া আধা চা-চামচ, বাদামবাটা আধা চা-চামচ, টমেটোকুচি ২ টেবিল চামচ, টক দই ১ চা-চামচ, গোটা গরমমসলা ১ টেবিল চামচ (দারুচিনি, এলাচি), তেজপাতা ১ বা ২টি, সরিষার তেল আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ৩ থেকে ৪টি, লবণ স্বাদমতো।

প্রণালি: একটি হাঁড়িতে পরিষ্কার করে কেটে রাখা গরুর মাংস নিয়ে তাতে তেলসহ সব উপকরণ দিয়ে ভালোভাবে মেখে ২০ মিনিটের জন্য রেখে দিন। এরপর চুলায় প্রথমে উচ্চ তাপে ২০ মিনিট ভালোভাবে মাংস কষিয়ে নিন। কষানোর সময় পানি ব্যবহার করা যাবে না। ২০ মিনিট পর তেল ওপরে উঠে এলে তাতে ২৫০ মিলিলিটার বা পরিমাণমতো গরম পানি দিয়ে মিডিয়াম আঁচে রান্না করুন। মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে আধা চা-চামচ মেজবানি মসলা এবং ৩টি কাঁচা মরিচ দিয়ে চুলা বন্ধ করে ঢেকে দমে দিতে হবে। ১৫ মিনিট পর নামিয়ে পরিবেশন করুন চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী মেজবানি মাংস।

চিকেন স্টিমার কারি

পরিচয় ডেস্ক : সাদা চিকন চালের ভাত অথবা খিচুড়ির সঙ্গে একটা ভিন্ন পদের মুরগির মাংস -চিকেন স্টিমার কারি হলে জমে যায় অনেক!

উপকরণ: দেশি চিকেন ৫০০ গ্রাম, কুচোনো পেঁয়াজ ১ কাপ, আদা কুচি ২ চামচ, রসুন কাঁচা লঙ্কা কুচি ১ চামচ করে, শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো ও নুন নিজের স্বাদ অনুযায়ী, পরিষ্কার করে ধুয়ে-মুছে রাখা ছোট চিংড়ি মাছ বাটা ১ কাপ।

প্রণালি: পরিষ্কার করে ধুয়ে-মুছে রাখা দেশি চিকেন এবং বাকি সব উপকরণ একসঙ্গে ভালো করে সরষের তেল দিয়ে মেখে রাখতে হবে এক ঘণ্টা। এরপর পাত্রে সরষের তেল গরম করে সমস্ত উপকরণ ঢেলে খুব ভালো করে নাড়াচাড়া করে, কম আঁচে ঢাকা দিয়ে রান্না করতে হবে। সাধারণত যে জলটা চিকেন ও মসলা থেকে বেরোবে, তাতেই চিকেন সেদ্ধ হয়ে যাবে, তবে প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই তাতে একটু একটু করে গরম জল দিতে হবে। বারবার ঢাকনা খুলে নেড়ে দিতে হবে, কারণ চিংড়ি বাটা পুড়ে যেতে পারে। এরপর জল শুকিয়ে গেলে নামিয়ে গরম-গরম পরিবেশন করুন চিকেন স্টিমার কারি। আপনার ইচ্ছে হলে এতে আলু দিতে পারেন। চাইলে নামানোর আগে ঘি এবং গরম মসলা দিতে পারেন। তবে অথেন্টিক রান্নায় ঘি, গরম মসলার ব্যবহার হতো না।

দিন বদল নয়, ক্ষমতার বদল ঘটেছে

১৬ পৃষ্ঠার পর

দ্বারাই পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে রাষ্ট্রীয় পলিটিকসে মূল্যবোধটা কী? স্পষ্টতই সেটা হলো নিজের দিকে সবকিছু টেনে নেওয়া, নিজের আখের নিজের হাতেই গুছিয়ে নেওয়া।

সরকার বদলেছে, রাজনীতি বদলায়নি। যারা রাষ্ট্রক্ষমতায় যাতায়াত করে তারা নিজেদের স্বার্থ দেখে, দেশের স্বার্থ দেখে না। দেশের সম্পদ যেটুকু আছে সেটা তারা অতিদ্রুত নিজেদের করতলগত করে তুলে দিতে চাচ্ছে সাম্রাজ্যবাদীদের হাতে। জনগণের মুক্তির কথা যখন আমরা বলি তখন ওই সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানার প্রশ্নটাই প্রথমে আসে, আসতে বাধ্য। আমাদের দেশ যে দরিদ্র তার কারণ সম্পদের অভাব নয়। কারণ হচ্ছে সম্পদের ওপর জনগণের মালিকানা না-থাকা এবং সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে যাওয়া। দেশের খরচে আমরা মানুষকে শিক্ষিত করি, সেই শিক্ষিত মানুষদের স্বপ্ন থাকে বিদেশে যাওয়ার, নয়তো দেশে থেকেই বিদেশি কোম্পানিতে চাকরি করার। এ ক্ষেত্রে যেটা ঘটে; দেশের খরচে যে দক্ষতা তৈরি হয় তা দেশের কাজে লাগে না, ব্যয় হয় বিদেশিদের সম্পদ উৎপাদনে। তার চেয়েও যেটা নিষ্ঠুর তা হলো, দেশের সম্পদ বিদেশে চলে যাওয়া।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মূল কারণ ছিল সম্পদের ওই মালিকানাই। ইংরেজের ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রে যা ঘটেছে, তথাকথিত স্বাধীন পাকিস্তান রাষ্ট্রেও তা-ই ঘটেছিল। পূর্ববঙ্গের সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব পূর্ববঙ্গবাসীর ছিল না; কর্তৃত্ব ছিল পশ্চিম পাকিস্তানিদের। আমরা বলেছিলাম, এ দেশে যা কিছু আছে তা আমাদেরই থাকবে। ওই দাবির ব্যাপারে বাঙালিদের দৃঢ়তা দেখেই পাঞ্জাবি সেনাবাহিনী ক্ষেপে গেল এবং গণহত্যা শুরু করে দিল। নইলে বাঙালিদের সঙ্গে ওই রকমের বিপজ্জনক খেলায় তারা মত্ত হতে যাবে কেন? সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকার দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

রাতারাতি বদলাচ্ছে না বাংলাদেশ

১৬ পৃষ্ঠার পর

ইত্যাদি ক্ষেত্রেও বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসেনি। ন্যারেটিভ নির্মাণ বা অ্যাকশনের ক্ষেত্রে কেবল চরিত্র বদলেছে, ধরন একই রয়েছে। ফলে শাসনব্যবস্থায় গুণগত পরিবর্তন ঘটেনি।

গুমের মতো ঘটনা আর ঘটছে না, কিন্তু মানুষের মৃত্যুও এড়ানো যাচ্ছে না। সরকারের দিক থেকে গুম-হত্যাকাণ্ড হচ্ছে না, কিন্তু নাগরিকেরা পরস্পরকে নিয়মিত আক্রমণ করছে। সামান্য বিষয় নিয়ে বড় বড় সহিংসতার ঘটনা ঘটছে। আবার এনসিপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে সরকারি বাহিনীর গুলিতে ১৬ জুলাই মারা গেছে পাঁচজন গোপালগঞ্জের অধিবাসী। চাঁদাবাজি-রাহাজানি কমেনি, যুবলীগের জায়গায় শোনা যাচ্ছে যুবদলের কথা।

জুলাইয়ের লড়াই চলাকালে সবার একটাই প্রতিজ্ঞা ক্রমে দানা বেঁধেছিল, শেখ হাসিনার সরকারের পতন। পতনের পরে সুযোগসন্ধানীরা ছাড়া, সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ স্বপ্ন দেখেছিলেন নতুন বাংলাদেশের। এক বছরে বোঝা গেছে, রাতারাতি বদলে যাবে না বাংলাদেশ। বরং পরিবর্তনের পথটি দীর্ঘ ও ধীরগতির।

গণতন্ত্রে ফেরাটাই প্রথম লক্ষ্য হওয়া উচিত, যেটা অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান এজেন্ডা হতে হবে। সংস্কারের ধারণাগুলোকেও বাঁচিয়ে রাখতে হবে। নির্বাচিত সরকার যেন এগুলোর অনেকখানি বাস্তবায়ন করে, সে জন্য আমাদের সবাইকেই সত্যিকারের 'প্রেশার গ্রুপ' হিসেবে কাজ করতে হবে। আর নির্বাচিত সরকারের প্রথম কাজ হবে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা। আর নতুন সৃষ্ট উদ্ভট-অগণতান্ত্রিক আবদারগুলোকে নিষ্ক্রিয় করা। তবে সবচেয়ে জরুরি হবে অর্থনৈতিক উন্নতিসাধন। ফাহমিদুল হক ফ্যাকাল্টি মেম্বার, বার্ড কলেজ, যুক্তরাষ্ট্র। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষি নিয়ে

১৪ পৃষ্ঠার পর

সরবরাহকারী দেশে চীনের জন্যও বাড়ছে। পোশাকশিল্পসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অনেকে মনে করছেন, নতুন ঘোষিত শুল্কহারে চীনের রপ্তানি অনেক কমে যাবে। এ কমে যাওয়া রপ্তানিটুকু বাংলাদেশ, ভারত ও ভিয়েতনাম মিলেও সরবরাহ করতে পারবে কি না, সে বিষয়ে সংশয় রয়েছে।

আবার অনেকে মনে করেন, বাংলাদেশ মূলত কম দামের পোশাকপণ্য বেশি প্রস্তুত করে। ভিয়েতনাম যদি যুক্তরাষ্ট্রে সবচেয়ে বেশি শুল্ক সুবিধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে দেশটিতে ক্রয়াদেশ মূলত আসবে চীন থেকে। কারণ, চীন বেশি দামের পোশাকপণ্য বেশি উৎপাদন করে। ফলে বাংলাদেশের সক্ষমতার যে ক্ষেত্র, অর্থাৎ কম দামি পোশাক, সেটি হাতছাড়া হওয়ার কারণ নেই।

তবে বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ভারত ও পাকিস্তানের শুল্ক বাংলাদেশের চেয়ে বেশি কম হলে বাংলাদেশ কিছুটা বাজার হারাতে পারে। সব মিলিয়ে বাংলাদেশের ক্রয়াদেশ সর্বোচ্চ ২০ শতাংশ বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকবে বলে ধারণা করছেন পোশাক রপ্তানিকারকেরা। (প্রতিযোগী দেশের তুলনায় বাংলাদেশের ওপর ঘোষিত শুল্কহার বেশি, বণিক বার্তা, ১৪ জুলাই ২০২৫)

অন্যদিকে যেনতেনভাবে শুল্ক কমাতে গিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া জাতীয় স্বার্থবিরোধী শর্তগুলো মেনে নিলে পুরো দেশের অর্থনীতির যে ক্ষতি হবে, তা অপরিমেয় ও সুদূরপ্রসারী। এক ৪০ শতাংশ রুলস অব অরিজিনের শর্ত মানতে হলেই চীন থেকে কাঁচামাল আমদানি করে কিছুটা মূল্য সংযোজন করে রপ্তানি করা কারখানাগুলো বিপদে পড়বে। বাংলাদেশকে অনেক ক্ষেত্রেই পণ্য আমদানি, প্রযুক্তির ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিজস্ব সুযোগ-সুবিধা ও প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাদ দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তা ও কৌশলগত স্বার্থ মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারকে সব দিক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। কোনো একটি গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে যেন জাতীয় স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের মালিকদের মুনাফা ও শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের কথা যেমন ভাবতে হবে, তেমনি দেশের অন্যান্য খাতের বিকাশের কথাও মাথায় রাখতে হবে।

এ ক্ষেত্রে শুধু ব্যবসায়ী বা আমলাদের সঙ্গে পরামর্শই যথেষ্ট নয়। অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত সংবিধান সংস্কার কমিশন যেকোনো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি সংসদে আলোচনা বাধ্যতামূলক করার সুপারিশ করেছে। জাতীয় সংসদের অনুপস্থিতিতে দেশের রাজনৈতিক ও নাগরিক সংগঠনগুলোর সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে ননডিসক্লোজার অ্যাগ্রিমেন্ট বিদেশিদের কাছে আলোচনার বিষয়বস্তু প্রকাশে বাধা হতে পারে, দেশের বিভিন্ন অংশীজনের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে তা বাধা হতে পারে না। সরকারের আমলা ও উপদেষ্টারা চুক্তির শর্ত সম্পর্কে জানতে পারলে রাজনৈতিক দল ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা কেন জানতে পারবেন না, তা বোধগম্য নয়। দেশের জনগণকে না জানিয়ে ও রাজনৈতিক ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা না করে এ রকম সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত অন্তর্বর্তী সরকারের এককভাবে নেওয়ার এখতিয়ার নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দর-কষাকষির বেলায় মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের পোশাকশিল্প এখন আর শিশু অবস্থায় নেই। চার দশকের পরিক্রমায় ইতিমধ্যে নানা ধরনের ঝড়ঝঞ্ঝা পার করে আসার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে। ২০০৫ সালের ১ জানুয়ারি থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে উন্নয়নশীল দেশের জন্য পোশাক রপ্তানি কোটা উঠে যাওয়ার সময়ও আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল মার্কিন বাজার হারানোর। কিন্তু বাংলাদেশের পোশাকশিল্প সেটি সফলভাবেই মোকাবিলা করেছে।

এখন সময় এসেছে পোশাকশিল্পের একক বাজারনির্ভরতা কাটিয়ে ওঠার। সেই সঙ্গে বাংলাদেশকেও একক রপ্তানি পণ্যনির্ভরতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। একদিকে রপ্তানি বহুমুখীকরণ করতে হবে, অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ চাহিদানির্ভর টেকসই শিল্পায়নে গুরুত্ব দিতে হবে। যেন একক রপ্তানি পণ্য ও একক বাজারের বিষয়টিকে ব্যবহার করে কোনো দেশ বাংলাদেশকে অর্থনৈতিকভাবে 'ব্ল্যাকমেল' করতে না পারে। কল্লোল মোস্তফা বিদ্যুৎ, জ্বালানি, পরিবেশ ও উন্নয়ন অর্থনীতিবিষয়ক লেখক। ঢাকার দৈনিক প্রথম আলোর সৌজন্যে

অবৈধভাবে ইরানে প্রবেশের

১২ পৃষ্ঠার পর

ও বৈধ ছাড়পত্র ছাড়া তারা ইরানে যাওয়ার চেষ্টা করেন। গ্রেপ্তারকৃত বাংলাদেশিরা দলবদ্ধ হয়ে ইরানের ঢোকার চেষ্টা করলে তাদের পথরোধ করেন নিরাপত্তারক্ষীরা। ইরানে যাওয়ার কাগজপত্র চাইলে তারা সেগুলো দিতে ব্যর্থ হন। এক নিরাপত্তা কর্মকর্তা বলেন, '৩৩ জনের সবাইকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং পরবর্তী তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার কাছে তুলে দেওয়া হয়।

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল'

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা ন্যূনতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa'র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু'বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ, ইনক
Cumilla Society of USA Inc.

বার্ষিক
বনভোজন

২৭ জুলাই, রবিবার ২০২৫

Venue BELMONT LAKE STATE PARK
625 Belmont Ave,
West Babylon, NY 11704
Site: Oak Pavilion

চাঁদার পরিমাণ

পরিবার : ৫০ ডলার
একক : ২৫ ডলার
৫ বছরের নীচে ফ্রি
বাবা-মা ফ্রি

বিশেষ আকর্ষণ:
খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
আকর্ষণীয় র‌্যাফেল ড্র
ও সুস্বাদু খাবার

মিডিয়া পার্টনার:
Ruhul Khan USA

প্রধান অতিথি ঃ
ইঞ্জিনিয়ার মাহফুজুল হক
প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, কুইন্স স্যোসাল এডাল্ড ডে কেয়ার এন্ড মার্কস হোর কেয়ার

উদ্বোধক ঃ
কাজী এনামুল হক
সিইও, কাজী এন্টারপ্রাইজ

গেস্ট অব অনার ঃ
মোঃ ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী
সাবেক সভাপতি, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র
দুলাল বেহেদু
সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ঃ **কাজী তোফায়েল ইসলাম** সাবেক সমাজ কল্যাণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

বিশেষ অতিথি

- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সি: সহ সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
- মো: কামরুজ্জামান কামরুল, সহ সভাপতি- বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক
- ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি-জামাইকে বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি
- প্রফেসর আব্দুল বাছির (বীর মুক্তিযোদ্ধা) প্রধান উপদেষ্টা- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি ইউএসএ
- কামরুন নাহার ভুঁইয়া, কচুয়া উপজেলা-সাবেক মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান।
- রবিউল আউয়াল (রবি)- সাবেক চেয়ারম্যান
- আল আমিন সুমন, সভাপতি ড: খন্দকার মোশারফ ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র
- সিদ্দিক পাটোয়ারী, সাধারণ সম্পাদক-বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক
- হাজী মো: ইসমাঈল মিয়া, কর্মকর্তা-বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি, যুক্তরাষ্ট্র
- মো: আলমগীর সরকার, সভাপতি-ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি ইউএসএ
- মো: মজিব উদ্দিন (জেন্টু), সভাপতি-বৃহত্তর রাজশাহী সমিতি ইনক ইউএসএ
- সরোয়ার খান বাবু, বিশিষ্ঠ ব্যবসায়ী, রিয়েলটর ও সবাজসেবক
- আক্তার হোসেন মোল্লা, সভাপতি-বৃহত্তর দাউদকান্দি সোসাইটি অব নথ আমিরিকা
- মো: জহিরুল হক, বিশিষ্ট কৃষিবিদ
- মাজহারুল মজুমদার, প্রেসিডেন্ট ও সিইও, স্মাইলি ফুড মার্ট
- মো: আবু মুসা, সভাপতি-বৃহওর দাউদকান্দি সোসাইটি ইউএসএ
- মামুন হোসেন বিপ্লব, সাধারণ সম্পাদক-ডক্টর খন্দকার মোশারফ ফাউন্ডেশন যুক্তরাষ্ট্র
- কালাম সরকার, প্রেসিডেন্ট ও সিইও, এস আর পারফিউম

আমন্ত্রণে

মফিজুল ইসলাম ভূঁইয়া প্রধান উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
শাহরীয়ার চৌধুরী বিদ্যুৎ, উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
এ.আর মাহবুবুল হক (সাবেক চেয়ারম্যান), উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
কে.এম কামরুল আহছান, উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
জাকির হোসেন স্বপন, উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
আলহাজ্ব মো: শহিদ উল্লাহ, উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
মোঃ হুমায়ুন কবির, উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
জেছমিন চৌধুরী, উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
সোহেল আহমেদ, উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
রুহুল আমিন সরকার, উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
মো: একরামুল হক, উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক
মো: জুবায়ের রহমান (পুলক), উপদেষ্টা, কুমিল্লা সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক

আহবায়ক কমিটি

সাইদুল ইসলাম রিয়াদ
আহ্বায়ক, (৯২৯) ৫২৯-০৫২৫

ইউনুস সরকার
প্রধান সমন্বয়কারী, (৭১৮) ২২৩-৩৮৫৬

রেজাউল করিম রোমান
সদস্য সচিব, (৬৪৬) ৭৩২-৪৬২৭

যুগ্ম আহবায়ক
দেলোয়ার হোসেন মজুমদার
ইসহাক টিপু

সমন্বয়কারী
মো: কবির হোসেন
এম.এ মতিন

যুগ্ম সদস্য সচিব
মোঃ জালাল হোসেন
সাঈদ আহম্মেদ ইমরান

সার্বিক সহযোগিতায়: সহ সভাপতি মো: মহসীন মুন্সী, সহ সভাপতি ফিরোজ আহমেদ, সহ সভাপতি মো: আবু নাসির, সহ সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রহমান দোলন, সহ সাধারণ সম্পাদক জামাল হোসেন, সহ সাধারণ সম্পাদক মো: সারোয়ার জাহান, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ফাহিম আহমেদ পুলক, কোষাধ্যক্ষ মো: রাসেল হাসান, যুব ও ক্রীড়া সম্পাদক গোলাম সাইদ সৃজন, দপ্তর সম্পাদক মো: রকিবুল হক প্রান্ত, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মো: ডালিম হোসেন, মহিলা সম্পাদিকা ফারহানা আক্তার, কার্যকরি সদস্য: মো: রাফসান, মো: ইলিয়াস উদ্দিন, মো: মোশাররফ হোসেন, মো: রাব্বী আরমান, মো: সোহেল রানা ইমন, মো: তুষার, ইয়াসিন আরাফাত।

শুভেচ্ছান্তে

মো: আবুল হোসেন
সভাপতি, ৩৪৭-৬৮২-৯২১৯

মো: নজরুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩১৯-৪১৪৯

প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক সাঈদ আহম্মেদ ইমরান

ব্যাংক অ্যাকাউন্টই নেই

১০ পৃষ্ঠার পর

লেনদেনের আনুষ্ঠানিক ব্যবস্থার বাইরে।

বিশ্বব্যাংকের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ১৫ বছরের উর্ধ্বে বয়স দেশের প্রায় ৭ কোটি এমন মানুষ এখনো কোনো প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক হিসাব খুলতে পারেনি। এতে করে তারা সঞ্চয়, ঋণ গ্রহণ, ডিজিটাল লেনদেনসহ আধুনিক আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েছে। এই চ্যালেঞ্জ কেবল ব্যক্তিগত নয়, দেশের অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদি টেকসই উন্নয়নের জন্যও বিরাট ঝুঁকি তৈরি করছে। আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হলে শুধু প্রযুক্তি নয়, জনসচেতনতা ও গ্রহণযোগ্যতার মধ্য দিয়ে সেবার গুণগত মানও উন্নত করতে হবে।

বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ বৈশ্বিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচক (ফিনডেক্স) অনুযায়ী, ২০২৪ সালে বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের মধ্যে ১৫ বছরের উর্ধ্বে থাকা জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২ কোটি ২৮ লাখ। এর মধ্যে ৬ কোটি ৯৭ লাখের কোনো আর্থিক হিসাব নেই। বিশ্বে হিসাব না থাকা অধিকাংশ মানুষ আটটি দেশে বাস করে, যার মধ্যে বাংলাদেশ রয়েছে। অন্য দেশগুলো হলো ভারত, চীন, মিসর, ইন্দোনেশিয়া, মেক্সিকো, নাইজেরিয়া ও পাকিস্তান। সেখানে আরও বলা হয়েছে, ব্যাংক, ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) এবং মোবাইল ফোনে আর্থিক সেবা (এমএফএস) দেওয়া প্রতিষ্ঠানে হিসাব থাকার হার দাঁড়িয়েছে ৪৩ শতাংশ। বিশ্বব্যাংকের একই রিপোর্ট অনুযায়ী, তিন বছর আগে এ হার ছিল ৫৩ শতাংশ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) এক জরিপে এর আগে দাবি করা হয়, দেশের ১৫ বছরের বেশি বয়সী ব্যক্তির ব্যাংক হিসাব ছিল ২৬ দশমিক শূন্য ২ শতাংশ। মোবাইল ব্যাংকিং হিসাবে (এমএফএস) দেশের ১৫ বছরের বেশি জনসংখ্যার ৪২ দশমিক ৬ শতাংশ ব্যক্তির এমএফএস হিসাব ছিল।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, গত ডিসেম্বরে এমএফএসে নিবন্ধিত হিসাব প্রায় ২৪ কোটি ছিল। নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (এনবিএফআই) হিসাবের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ ৩১ হাজার। ব্যাংক হিসাবে সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৬ কোটি ৫৭ লাখ।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিশ্বব্যাংকের ঢাকা অফিসের সাবেক মুখ্য অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, 'আমাদের দেশের অনেক মানুষ দিনমজুর, যাঁদের সংসার চালিয়ে অর্থ সঞ্চয় করার মতো অবস্থা নেই। এ ছাড়া শিক্ষার অভাবে অনেকেই ব্যাংক লেনদেন এড়িয়ে চলেন। ব্যাংকে টাকা রাখা নিয়ে অনেকের মধ্যেই নেতিবাচক ধারণা রয়েছে। ফলে ভয়ে টাকা অন্যত্র রাখতে চান না। এসব কারণেও আর্থিক হিসাবধারী কমতে পারে।'

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর 'আর্থসামাজিক ও জনমিতিক জরিপ-২০২৩' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মোবাইল ব্যাংকিংসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান মিলিয়ে দেশের ১০ বছরের উর্ধ্বে জনগোষ্ঠীর ৪৭ দশমিক ৪৩ শতাংশ মানুষ আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় এসেছে। যদিও বিবিএসের জরিপ পর্যালোচনায় দেখা গেছে, ব্যাংক তো দূরের কথা, মোবাইল ব্যাংকিং এবং অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেও লেনদেন করছে না ৫২ দশমিক ৫৭ শতাংশ মানুষ। অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ১০ বছরের উর্ধ্বে জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি মানুষের কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আগ্রহ নেই। সে বিবেচনায় আর্থিক অন্তর্ভুক্তিতে থাকা মানুষের মধ্যে মাত্র ৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ মানুষের ব্যাংকে হিসাব রয়েছে।

এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের মুখপাত্র ও নির্বাহী পরিচালক মো. আরিফ হোসেন খান বলেন, বিভিন্ন প্রতিবেদনে বিভিন্ন তথ্য উঠে এসেছে। তবে কেবল ৫ শতাংশ মানুষের ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে এ কথাটির সঠিকতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। বিশ্বব্যাংক বা বিবিএসের হিসাবে হয়তোবা অনেকে আসেনি। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব হিসাবে অর্ধেকের বেশি আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় এসেছে। সামনে নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। একটা নির্দিষ্ট বয়স হিসাব না করে সামগ্রিক হিসাব বিবেচনায় আনতে হবে। তখন হয়তোবা ফলাফলটা প্রকৃত তথ্যে কাছাকাছি আসবে।

অদক্ষতা ও অবহেলার কারণে

১০ পৃষ্ঠার পর

হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প প্রস্তাব (ডিপিপি) সূত্রে জানা গেছে, বিশ্বব্যাংক প্রাইড প্রকল্পের জন্য ২০২০ সালের জুনে এই ঋণ অনুমোদন করে। ঋণের আওতায় মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল, কারওয়ান বাজারের জনতা সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক (এসটিপি) পুনর্নির্মাণ এবং এর পাশে আরেকটি নতুন এসটিপি নির্মাণের লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল।

প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল ২০২৫ সালের মধ্যে আনুমানিক ২ বিলিয়ন ডলার বেসরকারি বিনিয়োগ আহরণ, ১ লাখ ৫০ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং নির্বাচিত অর্থনৈতিক অঞ্চল ও সফটওয়্যার পার্কে সামাজিক ও পরিবেশগত মান উন্নয়ন।

কিন্তু পাঁচ বছরের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও বিশ্বব্যাংকের মোট প্রতিশ্রুত ঋণের মাত্র ৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ ব্যবহার হয়েছে। বিশ্বব্যাংক এখন পর্যন্ত ৬ কোটি ৮৭ লাখ ২০ হাজার ডলার ছাড় করেছে, যার মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা দুইটি– বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা) ও বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ (বিএইচটিপিএ) মাত্র ৩ কোটি ২৩ লাখ ১০ হাজার ডলার খরচ করতে পেরেছে। অর্থাৎ অর্থ পাওয়ার পরেও অব্যবস্থাপনা ও অদক্ষতার কারণে ৩ কোটি ৬৪ লাখ ১০ হাজার ডলার খরচ করতে পারেনি।

জানা গেছে, বেজা জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল (এনএসইজেড) উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করেছে, যার প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৯ হাজার ৬৭০ কোটি টাকা। অন্যদিকে, হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ ৩ হাজার ৫৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিজিটাল উদ্যোগ ও উদ্ভাবন ইকো-সিস্টেম (ডিইআইই) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। দুই প্রকল্পে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৪৭ হাজার কোটি টাকা। এর মধ্যে প্রায় ৪২ হাজার ২০০ কোটি টাকা অর্থাৎ ৮৯.৮ শতাংশ, বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে বাস্তবায়ন হওয়ার কথা। বাকি অর্থ আসবে সরকারের নিজস্ব তহবিল থেকে। এই দুই প্রকল্পের ব্যয়ের প্রাথমিক ঋণ ছিল বাতিল হওয়া বিশ্বব্যাংকের ওই ঋণের অংশ।

এ নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে ইআরডি সচিব শাহরিয়ার কাদির সিদ্দিকী বলেন, এত বড় বাজেট থাকা সত্ত্বেও প্রকল্প দুটি এখন পর্যন্ত মাত্র ৯ দশমিক ২০ শতাংশ আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করতে পেরেছে, যা খুবই হতাশাজনক।

তিনি বলেন, যেখানে সাড়ে চার বছরেও প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি নেই। এক্ষেত্রে সময় বাড়ালেও কীভাবে বাকি ৯০ শতাংশ কার্যক্রম শেষ হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।

সভায় ডিইআইই প্রকল্পের সহকারী পরিচালক মাহাবুল আলম জানান, দ্বিতীয় এসটিপি ভবনের চারটি বেজমেন্ট স্তরের ছাদ ঢালাই শেষ হয়েছে। এসটিপি-১ পুনর্নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে ২০২৫ সালের এপ্রিলে।

তবে ইআরডি সচিব বলেন, এসটিপি-১ ভবন খালি করে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভাড়াটিয়াদের সরে যেতে দীর্ঘ সময় লেগে গেছে, যদিও তাদের চুক্তির মেয়াদ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে।

এদিকে, এনএসইজেড প্রকল্পের পরিচালক আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ ফারুক জানান, প্রকল্পের অধীনে ৮১০ কোটি টাকার কার্যাদেশ বাস্তবায়নের পর্যায়ে রয়েছে। আরও ৩৬০ কোটি টাকার কার্যাদেশ অনুমোদনের পর্যায়ে, ৯৮০ কোটি টাকার কার্যাদেশ মূল্যায়ন পর্যায়ে এবং ৯৫৭ কোটি টাকার টেন্ডার এখনও আহ্বানই করা হয়নি।

তিনি আরও বলেন, সাতটি প্রস্তাবিত পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) প্যাকেজের একটিরও কাজ শুরু হয়নি। এর মধ্যে তিনটি একত্রিত করে একটি বড় প্যাকেজে রূপান্তর করা হয়েছে।

এ ছাড়া তিনি জানান, মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য পূর্ব পরিকল্পনায় থাকা ডেসালিনেশন প্লান্ট বাদ দেওয়া হয়েছে। পরিবর্তে পানি সরবরাহের জন্য ১৭১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত মেঘনা নদী থেকে পানি আনার পরিকল্পনা করা হয়েছে।

বিশ্লেষকদের মতে, এই প্রকল্পে বিলম্ব কেবল বিশ্বব্যাংকের অর্থায়ন সংকোচনের দিকেই নয়, বরং সরকারের সক্ষমতা, প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যবস্থার কাঠামোগত ত্রুটি এবং প্রশাসনিক জটিলতার প্রতিফলন। এখনই কার্যকর পদক্ষেপ না নিলে, ডিজিটাল কর্মমুখী বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন কেবল নথিপত্রেই সীমাবদ্ধ থেকে যাবে। সংবাদসুত্র দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইনক
Greater Comilla Association, USA Inc.

www.greatercomillausainc.com

বার্ষিক
বনভোজন ২০২৫

৩ আগস্ট ২০২৫, রবিবার

Heckscher State Park
1 Heckscher State Parkway, East Islip, NY 11730
Taylor Pavilion Field 2

বাস ছাড়ার স্থান
• ব্রুকলীন
বাস ছাড়বেঃ সকাল ৮টা

টিকেট পাওয়ার শেষ তারিখ
২৫ জুলাই শুক্রবার

চাঁদার পরিমাণ

পরিবার	৮০ ডলার
একক	৫০ ডলার
নিজস্ব পরিবহনে একক	৪০ ডলার
নিজস্ব পরিবহনে পরিবার	৬০ ডলার
৫-১৬ বৎসরের বাচ্চা	২৫ ডলার

খেলাধুলা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান
আকর্ষণীয় র‍্যাফেল ড্র
সুস্বাদু খাবার

প্রধান অতিথি
ডা: আবুল কাশেম এম.ডি
সভাপতি, ইস্টকোস্ট এনেস্থেশিয়া গ্রুপ

গেস্ট অব অনার
ডা: আতাউল এইচ চৌধুরী এম.ডি
বিশিষ্ট চিকিৎসক

উদ্বোধক
কাজী এনামুল হক
সিইও, কাজী এন্টারপ্রাইজ

বিশেষ অতিথি

- মহিউদ্দিন দেওয়ান, সিনিয়র সহ সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
- মো: হারুন ভূইয়া, সভাপতি, জেবিবি
- দুলাল বেহেদু, সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন
- মো: কামরুল ইসলাম, সহ সভাপতি, বাংলাদেশ সোসাইটি
- মাওলানা অলিউল্লাহ মোঃ আতিকুর রহমান, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট
- ফখরুল ইসলাম মাছুম, সভাপতি, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন
- আবুল হোসেন, সভাপতি, কুমিল্লা সোসাইটি ইউএসএ ইনক
- আমিন খান জাকির, সাবেক সভাপতি, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন
- মো: আলমগীর সরকার, সভাপতি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি
- বাবুল চৌধুরী, সাবেক সভাপতি, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন
- ইঞ্জি. আব্দুল খালেক, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
- মনির রহমান, প্রেসিডেন্ট ও সিইও, প্রোস্মার্ট আটি জব কন্সালন্টিং
- মো: মজিব উদ্দিন জেন্টু, সভাপতি বৃহত্তর রাজশাহী
- আবু চৌধুরী (সাইদ), বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
- কাজী আহাদ উল্যাহ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী
- মো: জাহাঙ্গীর হোনে ভূইয়া, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
- শাহরিয়ার চৌধুরী বিদ্যুৎ, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
- এ আর মাহবুবুল হক, সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান
- মোঃ আক্তার হোসেন মোল্লা, সভাপতি, বৃহত্তর দাউদকান্দি সোসাইটি উত্তর আমেরিকা ইনক
- মোঃ আবু মুছা, সভাপতি, বৃহত্তর দাউদকান্দি সোসাইটি ইউএসএ ইনক
- মো: তারেক হাবিব, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট
- আব্দুস সামাদ টিটু, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
- বিপ্লব শাহা, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
- প্রফেসর আব্দুল বাছির, বীর মুক্তিযোদ্ধা, উপদেষ্টা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সমিতি
- মো: শামসুদ্দিন বশির, সিইও, ওয়ার্ল্ড ট্যুর এন্ড ট্রাভেল
- আলমগীর হোসেন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবক
- সাইদুজ্জামান রিংকু, সভাপতি-ইউএস বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি

বনভোজন কমিটির উপদেষ্টা

বনভোজন কমিটির প্রধান উপদেষ্টা: কাজী তোফায়েল ইসলাম

মঞ্জুরুল আলম হারুন	সামছু উদ্দিন শামিম	লুৎফুর রহমান চুন্নু	নুরে আলম মনির	এইচ এম মিজানুর রহমান
হাসান মাহমুদ সুহেল	জামান তপন	দবির হোসেন শামীম	আবুল হোসেন	মমিনুল ইসলাম মজুমদার
মোঃ কবির হোসেন অভি	সাইদুল ইসলাম রিয়াদ	মো: আলম সরকার	মির্জা দস্তগীর	মোঃ হেলাল উদ্দিন
মো: সেলিম আহমেদ	মো: তুহিন সরকার	শাহ্ মোয়াল্লেম	মোবারক হোসেন	মোঃ বাবুল মিয়া

আমন্ত্রণে

মফিজুল ইসলাম ভূইয়া রুমি
আহবায়ক, ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২
ফারহানা আক্তার
যুগ্ম আহবায়ক

মো: দলিলুর রহমান
প্রধান সমন্বয়কারী, 646-894-7200
মো: নূরুল ইসলাম
সমন্বয়কারী

বাছেদ ভূঁইয়া
সদস্য সচিব, 347-845-3823
সালাউদ্দিন জাহিদ
যুগ্ম সদস্য সচিব

আপ্যায়নে: বীরমুক্তিযোদ্ধা আলহাজ্ব ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী

প্রধান পৃষ্ঠপোষক: আবুল কালাম ভূইয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ সোসাইটি
পৃষ্ঠপোষক: হাজী মো: ইসমাঈল মিয়া
সার্বিক তত্ত্বাবধানে: মামুন মিয়াজী
তত্ত্বাবধানে: সোহেল গাজী, আব্দুল হান্নান ভূইয়া

সার্বিক সহযোতিয়ঃ মিয়া মোহাম্মদ দুলাল

সহযোগিতায়: মো: ইউনুস সরকার, মো: জাহাঙ্গীর সরকার, আবুল খায়ের আকন্দ, হাজী পেয়ার আহমেদ, জাকির হোসেন, বাসেদ ভূইয়া, মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, নাদিম ইকবাল, জাকির হোসেন, তাফাজুল হাসেন (মোঃ আলী), নুর মোহাম্মদ, আবু জাফর ইকরাম, মো: আলমগীর হোসেন মোল্লা, মনির হোসেন, মাহাবুবুর রহমান, মোঃ জামিল খান, মোঃ টিপু, মোঃ মনিরুল ইসলাম, মোঃ মাহাবুব আলম, আঃ আলী মিয়াজী, মোঃ আলম, মোঃ তাজুল ইসলাম, মোঃ সাদেক, মোঃ ইব্রাহীম, মাসুদ, জামান মোঃ কলিম উল্লাহ, মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, মোঃ বারেক, মো: রহিম ভূইয়া, মো: তুহিন সরকার, আব্দুস সালাম, বাবুল মিয়া, জসিম উদ্দিন, ফয়েজ আহমেদ, নুর হোসেন, আবু বকর, সাইফুল ইসলাম, মিজানুর রহমান।

শুভেচ্ছান্তে-

ডা: মো: ইনামুল হক এম.ডি
সভাপতি, ৯১৭-৬০৯-২৬৩১

মো: এ সিদ্দিক পাটোয়ারী
সাধারণ সম্পাদক, ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭

বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সদস্য হউন, সমিতিকে গতিশীল করুন

প্রচারে: সাইফুল আলম, প্রচার সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত।

বৈদেশিক বাণিজ্যের আড়ালে বাংলাদেশের ৭৫ শতাংশ

১০ পৃষ্ঠার পর

হাবিব বলেন, ২০০৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত আমদানি ও রপ্তানির সময় মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৮ দশমিক ২৭ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে, যা দেশের জিডিপির প্রায় ২ শতাংশ। এ সময় বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের খবরের তথ্য উপাত্তও এ গবেষণায় ব্যবহার করা হয়েছে বলে তিনি জানান। গবেষণার মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনায় বলা হয়, ২০২৪ সালে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা গ্লোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটির (জিএফআই) তথ্যমতে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে বাণিজ্যের আড়ালে বছরে গড়ে ১৬ বিলিয়ন ডলার পাচার হয়েছে, যা জিডিপির ৩ দশমিক ৪ শতাংশ। এই অর্থ পাচার মূলত বস্ত্র, ভোগ্যপণ্য ও জ্বালানি পণ্য আমদানিতে হয়। গবেষণায় প্রকাশিত তথ্যে বলা হয়, দেশে বাণিজ্যভিত্তিক অর্থ পাচার মোকাবিলায় পর্যাপ্ত সুরক্ষাকাঠামোতে দুর্বলতা আছে। জরিপে অংশ নেওয়া শতভাগ ব্যাংক জানায়, নিষেধাজ্ঞা তালিকা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া, অর্থাৎ আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের তালিকা যাচাইয়ের সক্ষমতা রয়েছে। একই সঙ্গে অংশ নেওয়া ৯৫ শতাংশ ব্যাংকের কাছে সনাতনী তালিকা যাচাইয়ের প্রক্রিয়া রয়েছে। ১০০ শতাংশ ব্যাংকের লেনদেনের নিজস্ব তথ্যভান্ডার রয়েছে। আমদানি-রপ্তানি মূল্য যাচাইয়ের তথ্যভান্ডারে সুবিধা নিতে পারে ৫০ শতাংশ ব্যাংক। বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর নূরুন নাহার বলেন, যারা বিদেশে টাকা পাচার করেন, তারা কৌশলে কাজটি করেন। শুধু নিয়ম মেনে চললেই তাদের ধরা যাবে না। বুদ্ধি খাটাতে হয়। তাদের ধরতে খুব সতর্ক থাকতে হয়। গোলটেবিল বৈঠকে আরও বক্তব্য দেন বিআইবিএমের 'এ কে গঙ্গোপাধ্যায়' চেয়ার অধ্যাপক ফারুক এম আহমেদ, বিআইবিএমের মহাপরিচালক আবদুল হাকিম, বিআইবিএমের শিক্ষক আলী হোসেইন, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক একেএম রেজাউল করিম, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের (বিএফআইইউ) পরিচালক মোস্তাকুর রহমান প্রমুখ।

শুল্কের চাপে যুক্তরাষ্ট্রে ৫০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগের

১০ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সাপ্লাই নেটওয়ার্ক আধুনিকায়নের পাশাপাশি নতুন ওষুধ উদ্ভাবনের জন্য চলমান বিনিয়োগেও অর্থায়ন করা হবে। অ্যাস্ট্রাজেনেকা জানিয়েছে, এই সম্প্রসারণ পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানটি ২০৩০ সালের মধ্যে বার্ষিক ৮০ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে চায়, যার 'অর্ধেকই আসবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে।'
২০২৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র থেকেই এসেছে কোম্পানিটির '৪০ শতাংশের বেশি বার্ষিক আয়।' বিশ্বের সবচেয়ে বড় ওষুধ বাজার হওয়ায় (মার্কিন বাজারের মূল্য ৬৩৫ বিলিয়ন ডলার), ট্রাম্পের ফের ক্ষমতায় আসার আগেই প্রতিষ্ঠানটি মার্কিন বাজারকে অগ্রাধিকার দিচ্ছিল। ট্রাম্প প্রশাসনের ওষুধ শিল্পে শুল্ক আরোপের হুমকি এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বাড়ানোর তাগিদ দেওয়ার পর একে একে বহু ওষুধ কোম্পানি যুক্তরাষ্ট্রে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে। যদিও ঐতিহাসিকভাবে ওষুধ শিল্পকে বাণিজ্য যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প বারবার ওষুধ কোম্পানিগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রে নিজেদের বিক্রি করা ওষুধ ও উপাদান দেশেই উৎপাদনের আহ্বান জানিয়ে আসছেন। সেই সঙ্গে তিনি চাচ্ছেন, আমেরিকানদের জন্য ওষুধের দাম কমে অন্য দেশের দামের সমান হোক। ওয়াশিংটনে এক ঘোষণায় অ্যাস্ট্রাজেনেকার প্রধান নির্বাহী পাসকেল সোরিও বলেন, 'বিশ্বের অন্যান্য দেশকেও গবেষণা ও উদ্ভাবনের ব্যয় বহনে অংশ নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র একা এই গবেষণা ব্যয় বহন করতে পারে না।'
মার্কিন বাণিজ্যমন্ত্রী হাওয়ার্ড লুটনিকের দপ্তর বর্তমানে ফার্মাসিউটিক্যাল পণ্য আমদানির বিষয়ে তদন্ত পরিচালনা করছে, যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে নতুন শুল্ক আরোপের পথ তৈরি হতে পারে। লুটনিক বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকানরা ওষুধের জন্য বিদেশি সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল ছিল। ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্কনীতি এই কাঠামোগত দুর্বলতা দূর করতেই কাজ করছে।' যদিও ট্রাম্প একাধিকবার ওষুধ শিল্পে শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন, তবে চলতি মাসের শুরুতে তিনি ইঙ্গিত দেন, শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে '১ বছর থেকে ১৮ মাস সময়' দেওয়া হবে তাদের প্রস্তুতি সম্পন্ন করার জন্য।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK
আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন
LOWEST GUARANTEED PRICES
Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

MIRZA M ZAMAN (SHAMIM) - CEO
Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com
অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

কর্ণফুলী ট্রাভেলস
ASTA IATA Emirates
হজ্ব প্যাকেজ ও ওমরাহ্‌র ভিসাসহ নিজস্ব হোটেলের সুব্যবস্থা রয়েছে।
সৌদি হজ্ব মন্ত্রণালয় অনুমোদিত ট্রাভেল এজেন্ট।
37-16 73rd St. Suite # 201, Jackson Heights, NY11372
Phone: 718-205-6050, Cell: 917-691-7721
karnafullytravel@yahoo.com
VISA MasterCard

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)
Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)
ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টিডি, এলিমনি।
- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার
Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেলস ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
নোটারী পাবলিক
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER
Notary Public
J. M. ALAM MULTI SERVICES INC.
TAX
Personal Tax
Business Tax
Sales Tax
Business Setup
IMMIGRATION PAPER WORK
Citizenship Application
Family Petition
Green Card Renew
All Kinds of Affidavits

Jahangir M Alam
President & CEO
NOTARY PUBLIC
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
Email: jmalamms@gmail.com

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তৈরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্বর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দুরূহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া ১০ হাজার

১২ পৃষ্ঠার পর

নির্দেশ দেন। ভারতীয় গণমাধ্যমগুলোর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ১৯৬০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ছেড়ে যাওয়া মানুষ আশ্রয় নিয়েছিল উত্তরপ্রদেশের রামপুর, বিজনৌর, লখিমপুর খেড়ি, পিলভিটের মতো জেলাগুলোতে। প্রাথমিকভাবে তাদের ট্রানজিট ক্যাম্পে রাখার পর কৃষি জমি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ১০ হাজারের বেশি পরিবার এখনো জমির আইনি মালিকানা পায়নি।

এদিকে, ১৯৫০ থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যে যে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা উত্তরপ্রদেশে বসতি গড়েছেন, তাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হয়েছে আশঙ্কা। এছাড়া যোগী আদিত্যনাথের এই সিদ্ধান্তের ফলে ১৯৭৫ সালের পর থেকে যারা উত্তরপ্রদেশের বাঙালি বাসিন্দা হয়েছেন, তাদের ছেঁটে ফেলার কাজও সহজ হবে উত্তর প্রদেশ প্রশাসনের পক্ষে।

উত্তর প্রদেশ সরকারের এমন সিদ্ধান্তে উঠেছে নানা প্রশ্নও। যেখানে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে বাংলা বললেই ‘বাংলাদেশি’ তকমা দিয়ে অত্যাচার করা হয়, সেখানে যোগী আদিত্যনাথের উত্তরপ্রদেশের সরকার এমন সিদ্ধান্ত কেন নিলেন, সেটি নিয়ে চলছে জোরদার চর্চা।

ফ্রান্সের ফিলিস্তিন রাষ্ট্র স্বীকৃতির

১২ পৃষ্ঠার পর

এর আগে, ম্যাক্রোঁ এক্সে এক বার্তায় বলেন, ‘মধ্যপ্রাচ্যে ন্যায়সঙ্গত ও স্থায়ী শান্তির প্রতি প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেবে ফ্রান্স। এই বছরের সেপ্টেম্বরে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে আমি এই ঘোষণা দেব।’

জাতিসঙ্ঘের ১৯৩ সদস্যের মধ্যে কমপক্ষে ১৪২টি দেশ বর্তমানে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে অথবা স্বীকৃতি দেয়ার পরিকল্পনা করছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং জার্মানিসহ বেশ কয়েকটি প্রভাবশালী পশ্চিমা দেশ তা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্যান্য সদস্য নরওয়ে, আয়ারল্যান্ড ও স্পেন মে মাসে ইঙ্গিত দিয়েছে যে তারা ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। কিন্তু ম্যাক্রোঁর এই সিদ্ধান্তের ফলে ইসরাইলের অন্যতম ঘনিষ্ঠ মিত্র ও জি-৭ সদস্য ফ্রান্স ইউরোপের বৃহত্তম ও সম্ভবত সবচেয়ে প্রভাবশালী দেশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেবে।

ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এক্সে দেয়া এক বার্তায় এই সিদ্ধান্তের নিন্দা জানিয়ে বলেন, ‘এ ধরনের পদক্ষেপ সন্ত্রাসকে পুরস্কৃত করে এবং আরেকটি ইরানি দোসর সৃষ্টির ঝুঁকি তৈরি করে। এই পরিস্থিতিতে একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র ইসরাইলকে ধ্বংস করার জন্য একটি লঞ্চ প্যাড হবে, এর পাশে শান্তিতে বসবাস করার জন্য নয়।’

এদিকে বৃহস্পতিবার পররাষ্ট্র দফতরের উপ-মুখপাত্র টমি পিগট বলেন, যুক্তরাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘে দ্বি-রাষ্ট্র সমাধানের বিষয়ে আসন্ন সম্মেলনে যোগ দেবে না। ফ্রান্স ও সৌদি আরবের যৌথ সভাপতিত্বে এবং ২৮ থেকে ৩০ জুলাইয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া এই সম্মেলনে কয়েক দশক ধরে চলমান সংঘাতের অবসান এবং একটি ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য একটি রূপরেখা খোঁজা হবে। -আল জাজিরা

ভারতে বাঙালি মুসলমানদের প্রতি

১২ পৃষ্ঠার পর

অননুমোদিত অভিবাসীদের খোঁজার নামে হাজার হাজার অরক্ষিত মানুষকে ঝুঁকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে, কিন্তু তাদের এই কর্মকাণ্ড মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বৈষম্যমূলক নীতির প্রতিফলন”

এইচআরডব্লিউ বলেছে, তারা ১৮ জন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ও তাদের পরিবারের সদস্যের সাক্ষাৎকার নিয়েছে, যার মধ্যে বাংলাদেশে বিতাড়িত হওয়ার পর ভারতে ফিরে আসা ব্যক্তিরাও রয়েছেন।

এছাড়া গত মে মাসে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আসামের একটি আটক কেন্দ্র থেকে প্রায় ১০০ রোহিঙ্গা শরণার্থীকে বাংলাদেশ সীমান্ত দিয়ে প্রত্যাবাসন করে। জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, কর্তৃপক্ষ আরও ৪০ জন রোহিঙ্গা শরণার্থীকে মিয়ানমারের কাছে সাগরে নামিয়ে দেয়, যেখানে তাদের কেবল লাইফ জ্যাকেট পরিয়ে সাঁতরে তীরে পৌঁছাতে বাধ্য করা হয়। জাতিসংঘের মিয়ানমারবিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক টম অ্যান্ড্রুজ এই ঘটনাকে ‘মানবিক মর্যাদার প্রতি চরম অবমানন”’ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে ভিন্ন

৯ পৃষ্ঠার পর

আমরা এভাবে শুরু করতে দেখিনি। হতে পারে তারা তাদের শক্তি দেখাতে চায়। তারা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। আর সরকারের সহায়তাতো তাদের সঙ্গে আছেই। তবে যাই করুক না কেন টার্গেট নির্বাচন। একেকটি দল তাদের মতো করে সেই দিকে হাঁটছে। যেমন জামায়াত তার সর্বশক্তি দিয়ে ঢাকায় সমাবেশ করল। এর মাধ্যমে মেরুকরণও হচ্ছে। তারা সমমনা দল ও এনসিপিকেও পাশে চাইছে।”

জামায়াতের ঢাকার সমাবেশে বিএনপি আমন্ত্রণ পায়নি বলে জানিয়েছেন দলটির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ। তবে এনসিপি ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশসহ আরো অনেক রাজনৈতিক দল সেখানে আমন্ত্রণ পেয়ে হাজির ছিল।

সেই সমাবেশে আমন্ত্রণ পাওয়া ইসলামী আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা আতাউর রহমান গাজী বলেন, ‘‘একধরনের মেরুকরণ তো হয়েই গেছে। বিএনপির সাথে জামায়াতসহ আরো অনেক দলের দূরত্ব বাড়ছে। আমরা সবাই পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চাই।”

এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দিন মোহাম্মদ বলেন, “আমরা মৌলিক সংস্কারের মাধ্যমে নির্বাচন চাই।”

জামায়াত নেতা শফিকুল ইসলাম মাসুদ বলেন, “আমরা ফেব্রুয়ারিকে টাইম ফ্রেম ধরছি না। আমরা চাই প্রধান উপদেষ্টা যে আগামী বছরের ডিসেম্বর থেকে জুনের মধ্যে নির্বাচন সেটাই যেন হয়। আর আমাদের সাত দফা দাবির বাস্তবায়ন চাই। পিআর পদ্ধতির নির্বাচন চাই।”

বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন বলছেন, “ফেব্রুয়ারি মধ্যেই নির্বাচন চাই। আমরাও সংস্কার চাই। কিন্তু যারা পিআরসহ আরো অনেক দাবি সামনে নিয়ে আসছে তারা নির্বাচন ভন্ডুল করতে চায়।”

অধ্যাপক সাব্বির আহমেদ মনে করেন, “সব দলই নির্বাচনের জন্য কাজ করছে। তারা যে যা করছে তার উদ্দেশ্য নির্বাচন। কিন্তু নির্বাচনে সুবিধা পেতে তারা নানা কৌশল নিচ্ছে। জামায়াত মনে করছে নির্বাচন দেরিতে হলে তাদের সুবিধা। তারা এখন নিজেদের ক্ষমতাবান মনে করছে। নির্বাচন দেরিতে হলে এটা তাদের কাজে লাগবে। আর এনসিপি তো এখন পর্যন্ত নিবন্ধনই পায়নি। তাই তারাও আসলে সময় চাচ্ছে।”

সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন প্রিন্স মনে করেন, “এখন যেটা হচ্ছে তাতে আমার মনে হচ্ছে সংঘাতের সৃষ্টি করে কয়েকটি রাজনৈতিক দল অন্তর্বর্তী সরকারকে দীর্ঘায়িত করতে চাইছে। তাতে তাদের লাভ। তাতে তাদের শক্তি আরো বাড়বে। একটি দল তো ক্ষমতায়ই আছে। আর আরেকটি দল মনে করে তারা ক্ষমতার কাছাকাছি চলে গেছে। ফলে তাদের জন্য নির্বাচন তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।”

এনসিপির যুগ্ম সদস্য সচিব আলাউদ্দিন মোহাম্মদ বলেন, ‘‘আমরা এখন সংগঠন বিস্তৃত করার কাজ করছি। আর এই বিস্তারের কাজ আমাদের নির্বাচনের প্রস্তুতিও বটে। তবে নির্বাচনের আগে আমাদের মৌলিক সংস্কারের দাবি আছে। আর সেই দাবি আদায় করতে আমাদের বৃহত্তর অ্যালায়েন্স করতে হতে পারে। আমরা বিভিন্ন বিষয় জনগণের কাছে তুলে ধরছি। এখন দুর্নীতি চাঁদাবাজির কথা বললে কোনো দল যদি তাদের গায়ে টেনে নেয় তাহলে তো কিছু করার নাই। আমাদের ওপর হামলা হলো। আমাদের মঞ্চ ভাঙচুর করা হলো। আমাদের তো নিরাপত্তা দিতে হবে। আমরা সরকারের কাছে কিছু চাই না। কিন্তু নিরাপত্তা দেয়া তো রাষ্ট্রের দায়িত্ব”

তিনি বলেন, “আদর্শিক জায়গা থেকে জামায়াতের চেয়ে বিএনপির সাথে আমাদের মিল বেশি। আমাদের দলে বহুমতের লোক আছেন”

বিএনপি নেতা আসাদুজ্জামান রিপন অবশ্য বলেন, ‘‘আসলে নতুন এই দলটি এখনো নিবন্ধন পায়নি। কিন্তু তারা নানা ধরনের অদূরদর্শিতার পরিচয় দিচ্ছে। এর ভিতরে তাদের নানা উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তারা হয়তো নানা বিতর্কিত কাজের মধ্য দিয়ে বিকল্প শক্তি হিসাবে নিজেদের তুলে ধরতে চাইছে। কিন্তু যারা নিবন্ধনের শর্ত পূরণ করতে পারে না তাদের তো সেই সুযোগ নাই।”- হারুন উর রশীদ স্বপন, জার্মান বেতার ডয়চে ভেলে, ঢাকা

KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

SAT Summer Prep

Take A FREE Diagnostic Today!

SAT Elite
4 Days/Week
Tues - Fri

SAT Premium
2 Days/Week
Sat - Sun

Offer ends Sunday July 20, 2025!

500+ College Acceptances in 2025!

NYU
MACAULAY HONORS COLLEGE
FORDHAM
VILLANOVA UNIVERSITY IGNITE CHANGE GO NOVA
Northeastern University
Northwestern University
MIT
M
RIT
LUX ET VERITAS
Penn University of Pennsylvania
CUNY THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK
BINGHAMTON UNIVERSITY STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
CORNELL UNIVERSITY FOUNDED A.D. 1865
STONY BROOK STATE UNIVERSITY OF NEW YORK
UNIVERSITAS BOSTONIENSIS CONDITA MDCCCXXXIX

and more!

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশ

৯ পৃষ্ঠার পর

অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বলে আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়।

এতে বলা হয়, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক আর্মি কমান্ডের ডেপুটি কমান্ডিং জেনারেল মেজর জেনারেল অ্যাসকট এ উইন্টার। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর পক্ষে ছিলেন সেনাবাহিনী এয়ার ডিফেন্স পরিদপ্তরের পরিচালক, সামরিক প্রশিক্ষণ পরিদপ্তরের পরিচালক ও প্যারা কমান্ডো ব্রিগেডের কমান্ডার।

আইএসপিআর জানিয়েছে, এক্সারসাইজ টাইগার লাইটনিং (টিএল)-২০২৫ মহড়ার মূল উদ্দেশ্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক নিরাপত্তা, সন্ত্রাস দমন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে দুই দেশের সেনাবাহিনীর পারস্পরিক সহযোগিতা ও যৌথ প্রস্তুতি জোরদার করা।

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী আশা করছে, ছয় দিনের এই মহড়া অংশগ্রহণকারী সদস্যদের পেশাগত দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি দুই দেশের সামরিক সম্পর্ক আরও সুদৃঢ় করতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

বিমান দুর্ঘটনা: কিছু ক্ষোভ আর

৯ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশ শোকাহত। রাষ্ট্রসহ আমাদের সবাইকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে। যাতে আর কোনো শিশু-কিশোর যেন আকালে ঝরে না যায়, সেজন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে রাষ্ট্রকে। মৃতের কোনো ক্ষতিপূরণ হয় না। যারা স্বজন হারিয়েছে, কোনো প্রতিদানই তাদের শোক ভোলাবে না। তবুও সরকারকে শিশু হারানো পরিবারের পাশে দাঁড়ানো এবং ঝলসে যাওয়ারা যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন রাষ্ট্রকে তাদের পাশে থাকতে হবে।

উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ক্যাম্পাসে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনাটি কীভাবে ঘটল, সরকারকে তা গভীরভাবে খতিয়ে দেখতে হবে। এটি কি নিছক কোনো দুর্ঘটনা, নাকি ষড়যন্ত্র। প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে বিমান দুর্ঘটনা শুধু ত্রুটির কারণে ঘটেছে বলে শিশু-কিশোরদের হত্যার সরকার দায় এড়াতে পারবে না। প্রশিক্ষণ বিমানের এ দুর্ঘটনা স্মরণকালের ইতিহাসের অন্যতম দুঃখজনক ও ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এ দুর্ঘটনা নিয়ে মানুষের মনে প্রশ্ন উঠেছেড়্বসতিপূর্ণ এলাকায় এমন বিমান চলাচল বা প্রশিক্ষণের যৌক্তিকতা কি থাকতে পারে? এই দুর্ঘটনায় যে ক্ষতি হয়েছে সেগুলো কি আদৌ পূরণযোগ্য?' শাহাদাতবরণকারী ও আহত শিশু-কিশোরদের বাবা-মা ও পরিবারের পাশাপাশি আমরা সবাই শোকাহত, এই শোকে সান্ত্বনার কোনো ভাষা নেই। এই ক্ষতি পূরণ হওয়ার নয়। এই মুহূর্তে মৃত্যু ৩২ ছাড়িয়েছে। যারা বেঁচে থাকবে তারাও সুস্থ জীবনযাপন করতে পারবে বলে চিকিৎসকরা আশা করতে পারছেন না। এই শিশুরা মরে গেল, ওদের মা-বাবার চোখের পানি কী দিয়ে পূরণ করবে এই রাষ্ট্র? যে মায়ের বুক খালি হয়েছে, সেই মা আজীবন এই কষ্ট বয়ে বেরোবে।

সরকারকে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে। নিহতদের সঠিক নাম ও তথ্য প্রকাশ করে নিহত প্রতিটি শিক্ষার্থীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, আহতদের যথাযথ চিকিৎসার সব ধরনের সহায়তা সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে এবং বিমানবাহিনীর ব্যবহৃত ঝুঁকিপূর্ণ ও পুরোনো বিমানগুলো বাতিল করে আধুনিক বিমান চালু করতে হবে।

এ ঘটনার দায় শুধু পাইলট বা প্রশিক্ষক প্রতিষ্ঠানের নয়, এটি রাষ্ট্রের প্রতিটি সংস্থার। সিভিল অ্যাভিয়েশন অথরিটি, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্থানীয় প্রশাসনড়্কেউই দায় এড়াতে পারে না। কেন স্কুলের ছাদে বিমান পড়ল? নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোথায় ছিল? আগুন লাগার পর উদ্ধারকাজে কতটা প্রস্তুত ছিল ফায়ার সার্ভিস, সেনাবাহিনী? আহতদের চিকিৎসায় কতটা সক্ষমতা দেখিয়েছে হাসপাতালগুলো? এসব প্রশ্নের উত্তর সরকারকে দিতে হবে। এ ঘটনা যেন আগুনে পুড়ে যাওয়া কিছু ভবনের মেরামতে আটকে না যায়। সন্তান হারানো মা-বাবার বুকফাটা আর্তনাদ কি রাষ্ট্র শুনবে? আজ যারা কাঁদছে, আগামীকাল তারা ন্যায়বিচারের জন্য পথে নামবে। এ শোক যদি প্রতিবাদে পরিণত হয়, তাহলে রাষ্ট্রকে তাদের জবাব দিতেই হবে। কারণ যারা হারিয়েছে তারা শুধু সন্তান নয়, নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। তাই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত ও দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

২১ জুলাই বাংলাদেশের জন্য এমন এক অবর্ণনীয় শোক নিয়ে এলো, যা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের উত্তরা শাখার দোতলা স্কুল ভবনে আছড়ে পড়া বিমান এখন পর্যন্ত কেড়ে নিল পাইলটসহ অনেক প্রাণ, যার প্রায় সবাই শিশু। আরও বহু শিশু হাসপাতালের বিছানায় পোড়া শরীর নিয়ে কাতরাচ্ছে। অনেক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনা আমরা দেখেছি। বিগত সরকারগুলোর নানা দমন-পীড়ন আমরা দেখেছি। আমাদের চোখের সামনে কত সন্তানতুল্য ছাত্রছাত্রীকে হারিয়ে যেতে দেখেছি। কিন্তু এমন করে ছোট ছোট শিশুকে আকুতি নিয়ে চলে যেতে দেখিনি।

রাষ্ট্রকে তার জনগণের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ ও নিরাপদ জীবনের নিশ্চয়তা দিতে যা করণীয়, তাই করতে হবে; তা বাস্তবায়ন করার জন্য আর বসে থাকার মতো কোনো সময় কারও হাতে নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কচাপ সামাল দিতে

৯ পৃষ্ঠার পর

চুক্তির আওতায়। গমের মূল্য প্রতি টন ২৮২ দশমিক ৯৫ মার্কিন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে, যা চলতি জুলাই মাসে রাশিয়া থেকে আমদানি করা গমের দাম থেকে প্রায় ৫ ডলার বেশি। যদিও এই উচ্চমূল্যের কারণে সমালোচনা রয়েছে, তবে সরকারের পক্ষ থেকে এটিকে একটি কৌশলগত বিনিয়োগ হিসেবে দেখা হচ্ছে। অর্থাৎ, খাদ্যশস্যের আমদানির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রকে একটি স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে, বাংলাদেশ এখনো ওয়াশিংটনের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্কে আস্থা রাখে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক জোরদার করতে প্রস্তুত।

অন্তর্বর্তী সরকারের অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানির সিদ্ধান্ত একটি কৌশলগত বার্তা। আমরা চাই, তারা আমাদের রপ্তানি পণ্যের ওপর আরোপিত বাড়তি শুল্ক পুনর্বিবেচনা করুক। এতে তাদের কাছে আমাদের সদিচ্ছা স্পষ্ট হবে।' তিনি আরও বলেন, 'দামে লাভের হিসাব করে কাজ করা সময়ের দাবি নয়, বরং দীর্ঘমেয়াদে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনই আমাদের লক্ষ্য।'

সরকারি ক্রয় কমিটির বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কৌশলগত বাণিজ্য আলোচনা জোরদার করার পাশাপাশি সেখানে পেশাদার লবিস্ট নিয়োগের প্রস্তাবও এসেছে। তবে এখনো সরকারের মধ্যে চূড়ান্ত ঐকমত্য হয়নি।

বাণিজ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানি ও পাল্টা শুল্কের বিরুদ্ধে কৌশল সাজানো একটি 'সফট পাওয়ার টুল' হিসেবে কাজ করতে পারে। তবে এটি কতটা কার্যকর হবে, তা নির্ভর করবে বৈশ্বিক রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও ওয়াশিংটনের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য নীতির ওপর।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে গবেষণা সংস্থা চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের রিসার্চ ফেলো ও অর্থনীতিবিদ এম হেলাল আহমেদ জনি কালবেলাকে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র থেকে গম আমদানির সিদ্ধান্তটিকে কৌশলগতভাবে বোঝা যেতে পারে। এটি এক ধরনের 'সফট ডিপ্লোমেসি' বা নরম কূটনীতিড়্যার মাধ্যমে বাংলাদেশ ওয়াশিংটনকে একটি সদিচ্ছার বার্তা দিতে চাচ্ছে। তবে শুধু আমদানির ওপর ভর করে যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি বৃহৎ অর্থনীতির শুল্ক নীতি পরিবর্তনের আশা করা বাস্তবসম্মত নয়। এটি অবশ্যই দীর্ঘমেয়াদি এবং বহুস্তরীয় আলোচনার বিষয়। শুল্ক প্রত্যাহারে কার্যকর ফল পেতে হলে উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক সংলাপ, রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং প্রয়োজন হলে প্রভাবশালী লবিস্ট নিয়োগের বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। একই সঙ্গে বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থায় নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করার কৌশলও দরকার।"

বিশ্লেষকরা আরও বলছেন, বর্তমান বৈশ্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা অনেক বেশি প্রতিযোগিতামূলক এবং রাজনৈতিক। সেখানে কেবল 'সস্তায় আমদানি' বা 'অধিক রপ্তানি' নয়ড়্বরং সম্পর্ক, অবস্থান ও বার্তা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সরকারের সিদ্ধান্তে এমন বার্তাই স্পষ্টড়্বাংলাদেশ চায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট থাকুক এবং প্রয়োজন হলে অর্থনৈতিক ব্যয় বাড়িয়ে হলেও সে সম্পর্ককে রক্ষা করা হবে।

প্রবাসী বাংলাদেশীদের মধ্যে

৮ পৃষ্ঠার পর

সাংস্কৃতিক ভিন্নতা, পরিচয়ের সংকট এবং সামাজিক বিচ্ছিন্নতাড়্যা মানসিক অস্থিরতা ও বিষণ্নতা বাড়িয়ে তুলছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রবাসীরা কাজের জন্য দীর্ঘ সময় ব্যয় করেন। কর্মক্ষেত্রের চাপ ও একাকীত্বের বাস্তবতায় তারা নিজের মনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। বিশ্রামের সময় বা ছুটির দিনগুলোতেও সঙ্গী না থাকার কারণে সময়গুলো হয়ে ওঠে আরও ভারী ও একঘেয়ে। এতে করে হতাশা, উদ্বেগ, ঘুমজনিত সমস্যা, রাগপ্রবণতা, আত্মবিশ্বাসের অভাবসহ বিভিন্ন মানসিক সমস্যা দেখা দিতে শুরু করে। এছাড়া নতুন পরিবেশে মানিয়ে নিতে গিয়ে ভাষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক রীতিনীতির ভিন্নতা অনেককে সমস্যায় ফেলে দেয়। অনেক প্রবাসীই বেঁধে ফেলেন নিজেদের একটি চেনা পরিসরের বাইরেচ। নিজ দেশ ও সংস্কৃতি থেকে দূরে গিয়ে তারা নিজেদের অচেনা এক জগতে খাপ খাওয়াতে গিয়ে মানসিক দোলাচলে পড়েন। এটি ধীরে ধীরে পরিচয়ের সংকটে রূপ নেয়। মানসিক সমস্যার এই প্রবণতা বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় যারা একা বসবাস করেন, যাদের সামাজিক সম্পৃক্ততা কম এবং যাদের কাজের চাপ বেশি। তবে অনেকে মানসিক সমস্যায় ভুগলেও সমাজের ভয়ে তা প্রকাশ করেন না। চিকিৎসা গ্রহণে দ্বিধা, মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে সচেতনতার অভাব ও সহায়তার অপ্রতুলতাও সমস্যাটিকে আরও জটিল করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে প্রবাসীদের মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে গুরুত্ব দেওয়া জরুরি হয়ে উঠেছে। সামাজিক যোগাযোগ, ভার্চুয়াল সহায়তা, কমিউনিটি গঠন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মানসিক সুস্থতা রক্ষা করা সম্ভব হতে পারে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়টি আর উপেক্ষা করার সময় নেই। প্রবাসে অবস্থানকারী নাগরিকদের সুস্থ ও স্থিতিশীল মানসিক অবস্থান নিশ্চিত করতে রাষ্ট্র ও কমিউনিটি উভয়ের সমন্বিত পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন।

কাঠগড়ায় নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে ছিলেন

৯ পৃষ্ঠার পর

প্রধান বিচারপতি। যদি কোন মামলায় আইনগত দিক পর্যালোচনা না করে আওয়ামী লীগের পক্ষে রায় দিয়েছেন। তিনি ছিলেন স্বৈরাচারের দোসর। এবিএম খাইরুল হকের কারণে দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস হয়েছে। আর যে হত্যা মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে। তিনি এই হত্যাকাণ্ডের নির্দেশদাতা ও পরিকল্পনাকারী।

তদন্ত কর্মকর্তার আবেদনে যা বলা হয়েছে

তদন্ত কর্মকর্তা আবেদনে উল্লেখ করেছেন, এ বি এম খায়রুল হক একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি জামিনে মুক্তি পাইলে, মামলার তদন্ত কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবেন। এছাড়া তাকে মুক্তি পেলে ছাত্র জনতা ও রাজনৈতিক দলগুলো প্রতিবাদে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে পারেন।

বিএনপিপন্থী আইনজীবীদের স্লোগান

এদিকে শুনানি শেষে আদালত চত্বরে সাবেক এই প্রধান বিচারপতির ফাঁসি চেয়ে শ্লোগান দেন আইনজীবীরা। এ সময় তারা বলেন, এই কুখ্যাত বিচারকের একমাত্র শাস্তি ফাঁসি। এদিকে খায়রুল হককে আদালতে নেওয়া হবে এই সংবাদে বিএনপিপন্থী আইনজীবী ও বিক্ষুব্ধ জনতা আগে থেকে অবস্থান নেন। এ সময় বিএনপিপন্থী আইনজীবী ও জনতা দুয়োধ্বনিসহ স্লোগান দিতে থাকেন।

ভিসা ছাড়াই যেসব দেশে যেতে

৮ পৃষ্ঠার পর

ভ্রমণের এই তালিকায় আছে বাহামা, বার্বাডোজ, ভুটান, বলিভিয়া, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, বুরুন্ডি, কম্বোডিয়া, কেপ ভার্দে আইল্যান্ড, কমোরো দ্বীপপুঞ্জ, কুক আইল্যান্ড, জিবুতি, ডমিনিকা, ফিজি, গ্রানাডা, গিনি-বিসাউ, হাইতি, জ্যামাইকা, কেনিয়া, কিরিবাতি, মাদাগাস্কার, মালদ্বীপ, মাইক্রোনেশিয়া, মন্টসেরাত, মোজাম্বিক, নেপাল, নুউয়ে, রুয়ান্ডা, সামোয়া, সিচিলিস, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, শ্রীলঙ্কা, সেন্ট কিটস অ্যান্ড নেভিস, সেন্ট ভিনসেন্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেনাডাউন, গাম্বিয়া, পূর্ব তিমুর, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, টুভালু ও ভানুয়াতু। এর মধ্যে কিছু দেশ ও অঞ্চলে অন অ্যারাইভাল বা বিমানবন্দরে নামার পর ভিসার সুবিধা এবং কয়েকটি দেশের ক্ষেত্রে নিতে হবে ই-ভিসা।

হঠাৎ কেন ইউনেসকো থেকে

৬ পৃষ্ঠার পর

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার ওপর অতিরিক্ত মনোযোগ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অগ্রাধিকারের সঙ্গে সংগতিহীন কর্মকাণ্ড আমাদের এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বাধ্য করেছে।" রয়টার্সের প্রতিবেদনে বলা হয়, আনুষ্ঠানিকভাবে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে ২০২৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর।'

এদিকে আমেরিকার সিদ্ধান্তে হতাশা প্রকাশ করেছে ইউনেস্কো। সংস্থাটির মহাপরিচালক অদ্রে এজুলে বলেন, "এটি দুঃখজনক এবং বহুপাক্ষিকতার মৌলিক নীতিমালার লঙ্ঘন।" জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্তোনিও গুতেরেসও যুক্তরাষ্ট্রের এমন সিদ্ধান্তে গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
A SISTER CONCERN OF SHAH NAWAZ GROUP
সর্বোচ্চ সেবার নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার

৮ পৃষ্ঠার পর

ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে ৬২টি তফসিলি ব্যাংক ও ৩৫টি ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান (এনবিএফআই) কার্যক্রম চালাচ্ছে। এর মধ্যে ৫৬টি তফসিলি ব্যাংক ও মাত্র ১টি এনবিএফআই গ্রাহকদের জন্য ক্রেডিট কার্ড সেবা প্রদান করে থাকে যাদের তথ্য নিয়ে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ দেশের ক্রেডিট কার্ডের প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে। প্রতিবেদনে দেশের অভ্যন্তর ও বিদেশে বাংলাদেশের নাগরিকদের এবং দেশের ভেতরে বিদেশি নাগরিকদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারের তথ্য তুলে ধরা হয়। এতে দেখা যায়, বাংলাদেশিরা বিদেশে ভ্রমণ ও কেনাকাটায় ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারে কিছুটা সংযমী হয়ে উঠছেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের মে মাসে বিদেশে ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে বাংলাদেশিরা ৩৮৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা খরচ করেছেন। এই পরিমাণ আগের মাস এপ্রিলের তুলনায় ১৭ দশমিক ৩৬ শতাংশ কম। এপ্রিলে খরচ ছিল ৪৬৭ কোটি ৭০ লাখ টাকা।

চলতি বছরের মে মাসে ভারতে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড লেনদেন নেমে এসেছে মাত্র ২১ কোটি টাকায়, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় ৭২ দশমিক ৫৫ শতাংশ কম।

উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের মে মাসে ভারতে এই খাতে ব্যয় ছিল ৭৬ কোটি ৫০ লাখ টাকা। বিশ্লেষকদের মতে, ভিসা জটিলতা, সীমান্ত পারাপারে কড়াকড়ি এবং অন্যান্য দেশের প্রতি আগ্রহ বেড়ে যাওয়াই প্রতিবেশী দেশে কার্ডে খরচের প্রধান কারণ। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, যুক্তরাজ্য ও মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশি ক্রেডিট কার্ডধারীদের লেনদেন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এসব দেশে উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা, প্রবাসী সংযোগ চাহিদা বাড়ার ফলে ক্রেডিট কার্ডে খরচও ক্রমেই বাড়ছে। বর্তমানে বিদেশে ক্রেডিট কার্ডে বাংলাদেশিদের খরচের তালিকায় শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। মে মাসে দেশটিতে খরচ হয়েছে ৫৩ কোটি ৫০ লাখ টাকা, এপ্রিলে খরচ ছিল ৬৬ কোটি ৭০ লাখ টাকা, এর আগে মার্চে খরচ ছিল ৫৭ কোটি ৪০ লাখ টাকা এবং ফেব্রুয়ারিতে ৫২ কোটি ৩০ লাখ কোটি টাকা। দ্বিতীয় অবস্থানে থাকা চীনে খরচ হয়েছে ৪০ কোটি টাকা, তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে থাইল্যান্ড, সেখানে খরচ হয়েছে ৩৫ কোটি টাকা। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্যে; মে মাসে দেশটিতে ৩৪ কোটি ৮০ লাখ টাকা খরচ করেছে। সিঙ্গাপুরে খরচ ৩২ কোটি ৭০ লাখ টাকা এবং মালয়েশিয়ায় খরচ ২৪ কোটি টাকা।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ভারতমুখী ভ্রমণ ও ব্যয়ের হার কমে যাওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ হলো দুই দেশের মধ্যে চলমান কূটনৈতিক টানাপড়েন। গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর থেকেই ভারত বাংলাদেশিদের জন্য পর্যটক ভিসা প্রদান বন্ধ রেখেছে। কবে নাগাদ এই ভিসা চালু হবে, সে বিষয়ে এখনো ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আশ্বাস দেওয়া হয়নি।

শুধু ভিসা স্থগিত নয়, ভারত বাংলাদেশে কিছু পণ্য রপ্তানিও বন্ধ রেখেছে এবং ভারত হয়ে তৃতীয় দেশে বাংলাদেশি পণ্য পরিবহনের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ফলে যেসব বাংলাদেশি প্রতিবছর নিয়মিতভাবে কলকাতা, দিল্লি, দার্জিলিং, সিকিম কিংবা মেঘালয়ে ভ্রমণে যেতেন, তারা এখন সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

এই প্রেক্ষাপটে ভারতের ওপর নির্ভরতা কমিয়ে বাংলাদেশিরা যুক্তরাষ্ট্র, চীন, থাইল্যান্ড মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশে ভ্রমণ এবং ব্যয় বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

বিদেশে বাংলাদেশিদের ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার কমলেও, দেশের মধ্যে ব্যবহার বেড়েছে। এপ্রিলের তুলনায় মে মাসে ক্রেডিট কার্ডের ব্যবহার বেড়েছে ৬ দশমিক ৭৭ শতাংশ। এপ্রিলে যেখানে লেনদেন ছিল ৩ হাজার ১৬ কোটি টাকা, মে'তে তা বেড়ে ৩ হাজার ২২০ কোটি টাকায় উঠেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দেশের ভেতরে ১১টি খাতে সবচেয়ে বেশি ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর,পরিষেবার বিল পরিশোধ, খুচরা কেনাকাটা, নগদ উত্তোলন, পোশাক কেনাকাটা, ওষুধ ও ফার্মেসি, অর্থ স্থানান্তর, পরিবহন খাতে ব্যয়, ব্যবসায়িক ও পেশাদারি সেবা এবং সরকারি সেবার বিল প্রদান। বেশিরভাগ খাতেই এপ্রিলে খরচ কমেছে।

এছাড়া, ৭৬ শতাংশ লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে ভিসা কার্ড ব্যবহার করে, ১৪ শতাংশ মাস্টারকার্ড এবং ১০ শতাংশ এমেক্স কার্ড ব্যবহার করা হয়েছে।

কেনেডি সেন্টারের অপেরা হাউসের নাম 'মেলানিয়া

৬ পৃষ্ঠার পর

বলেন, 'শিল্পের প্রচার ও সমর্থনের জন্য তার প্রতিশ্রুতি ও অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার এটি চমৎকার উপায়।'

এটি এমন এক সময়ে আসলো যখন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কেনেডি সেন্টারকে নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার জন্য পদক্ষেপ জোরালো করেছেন। ফেব্রুয়ারিতে তিনি বোর্ডের সদস্যদের বরখাস্ত করে নিজেকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দেন এবং দীর্ঘদিনের প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করে তার ঘনিষ্ঠ রিচার্ড গ্রেনেলকে বসান।

ট্রাম্প 'অতিরিক্ত ওয়োক' হওয়ার অভিযোগে প্রতিষ্ঠানটির সমালোচনা করেন এবং হোয়াইট হাউসের চিফ অব স্টাফ সুসি ওয়াইলস, ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ড্যান স্কাভিনো এবং সেকেন্ড লেডি উষা ভ্যান্সকে ট্রাস্টি হিসেবে নিয়োগ দেন।

জুনে হিট মিউজিক্যাল লেস মিজারেবলস-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দিলে ট্রাম্পের উপস্থিতিতে করতালি ও দুয়োড়দুটোই শোনা যায়।

রিপাবলিকানরা ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদে তার উত্তরাধিকারের স্মারক রাখতে নানা পদক্ষেপ নিচ্ছে। এর মধ্যে ওয়াশিংটনের ডালাস আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের নাম তার নামে রাখার প্রস্তাবও রয়েছে।

এছাড়া ১০০ ডলারের নোটে বেনজামিন ফ্রাঙ্কলিনের স্থলে ট্রাম্পের ছবি বসানো, মাউন্ট রাশমোরে ট্রাম্পের মুখ খোদাই করা, ট্রাম্পের নামে জাতীয় ছুটির দিন ঘোষণা এবং ওয়াশিংটনের মেট্রো সার্ভিসকে 'ট্রাম্প ট্রেন' হিসেবে নতুনভাবে চালুরও প্রস্তাব এসেছে কংগ্রেসে।

কেনেডি সেন্টারের এই নাম পরিবর্তনের সংশোধনী মূলত ২০২৬ সালের অভ্যন্তরীণ মন্ত্রণালয় ও পরিবেশ সুরক্ষা সংস্থার (ইপিএ) অর্থায়ন বিষয়ক বিলের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

তবে ২,৩৬৪ আসনের এই থিয়েটারের নাম পরিবর্তন কেবল তখনই কার্যকর হবে যদি উভয় কংগ্রেসের কক্ষের অনুমোদন পায়। বর্তমানে সিনেটে রিপাবলিকানদের ৫৩টি আসন রয়েছে এবং বাজেট পাসের জন্য ৬০ ভোট প্রয়োজন, তাই চূড়ান্ত ভোটের আগে ডেমোক্র্যাটরা এই সংশোধনী বাদ দেওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

FLYING COLOURS PICTURES, ABP CREATIONS
& OPUS COMMUNICATIONS PRESENT
ABP STUDIOS
Opus
Dear
AN OPUS COMMUNICATIONS PRODUCTION
রক্তের সম্পর্ক না ভালবাসার টান ?
DIRECTED BY ANIRUDDHA ROY CHOWDHURY
NEW YORK, NY
RELEASING WEEKLONG FROM FRI AUGUST 8TH, 2025
KEW GARDENS CINEMAS
81-05 LEFFERTS BLVD, KEW GARDENS, NY 11415
SHOWCASE CINEMA DE LUX FARMINGDALE
1001 BROADHOLLOW RD, FARMINGDALE, NY 11735
SHOWTIMES & TICKETS ON THEATER WEBSITE
PVR INOX PICTURES

চীনে ট্রাম্পের সঙ্গে দেখা করতে

৭ পৃষ্ঠার পর

পুতিন সেপ্টেম্বরে বেইজিং যাচ্ছেন এবং মার্কিন নেতা যদি একই সময়ে চীন ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন তবে তিনি সেখানে তার মার্কিন সমকক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে পারেন, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে বিজয়ের ৮০তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন সেপ্টেম্বরে বেইজিং যাচ্ছেন এবং মার্কিন নেতা যদি একই সময়ে চীন ভ্রমণের সিদ্ধান্ত নেন তবে তিনি সেখানে তার মার্কিন সমকক্ষ ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে দেখা করতে পারেন, ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছেন। 'আমরা বেইজিং ভ্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছি,' মুখপাত্র বলেছেন, 'এটি অবশ্যই রাষ্ট্রপ্রধানের এজেন্ডায় রয়েছে। তবে আমরা শুনিনি যে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও বেইজিং যাচ্ছেন।' 'যদি এমন হয় যে তিনিও সেখানে থাকবেন, তাহলে বৈঠক করা যুক্তিসঙ্গত হবে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে,' পেসকভ আরও বলেন।

এপস্টেইন ফাইল কী, এটি নিয়ে

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রথম দিকে প্রকাশ করা হয়েছিল। জুলাই মাসে বিচার বিভাগ প্রকাশিত একটি মেমো অনুসারে, তারা এপস্টেইন-সম্পর্কিত তথ্য খুঁজে পেতে তাদের ডেটাবেস, হার্ড ড্রাইভ ও বাসাবাড়ি তল্লাশি করে '৩০০ গিগাবাইটেরও বেশি ডেটা ও প্রমাণ' খুঁজে পেয়েছে।

'ক্লায়েন্ট তালিকা' কি আছে

এপস্টেইন ফাইলের সবচেয়ে বিতর্কিত ও আলোচিত বিষয় ছিল 'ক্লায়েন্ট লিস্ট'। অর্থাৎ কারা এপস্টেইনের কাছে যেতেন বা তাঁর কাছ থেকে নানান সুবিধা নিয়েছেন, এমন ব্যক্তির একটি তালিকা। তবে বিচার বিভাগ তাদের মেমোতে স্পষ্ট করে বলেছে, এপস্টেইন ফাইলে 'ক্লায়েন্ট তালিকা' বলে কোনো কিছু ছিল না। মেমোতে বলা হয়েছে, 'এপস্টেইন তাঁর কার্যকলাপের অংশ হিসেবে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্ল্যাকমেল করেছিলেনড়এমন কোনো বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অনুল্লিখিত তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে তদন্তের ভিত্তি তৈরি করতে পারেড়এমন কোনো প্রমাণ আমরা পাইনি।'

তদন্তকারী সাংবাদিক জুলি কে ব্রাউন বছরের পর বছর ধরে এপস্টেইন মামলার বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন। তিনি এই বছরের শুরুতে বলেছিলেন, জেফরি এপস্টেইনের কোনো ক্লায়েন্ট তালিকা নেই। এটা ইন্টারনেটের কল্পনার ফল এবং মানুষের বদনাম করার একটি উপায় মাত্র। তিনি এটিকে 'রেড হেরিং' বা বিভ্রান্তিকর তথ্য বলে অভিহিত করেছেন, যা এপস্টেইনের বান্ধবী ঘিসলাইন ম্যাক্সওয়েল সংকলিত একটি ফোন ডিরেক্টরি ('ব্ল্যাক বুক' নামে পরিচিত) থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে মনে হয়। এই ডিরেক্টরিতে ট্রাম্প ও অন্য সেলিব্রিটিদের নামের সঙ্গে এপস্টেইনের মালি, নাপিত ও অন্যদের নামও ছিল।

ফাইলগুলো কি প্রকাশ করা হবে

এটি একটি জটিল প্রশ্ন এবং বর্তমানে এটি নিয়ে রাজনৈতিক বিভেদ চলছে। নির্বাচনী প্রচারণার সময় ট্রাম্প 'এপস্টেইন ফাইল' প্রকাশ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। তবে ক্ষমতা গ্রহণের পর তিনি সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছেন বলে মনে হচ্ছে, যা তাঁর উগ্র ডানপন্থী মিত্রদের ক্ষুব্ধ করেছে।

এদিকে জুলাইয়ের শুরুতে মার্কিন বিচার বিভাগ ঘোষণা করেছে, তারা আর নথি প্রকাশ করবে না। তারা যুক্তি দিয়েছে, এতে কিছু মানুষের ক্ষতি হতে পারে এবং 'ক্লায়েন্ট তালিকা' বলে কিছু নেই। চলতি সপ্তাহে ডেমোক্র্যাটদের সাহায্যে প্রতিনিধি পরিষদের ওভারসাইট সাবকমিটি বিচার বিভাগকে এপস্টেইন-সম্পর্কিত নথি প্রকাশ করার জন্য চাপ দিয়েছিল। তবে হাউস রিপাবলিকান পার্টির নেতারা নথি প্রকাশের এই চেষ্টাও আটকে দিয়েছেন। এ ছাড়া এপস্টেইনুসম্পর্কিত কিছু নথি আদালতের আদেশে সিলগালা করা হয়েছে। বিচার বিভাগ জানিয়েছে, এপস্টেইনের কারণে এক হাজারের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যাদের মধ্যে কিছু নাবালকও রয়েছে। তাদের সংবেদনশীল তথ্য নথিপত্রজুড়ে জড়িত, যার মধ্যে তাদের নাম, শারীরিক বিবরণ, জন্মস্থান ও কর্মসংস্থানের ইতিহাসও রয়েছে। এই তথ্য প্রকাশ করলে তাদের আরও ট্রমা হতে পারে।

ফাইলগুলো কী কী প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে

এই ফাইলগুলো এপস্টেইন ও তাঁর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের ওপর আলোকপাত করতে পারে। যেমনড়এপস্টেইন কীভাবে এত অর্থ উপার্জন করলেন? কীভাবে তিনি তাঁর ব্যাপক যৌন-পাচার অভিযানকে অর্থায়ন করলেন?

এপস্টেইন গোয়েন্দা এজেন্ট ছিলেন কি না, সে বিষয়েও প্রশ্ন রয়েছে। যদিও বারবার এই দাবি করা হয়েছে, তবে এর কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এপস্টেইনের মৃত্যু নিয়েও এখনো সন্দেহ রয়েছে। বিচার বিভাগ তাঁর মৃত্যুর আগে ও পরের ১১ ঘণ্টার জেলের ফুটেজ প্রকাশ করেছে। তবে এতে তিন মিনিটের ফুটেজ নেই, যা আরও বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। কীভাবে এপস্টেইন এত দীর্ঘ সময় ধরে বিচার এড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন, সে বিষয়েও অনেক কিছু অনুসন্ধান করার রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে, এপস্টেইন ফাইলগুলো একটি জটিল ও সংবেদনশীল বিষয়, যা আইনি, রাজনৈতিক ও সামাজিক বিতর্কের কেন্দ্রে রয়েছে। নথিগুলোর সম্পূর্ণ প্রকাশ বর্তমানে অনিশ্চিত এবং এটি বিভিন্ন পক্ষের স্বার্থ ও উদ্বেগের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তথ্যসূত্র: দ্য গার্ডিয়ান

ইজরায়েলি হানার প্রতিবাদ করার

৬ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ইহুদি-বিদ্বেষের আবহ তৈরি হয়েছে। একই সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সঠিক পদক্ষেপ করছেন না বলেও অভিযোগ তোলে ওভাল অফিস। বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাসে ইহুদি-বিদ্বেষ বন্ধ করার জন্য কী কী করণীয়, সে বিষয়ে কিছু শর্তও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ট্রাম্প সরকারের দেওয়া শর্তাবলি মানতে রাজি হননি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।

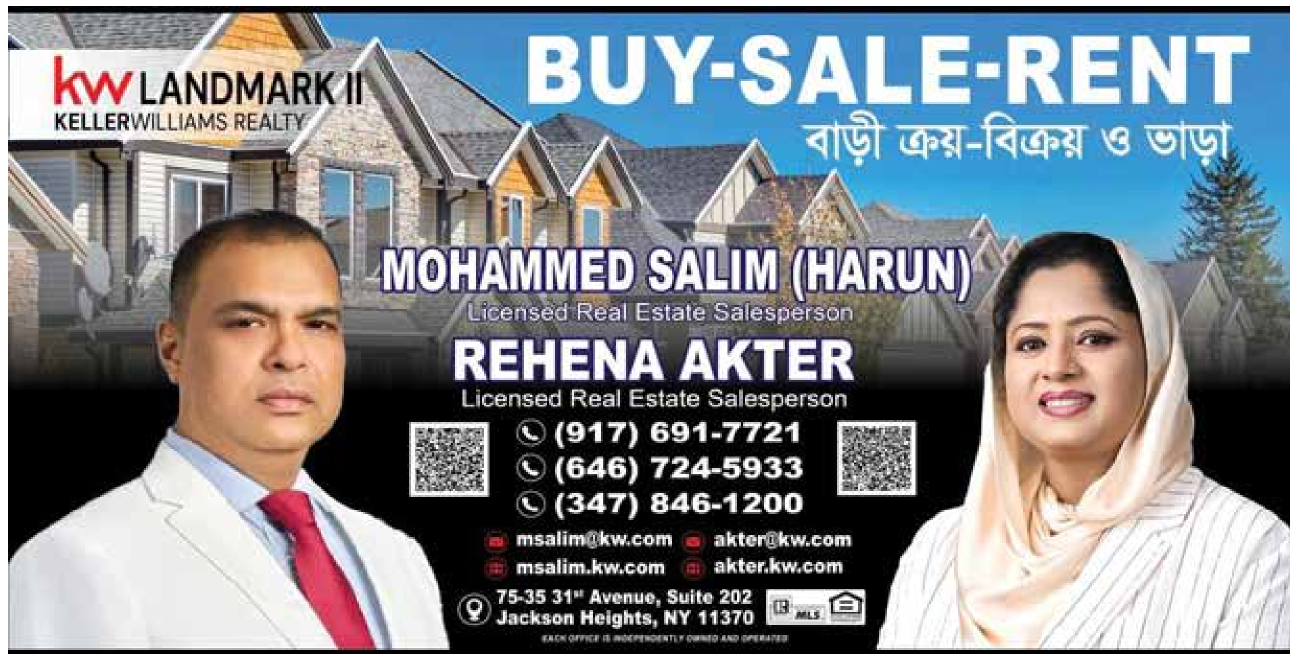

ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা কেন

৪২ পৃষ্ঠার পর

মিথ্যা, ষড়যন্ত্র ও মুসলিমবিদ্বেষ

শিংগালা আরও দাবি করেন, জোহরান নির্বাচিত হলে নিউইয়র্ক হয়ে উঠবে লন্ডনের মতো এবং হিন্দু ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের জন্য তা হবে হুমকি। লন্ডনের মেয়র সাদিক খান একজন মুসলিম।

মেয়র হওয়ার পর থেকে সাদিক খান ইসলামবিদ্বেষী উগ্রপন্থীদের সমালোচনার মুখে পড়েছেন; যদিও লন্ডনে খুনের হার কমেছে, গণপরিবহনে উন্নতি হয়েছে এবং সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনা মূল্যে খাবার চালু হয়েছে।

শিংগালা তাঁর বক্তৃতার বড় অংশজুড়ে মুসলিমদের 'হুমকি' হিসেবে উপস্থাপন করেন। তিনি অনুষ্ঠানে আসা ব্যক্তিদের আত্মরক্ষার প্রশিক্ষণ নিতে, মুসলিমদের তৈরি পণ্য বর্জন করতে, কন্যাদের 'লাভ জিহাদ' থেকে বাঁচাতে এবং হিন্দু স্বার্থ রক্ষায় আরও হিন্দু নেতা তৈরির আহ্বান জানান।

মানবাধিকার সংগঠন হিন্দুজ ফর হিউম্যান রাইটসের নির্বাহী পরিচালক সুনিতা বিশ্বনাথ বলেন, শিংগালা ভারতের ঘৃণার ভাষণকে যুক্তরাষ্ট্রেও ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

'এমন চরমপন্থী বক্তব্য যে গুজরাটি সমাজের মতো মূলধারার সাংস্কৃতিক সংগঠনে জায়গা পাচ্ছে, সেটি দুঃখজনক,' বলেন সুনিতা বিশ্বনাথ।

সুনিতা আরও জানান, কার্নেগি ইনস্টিটিউটের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, অধিকাংশ ভারতীয় বংশোদ্ভূত মার্কিন, এমনকি হিন্দু মার্কিনরাও এমন ঘৃণার রাজনীতি সমর্থন করেন না।

'এ কারণেই কাজল হিন্দুস্তানির মতো সুযোগসন্ধানী ঘৃণা প্রচারকারীদের গোপন বৈঠক করতে হয়। আমরা "সভেরা" (দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীদের অধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কাজ করা সংগঠন) ও হিন্দুজ ফর হিউম্যান রাইটস একসঙ্গে থেকে ঘৃণার বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাব,' বলেন সুনিতা।

নিউইয়র্কের মেয়র কোন অবস্থানে

জোহরান মামদানির প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস অনুষ্ঠানের পোস্টারে প্রধান অতিথি হিসেবে ঘোষিত ছিলেন। কিন্তু শেষ মুহূর্তে কোনো ব্যাখ্যা ছাড়াই তিনি উপস্থিত হননি।

খবরে জানা গেছে, অন্তত দুই ডজন আন্তধর্মীয় সংগঠন মেয়র অ্যাডামসকে একটি চিঠি পাঠায়। সেখানে এ অনুষ্ঠানে না যাওয়ার এবং এ ধরনের বিদ্বেষের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

নিউইয়র্ক ফোকাসের অনুসন্ধানে জানা গেছে, গুজরাটি সমাজের সভাপতি হর্ষদ প্যাটেল গত সপ্তাহে অ্যাডামসের পুনর্নির্বাচনী প্রচারে নিজের বাড়িতে একটি অর্থ সংগ্রহ অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। সেখানে মেয়রের উপস্থিত থাকার কথা ছিল।

তবে অ্যাডামসের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি জ্যাকারি নোসানচুক বলেন, 'অনুষ্ঠানটি মেয়রের নির্ধারিত সূচিতে নেই এবং তিনি এতে অংশ নিচ্ছেন না।'

মিডল ইস্ট আইয়ের প্রশ্নে মেয়রের দপ্তর ও গুজরাটি সমাজড়কেউ নিশ্চিত করেনি যে অ্যাডামস প্যাটেলের বাড়ির ওই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন কি না।

সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিচয়ের ওপর আঘাত

শিংগালার ওই আক্রমণ ছিল জোহরানকে লক্ষ্য করে কট্টরপন্থী হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দীর্ঘদিনের আক্রমণের সর্বশেষ সংযোজন। তাঁর মুসলিম পরিচয়কে কেন্দ্র করে জোহরানকে 'জিহাদি' বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

তবে মূলত নরেন্দ্র মোদির সমালোচনার কারণেই ভারতীয় রাজনীতিকেরা দল-নির্বিশেষে জোহরানকে 'ভারতবিরোধী' বলে প্রচার করছেন।

ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সংসদ সদস্য ও সাবেক অভিনেত্রী কঙ্গনা রনৌত ২৫ জুন এক পোস্টে মিথ্যা দাবি করেন যে, জোহরান টাইমস স্কয়ারে একটি বিক্ষোভে হিন্দুদের গালি দিয়েছেন এবং তাঁদের দেবতা রামের প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন।

প্রকৃতপক্ষে জোহরান ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদের জায়গায় রামমন্দির নির্মাণের বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। ষোড়শ শতকে নির্মিত এ মসজিদ ১৯৯২ সালে উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা ভেঙে ফেললে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রায় ২ হাজার মানুষ নিহত হন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান।

রনৌত পোস্টে লেখেন, 'ওর (জোহরান) কথা শুনলে পাকিস্তানির মতো মনে হয়। হিন্দু পরিচয় কোথায় গেল? এখন সে হিন্দুধর্ম মুছে ফেলতে চায়। সর্বত্র একই দৃশ্য!'

অন্যদিকে কংগ্রেস নেতা অভিষেক সিংভি গত ২৬ জুন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লেখেন, 'যখন জোহরান মামদানি মুখ খোলেন, পাকিস্তানের পিআর টিম ছুটি নেয়। ভারতের এমন কোনো শত্রুর দরকার নেই, যখন নিউইয়র্ক থেকে এমন "মিত্র" আমাদের বিরুদ্ধে কল্পিত কথা ছড়াচ্ছেন।'

যুক্তরাষ্ট্রেও প্রবাসী হিন্দুত্ববাদীদের প্রভাব

জোহরানের বিরুদ্ধে ঘৃণাত্মক বক্তব্য-বিবৃতির বেশির ভাগই ভারত থেকে এলেও ভারতীয় মার্কিনদের একাংশও এতে সক্রিয় হয়েছে। উগ্রপন্থী ভারতীয় রাজনীতিতে প্রভাবিত এ গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে নেমেছে।

প্রাইমারি নির্বাচনের সময় 'ইন্ডিয়ান আমেরিকানস ফর কুমো' নামে নিউ জার্সিভিত্তিক একটি গোষ্ঠী কুমোর পক্ষে হাজার হাজার ডলার খরচ করে। তারা ভারতীয় একটি রেডিও চ্যানেলে জোহরানের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় এবং নিউইয়র্কের আকাশে একটি ব্যানার ওড়ায়। ব্যানারে লেখা ছিল, 'গ্লোবাল ইন্তিফাদা (ইন্তিফাদা বলতে ইসরায়েলি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের অভ্যুত্থানকে বোঝায়) থেকে এনওয়াইসি (নিউইয়র্ক নগর) বাঁচাও, জোহরানকে প্রত্যাখ্যান করো।'

এ গোষ্ঠীর প্রতিনিধি সত্যনারায়ণ দোসাপাতি পেনসিলভানিয়ায় ট্রাম্পপন্থী মিছিলের আয়োজক ছিলেন এবং ভারতে বিজেপিঘনিষ্ঠ রাজনীতিতেও যুক্ত তিনি।

'নিউইয়র্কবাসী প্রতারিত হবে না'

বিশ্লেষকদের মতে, নিজের মুসলিম ও ভারতীয় পরিচয়, ফিলিস্তিনপন্থী অবস্থান এবং হিন্দুত্ববাদবিরোধী মনোভাবড়এ তিনটি কারণে জোহরান উগ্রপন্থীদের নজরদারিতে রয়েছেন।

রাটগার্স ইউনিভার্সিটির ইতিহাসের অধ্যাপক অড্রে ট্রুশকে বলেন, 'হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের আক্রমণ একেবারে অনুমেয়। নিউইয়র্কবাসী এই ঘৃণার ফাঁদে পড়বেন না।'

নিষেধাজ্ঞায় পড়তেই হলো মেসিকে

৫২ পৃষ্ঠার পর

॥অল-স্টার গেমে অংশ না নেওয়ার কারণে ইন্টার মিয়ামির দুই তারকা মেসি ও জর্দি আলবাকে এক ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। ফলে শনিবার এফসি সিনসিনাটির বিপক্ষে মাঠে নামতে পারবেন না তারা।

গত বুধবার ২৩ জুলাই টেক্সাসের অস্টিনে অনুষ্ঠিত হয় এমএলএস অল-স্টার গেম।যেখানে মেক্সিকোর লিগা এমএক্স অল-স্টারদের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জেতে এমএলএস দল। ভক্ত ও গণমাধ্যমের ভোটে স্কোয়াডে জায়গা পাওয়া সত্ত্বেও মেসি ও আলবা কেউই ম্যাচে অংশ নেননি।

এমএলএসের নিয়ম অনুযায়ী, যদি কোনো খেলোয়াড় বৈধ চিকিৎসাগত অনুমতি ছাড়া অল-স্টার গেমে না খেলেন, তবে তিনি তার ক্লাবের পরবর্তী ম্যাচে নিষিদ্ধ হবেন। এই নিয়ম অনুযায়ীই শনিবার, ২৬ জুলাই চেজ স্টেডিয়ামে সিনসিনাটির বিপক্ষে ম্যাচে মেসি ও আলবাকে খেলতে দিচ্ছে না লিগ কর্তৃপক্ষ।

এমএলএস এক বিবৃতিতে জানায়, এই সপ্তাহের অল-স্টার গেমে অনুপস্থিত থাকার কারণে ইন্টার মায়ামি সিএফ-এর জর্দি আলবা ও লিওনেল মেসি ক্লাবের আগামী ম্যাচে খেলতে পারবেন না। লিগের নিয়ম অনুযায়ী, পূর্বানুমোদন ছাড়া অল-স্টার ম্যাচে অংশ না নেওয়া খেলোয়াড় পরবর্তী ম্যাচে অযোগ্য বিবেচিত হন।

এর আগে ইন্টার মিয়ামির কোচ জাভিয়ের মাসচেরানো অনুশীলনে বলেন, 'অল-স্টার গেমের মূল ধারণা ভালো হলেও, এটি বিভিন্ন টুর্নামেন্টের মাঝখানে না রেখে এমন সময়ে আয়োজন করা উচিত, যাতে খেলোয়াড়রা অংশ নিতে শারীরিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।'

তিনি আরও জানান, তখনও তিনি জানতেন না যে মেসি ও আলবাকে নিষিদ্ধ করা হবে। মাসচেরানোর কথা, 'মেসি সম্প্রতি অনেক ম্যাচ খেলেছে, অনেক সময় মাঠে থেকেছে। তাই তার মধ্যে স্বাভাবিক ক্লান্তি দেখা গেছে এবং আলবা গত সপ্তাহের ম্যাচে হালকা চোট পেয়েছেন।'

ইন্টার মিয়ামি বর্তমানে লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানীয় দলগুলোর একটি। তবে মেসি ও আলবার অনুপস্থিতি দলটির জন্য বড় একটি ধাক্কা হতে পারে, বিশেষ করে শক্ত প্রতিপক্ষ সিনসিনাটির বিপক্ষে।

‘বন্ধু’ এপস্টিনকে শুভেচ্ছা

৭ পৃষ্ঠার পর

কেলেঙ্কারির গোপন নথি হিসেবে পরিচিত। যৌনদাসী কেনাবেচা ও প্রভাবশালীদের সরবরাহের অভিযোগে অভিযুক্ত এপস্টিনের পিডো দ্বীপে নাবালিকাদের দিয়ে অবৈধ কার্যকলাপ চালানো হতো বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যক্তিগত বিমানে অতিথিদের এনে সেই দ্বীপে নেওয়া হতো। ট্রাম্প, ক্লিনটন থেকে শুরু করে মাইকেল জ্যাকসনসহ বহু প্রভাবশালীর নাম এপস্টিন কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়ানোর কথা আগেই শোনা গিয়েছিল। ২০১৯ সালে ক্লিনটনের মুখপাত্র স্বীকার করেন, তিনি চারবার এপস্টিনের ব্যক্তিগত বিমানে ভ্রমণ করেছিলেন। তবে তা ব্যক্তিগত ছিল না বলেই দাবি করেন তিনি। বর্তমান মার্কিন প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রভাবশালীদের রক্ষায় এপস্টিন-সম্পর্কিত তথ্য গোপন রাখার অভিযোগ উঠেছে। নির্বাচনী প্রচারে ট্রাম্প এপস্টিন ফাইল প্রকাশের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এ বছরের শুরুতে ইলন মাস্কের সঙ্গে বিবাদের মধ্যে বিষয়টি আবার সামনে আসে।

মাস্ক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্পকে প্রশ্ন করেন, কেন এখনও এপস্টিন ফাইল প্রকাশ করা হয়নি। ট্রাম্পের সমর্থকদের একাংশও মনে করেন, কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে রক্ষার জন্য এসব তথ্য গোপন রাখা হয়েছে।

ওবামার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের

৭ পৃষ্ঠার পর

প্রেসিডেন্টকে তার দায়িত্ব পালনে বাধা দেওয়া।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই ষড়যন্ত্রে জড়িত প্রত্যেককে তদন্ত করে আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগে বিচার করতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা আর না ঘটে। দেশের গণতন্ত্র, জনগণের বিশ্বাস এবং আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করছে।’ তুলসি গ্যাবার্ড জানিয়েছেন, তিনি তার দাবির পক্ষে নথি যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগে জমা দিচ্ছেন। এই নথির মধ্যে রয়েছে ওবামা প্রশাসনের সাইবার হুমকি সম্পর্কিত আংশিক গোপন একটি গোয়েন্দা মূল্যায়ন এবং তৎকালীন জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক জেমস ক্ল্যাপারের কার্যালয় থেকে প্রকাশিত কিছু পূর্বের গোপন মেমো। গ্যাবার্ডের অভিযোগে যাদের নাম রয়েছে, তাদের মধ্যে আছেন তৎকালীন সিআইএ পরিচালক জন ব্রেনান, তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি, তৎকালীন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা সুসান রাইস, তৎকালীন এফবিআই উপপরিচালক অ্যান্ড্রু ম্যাকাবে এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। এক বিবৃতিতে গ্যাবার্ড বলেন, নতুন প্রকাশিত নথিতে দেখা গেছে, রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন এবং রাশিয়ার সরকার ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জেতানোর চেষ্টা করেছেড় এমন অভিযোগ ওবামা প্রশাসন রাজনৈতিকভাবে তৈরি করেছিল। তিনি বলেন, হাউস ইন্টেলিজেন্স কমিটির একটি রিপোর্ট ডিক্লাসিফাই করার পর দেখা গেছে, ২০১৭ সালের জানুয়ারিতে প্রকাশিত গোয়েন্দা মূল্যায়ন ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং জনগণের ইচ্ছাকে উপেক্ষা করে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের বৈধতা নষ্ট করার চেষ্টা হিসেবে এটি ব্যবহার করা হয়েছিল। গ্যাবার্ড অভিযোগ করেন, এভাবে প্রশাসন ও গণমাধ্যম একসঙ্গে কাজ করে ট্রাম্পের বিরুদ্ধে বছরের পর বছর ষড়যন্ত্র চালিয়েছিল। তবে ওবামার অফিস এ অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এসব দাবি ভিত্তিহীন এবং জনমনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে নেয়ার প্রচেষ্টা। ওবামার মুখপাত্র প্যাট্রিক রোডেনবুশ বলেন, রাশিয়া ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচন প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছিল, তবে কোনো ভোটের ফলাফল পাল্টাতে পারেনিড় এই সিদ্ধান্ত এখনও বহাল রয়েছে। ২০২০ সালে মার্কিন সিনেটের দ্বিদলীয় গোয়েন্দা কমিটির রিপোর্টেও এই তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গ্যাবার্ড যে রিপোর্টের কথা বলেছেন তা মূলত ২০১৭ সালে হাউস ইন্টেলিজেন্স কমিটি রিপাবলিকানদের তত্ত্বাবধানে তৈরি করেছিল এবং ২০২০ সালে তা সংশোধন করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর বেশিরভাগ মূল্যায়ন সঠিক হলেও ট্রাম্পকে সমর্থন করার রাশিয়ার ভূমিকা নিয়ে বিশ্লেষণটি পর্যাপ্ত মানদণ্ডে হয়নি এবং রিপোর্ট তৈরি প্রক্রিয়াটি তাড়াহুড়ো করে শেষ করা হয়েছিল। সিএনএন জানিয়েছে, এ ধরনের ষড়যন্ত্রমূলক অভিযোগের পক্ষে কোনো প্রমাণ মেলেনি এবং ২০২০ সালের নির্বাচনের ফল বদলানোর প্রয়াসে ট্রাম্পের ভূমিকা নিয়ে বিপরীত প্রমাণ রয়েছে। এই অভিযোগ তোলার মাধ্যমে রাশিয়া হস্তক্ষেপ ইস্যুতে নতুন করে বিতর্ক শুরু হলো। উল্লেখযোগ্য যে, রবার্ট মুলারের নেতৃত্বে হওয়া তদন্তে বলা হয়েছিল, রাশিয়া ‘বিস্তৃত এবং পদ্ধতিগতভাবে’ ২০১৬ সালের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেছিল, তবে ট্রাম্পের প্রচারণা শিবিরের সাথে রাশিয়ার কোনো যোগসাজশ পাওয়া যায়নি।

তুলসি গ্যাবার্ডের জাতীয় গোয়েন্দা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ ট্রাম্প প্রশাসনের সময় সবচেয়ে বিতর্কিত নিয়োগগুলোর মধ্যে একটি ছিল। তার গোয়েন্দা বিষয়ে কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকা এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের প্রতি ইতিবাচক মন্তব্য করার কারণে এই নিয়োগ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়েছিল।

তবে ডেমোক্র্যাটরা এই দাবিকে “ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত” বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন।

ওবামার পক্ষে কড়া প্রতিক্রিয়া

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘রাষ্ট্রদ্রোহের’ অভিযোগকে ‘অযৌক্তিক ও বিভ্রান্তিকর’ আখ্যা দিয়ে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামার মুখপাত্র প্যাট্রিক রোডেনবুশ বলেন, “এই অদ্ভুত অভিযোগগুলো হাস্যকর এবং প্রকৃত সমস্যা থেকে মনোযোগ সরানোর দুর্বল চেষ্টা।” ট্রাম্প সম্প্রতি দাবি করেছিলেন, ২০১৬ সালের নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপের ‘প্রমাণ তৈরি করে’ ওবামা তার বিরুদ্ধে জালিয়াতি চালানোর চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রেক্ষিতে ওবামার দপ্তর থেকে এক বিরল বিবৃতিতে বলা হয়, ‘প্রেসিডেন্টের পদমর্যাদার প্রতি সম্মান রেখে আমরা সাধারণত এ ধরনের অসঙ্গত ও ভুল তথ্যের উত্তর দিই না। কিন্তু এই দাবিগুলো এতটাই অযৌক্তিক যে উত্তর দেওয়া প্রয়োজন। এটি বিভ্রান্তিকর এবং দৃষ্টি অন্যদিকে ফেরানোর দুর্বল চেষ্টা।’ বিবৃতিতে বলা হয়, সম্প্রতি তুলসি গ্যাবার্ড প্রকাশিত ১১ পৃষ্ঠার নথিতে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা ভিত্তিহীন। গ্যাবার্ড নথিতে ওবামা প্রশাসনের জাতীয় নিরাপত্তা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ‘রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রের’ অভিযোগ এনে বিচার বিভাগের কাছে অভিযোগ দায়েরের সুপারিশ করেছিলেন। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, ‘গত সপ্তাহে প্রকাশিত নথিতে এমন কিছু নেই যা ২০১৬ সালের নির্বাচনে রাশিয়া প্রভাব ফেলতে চেয়েছিল এবং ভোট পরিবর্তন করতে পারেনিড়এই ব্যাপকভাবে গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তকে অস্বীকার করে।’ ট্রাম্প এ অভিযোগ করেন ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট ফার্দিনান্দ মার্কোস জুনিয়রের সঙ্গে হোয়াইট হাউসে বৈঠকের সময়। তিনি বলেন, ‘ওবামাই নেতা ছিল। হিলারি ক্লিনটনসহ অনেকেই ছিল, কিন্তু ওবামা নেতৃত্ব দিয়েছিল। এটি রাষ্ট্রদ্রোহ, এবং কেউ কখনো এমন কিছু কল্পনাও করতে পারেনি।’ ট্রাম্প আরও দাবি করেন, গ্যাবার্ড তাকে জানিয়েছেন আরও ‘হাজার হাজার নথি’ আসছে। তবে গ্যাবার্ডের প্রতিবেদনে ভিন্ন ইস্যু গুলিয়ে ফেলে ২০১৭ সালেরগোয়েন্দা প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, রাশিয়া ট্রাম্পকে সহায়তা এবং হিলারিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেয়েছিল। তবে রাশিয়া ভোট গণনার ফলাফলে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি, যদিও ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটির তথ্য হ্যাক করে ফাঁস করা হয়েছিল। ২০১৯ সালে রবার্ট মুলারের বিশেষ কৌঁসুলির প্রতিবেদনে এবং ২০২০ সালে মার্কো রুবিওর নেতৃত্বে প্রকাশিত দ্বিদলীয় সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির প্রতিবেদনে এই রুশ হস্তক্ষেপের বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করা হয়।

সাবেক সিআইএ বিশ্লেষক ফালটন আর্মস্ট্রং দ্য গার্ডিয়ানকে জানান, গ্যাবার্ডের নথি ‘একপেশে রাজনৈতিক আক্রমণের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে’ এবং ’অজানা বিভ্রান্তি ও অস্পষ্ট ব্যাখ্যা ব্যবহার করে মিথ্যা বার্তা ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।’

পূর্বের তদন্ত প্রতিবেদন কী বলছে?

২০১৭ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার একটি মূল্যায়নে বলা হয়, রাশিয়া সামাজিক মাধ্যম, হ্যাকিং ও প্রপাগান্ডার মাধ্যমে হিলারি ক্লিনটনের প্রচারাভিযানকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা করেছিল এবং ট্রাম্পকে সহায়তা করেছিল। তবে এতে ভোটের ফলাফল সরাসরি প্রভাবিত হয়েছে এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

২০২০ সালে সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির দ্বিদলীয় এক রিপোর্টেও একই ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়।

ট্রাম্পের অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ষড়যন্ত্র তত্ত্ব

ট্রাম্প এর আগেও সাবেক প্রেসিডেন্টদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়িয়েছেন। ওবামার নাগরিকত্ব নিয়েও তিনি ২০১১ সালে প্রশ্ন তোলেন।

সাম্প্রতিক সময়ে, ট্রাম্প একটি ভুয়া ভিডিও পোস্ট করেছেন যেখানে ওবামাকে হ্যান্ডকাফ পরে ওভাল অফিসে গ্রেফতার হতে দেখা যায়।

এক্স (সাবেক টুইটার)-এ ডেমোক্র্যাট প্রতিনিধি জিম হাইমস বলেন, “এটি একটি মিথ্যা কথা। প্রেসিডেন্ট যদি বিভ্রান্ত হন, তাহলে তিনি মার্কো রুবিওর কাছে জিজ্ঞেস করতে পারেন, যিনি এই তদন্তের দ্বিদলীয় সিনেট কমিটি পরিচালনা করেছিলেন।”

তবে গ্যাবার্ডের প্রতিবেদনে ভিন্ন ইস্যু গুলিয়ে ফেলে ২০১৭ সালেরগোয়েন্দা প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার চেষ্টা করা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, রাশিয়া ট্রাম্পকে সহায়তা এবং হিলারিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেয়েছিল। তবে রাশিয়া ভোট গণনার ফলাফলে কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি, যদিও ডেমোক্র্যাটিক ন্যাশনাল কমিটির তথ্য হ্যাক করে ফাঁস করা হয়েছিল। ২০১৯ সালে রবার্ট মুলারের বিশেষ কৌঁসুলির প্রতিবেদনে এবং ২০২০ সালে মার্কো রুবিওর নেতৃত্বে প্রকাশিত দ্বিদলীয় সিনেট ইন্টেলিজেন্স কমিটির প্রতিবেদনে এই রুশ হস্তক্ষেপের বিষয়টি পুনরায় নিশ্চিত করা হয়।

সাবেক সিআইএ বিশ্লেষক ফালটন আর্মস্ট্রং দ্য গার্ডিয়ানকে জানান, গ্যাবার্ডের নথি ‘একপেশে রাজনৈতিক আক্রমণের উদ্দেশ্যে লেখা হয়েছে’ এবং ’অজানা বিভ্রান্তি ও অস্পষ্ট ব্যাখ্যা ব্যবহার করে মিথ্যা বার্তা ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে।’

বর্তমানে, সাবেক রিপাবলিকান সেনেটর রুবিও ট্রাম্প প্রশাসনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ট্রাম্পের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে

৬ পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তানকে বিশেষ করে তার সামরিক প্রতিষ্ঠানকে আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করার জন্য দোষারোপ করেছে ভারত। ওয়াশিংটনকে দিল্লি জানিয়েছে, পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনিরের প্রশংসা করে ভুল সংকেত পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। এটি একটি বেদনাদায়ক পরিস্থিতি তৈরি করেছে যা ভবিষ্যতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করবে।

পাকিস্তান ভারতীয় লক্ষ্যবস্তুতে আক্রমণকারী জঙ্গিদের সমর্থন করে এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে। নয়াদিল্লি জড়িত থাকার কোনো প্রমাণ দেয়নি। গত দুই দশকে ছোটখাটো বাধা সত্ত্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্ক শক্তিশালী হয়েছে। এর অন্যতম কারণ হচ্ছে, অন্তত আংশিকভাবে উভয় দেশই চীনকে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান এশিয়া প্যাসিফিক ফাউন্ডেশনের সিনিয়র ফেলো মাইকেল কুগেলম্যান বলেন, “বর্তমান সমস্যাগুলো ভিন্ন। বিশেষ করে পাকিস্তানের সাথে ভারতের সাম্প্রতিক সংঘাতের পর পাকিস্তানের সাথে আমেরিকা যেভাবে ঘন ঘন ও জোর দিয়ে যোগাযোগ করছে এবং ভারতীয় উদ্বেগগুলোকে বিবেচনায় নিচ্ছে না, সেই কারণে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে।”

দুই ভারতীয় কর্মকর্তা জানিয়েছেন, ১৮ জুন মুনিরের সাথে ট্রাম্পের বৈঠকের পরের দিনগুলোতে, প্রধানমন্ত্রী মোদির কার্যালয় এবং ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কার্যালয়ের লোকজন তাদের মার্কিন প্রতিপক্ষদের কাছে প্রতিবাদ জানাতে আলাদা আলাদা ফোন করেছিলেন।

একজন জ্যেষ্ঠ ভারতীয় কর্মকর্তা বলেন, “আমরা আন্তঃসীমান্ত সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে আমাদের অবস্থান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে জানিয়েছি, যা আমাদের জন্য একটি রেডলাইর। এখন কঠিন সময় ... আমাদের উদ্বেগ ট্রাম্পের বুঝতে না পারাটা সম্পর্কে কিছুটা ভাঁজ ফেলেছে।”

ট্রাম্প এবং মুনির সন্ত্রাসবাদবিরোধী সহযোগিতা অব্যাহত রাখার বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যার অধীনে আমেরিকা পূর্বে ন্যাটো-বহির্ভূত মার্কিন মিত্র পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ করেছে। তারা দুজন ইসলামাবাদ ও ওয়াশিংটনের সম্পর্ক আরো জোরদার করার উপায় নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটি নয়াদিল্লিতে উদ্বেগ জাগিয়ে তুলেছে। কারণ ভারতের ভাষ্য, দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দেশ আবারো সংঘাতে লিপ্ত হলে এবং পাকিস্তান আমেরিকা থেকে যেকোনো অস্ত্র গ্রহণ করলে তা ভারতের বিরুদ্ধে চালানো হতে পারে।

ভারতীয় কর্মকর্তারা এবং একজন ভারতীয় শিল্প লবিস্ট জানিয়েছেন, ট্রাম্প ও মোদির মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রকাশ্যে দেখানো হলেও, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে ভারত আমেরিকার বিরুদ্ধে কিছুটা কঠোর অবস্থান নিয়েছে। এর পরিণতিতে দুই দেশের বাণিজ্য আলোচনাও ধীর হয়ে গেছে। জুন মাসে কানাডায় জি সেভেন বৈঠকের পর ট্রাম্পের ওয়াশিংটন সফরের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছেন মোদি। চলতি মাসের শুরুতে, নয়াদিল্লি বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতিশোধমূলক শুল্ক আরোপের প্রস্তাব করেছিল। ভারতের অবজারভার রিসার্চ ফাউন্ডেশনের পররাষ্ট্রনীতি প্রধান হর্ষ পন্ত জানান, অন্যান্য দেশের মতো ভারতও ট্রাম্পের সাথে মোকাবিলা করার উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে এবং চীনের সাথে সম্পর্ক পুনর্নির্মাণ করছে। তিনি বলেন, “চীনের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ রয়েছে এবং আমি মনে করি এটি পারস্পরিক...চীনও যোগাযোগ করছে।”

হোম কেয়ার
সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
সর্বোচ্চ পেমেন্ট
আমরা আপনাদের সহযোগিতা করবো
যোগাযোগ
নিম্মি নাহার
মোবাইলঃ 646-982-9938

আমরা প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ ছাড়া হোম কেয়ারের ব্যবস্থা করে থাকি
87 47 164th Street, Jamaica, NY 11432
nimmeusa@gmail.com
+1 (646) 982-9938
www.shahabsagor.com

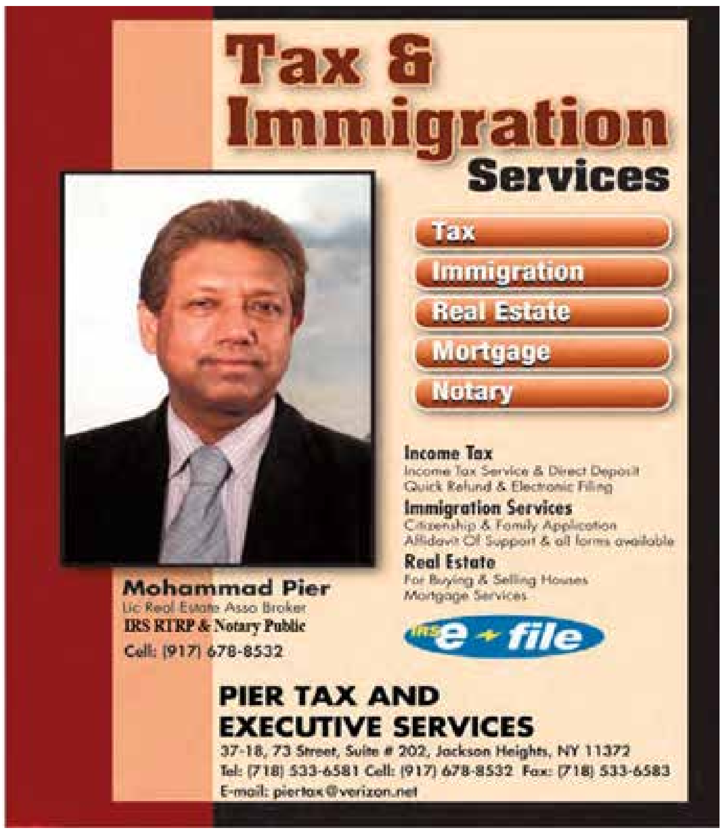

নির্ধারিত সময়ের আগেই অধিবেশন

৭ পৃষ্ঠার পর

জনসন জানান, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিচার বিভাগকে এই সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের জন্য পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ‘এপস্টাইন মামলা সংক্রান্ত বিশ্বাসযোগ্য সকল তথ্য যেন প্রকাশ করা হয়, তার জন্য আমরা চাপ দিচ্ছি।’ ট্রাম্প প্রশাসন আদালতের মাধ্যমে নথিগুলো প্রকাশের জন্য কাজ করছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

এদিন এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেন, ‘আমরা দেখেছি রক্ষণশীলরা প্রায়শই প্রতিনিধি পরিষদের কার্যক্রম থামিয়ে দেয়। এপস্টাইন সংক্রান্ত ভোটের ভয়েই কি আপনি প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেছেন?’ জনসন তাকে থামিয়ে দিয়ে বলেন, ‘না, আমাদের কোনো ভয় নেই।’ তিনি যোগ করেন, ‘কোনো ভয় নেই। আমরা ডেমোক্র্যাটদের এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে দেব না।’

স্পিকার মাইক জনসন বলেন, ট্রাম্প প্রশাসন চায় ‘এপস্টাইনের এই ঘৃণ্য কর্মকা-ের সঙ্গে যে বা যারাই জড়িত থাকুক না কেন, তাদের দ্রুত বিচার হোক।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা চাই তাদের ওপর আইনের সর্বোচ্চ প্রয়োগ হোক। আমি আমার ক্ষমতার মধ্যে থেকে সবকিছু করব তা নিশ্চিত করার জন্য। সেই প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে, এবং আমরা দেখব এর ফলাফল কী হয়।’

এপস্টাইন ২০১৯ সালে নিউ ইয়র্কের একটি কারাগারে যৌন পাচারের অভিযোগে বিচারের অপেক্ষায় থাকাকালীন আত্মহত্যা করেন বলে কথিত আছে। যদিও তার মৃত্যুকে আত্মহত্যা হিসেবে ঘোষণা করা হয়, বিখ্যাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে তার বহুল চর্চিত যোগাযোগের কারণে ঘটনাটি ঘিরে নানা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব ছড়িয়ে পড়ে।

এদিকে, মার্কিন সিনেটের সংখ্যালঘু নেতা চাক শুমার এই অচলাবস্থার জন্য জনসনের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং আগস্টের এই ছুটিকে ‘এপস্টাইন ছুটি’ বলে অভিহিত করেছেন। তার মতে, এই বিষয়টি ভবিষ্যতে ‘আরো বড় আকার ধারণ করবে।’

সিনেট অধিবেশনে শুমার বলেন, ‘গত বুধবার, ২৩ জুলাই প্রতিনিধি পরিষদে যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক।’ তিনি উল্লেখ করেন, এপস্টাইন বিষয়ক আলোচনা ‘এড়াতে’ স্পিকার জনসন তড়িঘড়ি করে সদস্যদের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। শুমার আরও দাবি করেন, ‘গিসলেইন ম্যাক্সওয়েলের ক্ষমার জন্য কাগজপত্র প্রস্তুত করতে ট্রাম্পকে সময় দেওয়ার জন্যই জনসন এই ‘এপস্টাইন ছুটি’ ঘোষণা করেছেন।’

শুমার বলেন, স্পিকারের উচিত এপস্টাইন ইস্যু ‘মোকাবিলা এড়াতে’ আইনপ্রণেতাদের আগেভাগে বাড়ি পাঠিয়ে না দেওয়া। তিনি যোগ করেন, ‘কী ঘটেছিল তা জানার অধিকার আমেরিকান জনগণের রয়েছে। কিন্তু তার পরিবর্তে স্পিকার জনসন এই এপস্টাইন ছুটি তৈরি করেছেন। এটি একটি ভয়াবহ সিদ্ধান্ত।’ সূত্র নিউ ইয়র্ক টাইমস।

ছবির ক্যাপশন: ২০০০ সালে মার-এ-লাগোতে (বাম দিক থেকে) ডোনাল্ড ট্রাম্প, মেলানিয়া নাউস (বর্তমানে মেলানিয়া ট্রাম্প), জেফরি এপস্টেইন ও তাঁর সঙ্গী ঘিসলেন ম্যাক্সওয়েল। ছবি: এএফপি

মাত্র ১০ মিনিট হাঁটা, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার সহজ উপায়

৫২ পৃষ্ঠার পর

পরিবর্তনেই এই রোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব। আর সেটা করতে সময় লাগবে মাত্র ১০ মিনিট।

‘১০-১০-১০’ নিয়ম কী?

গবেষণায় দেখা গেছে, প্রতিবার খাওয়ার পর যদি ১০ মিনিট করে হেঁটে নেওয়া যায়, তাহলে রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। এই নিয়মকে বলা হচ্ছে ‘১০-১০-১০ নিয়ম’। সকাল, দুপুর ও রাতের খাবারের পর ১০ মিনিট করে হাঁটা। খাবার খাওয়ার পর রক্তে শর্করার মাত্রা দ্রুত বাড়ে। কিন্তু হাঁটার মাধ্যমে শরীর সেই অতিরিক্ত শর্করাকে শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে ফেলে। ফলে রক্তে শর্করার পরিমাণ আর অতিরিক্ত বাড়তে পারে না। টাইপ ২ ডায়াবিটিস নিয়ন্ত্রণে এই অভ্যাস বিশেষভাবে কার্যকর।

গবেষণা কী বলছে?

‘জার্নাল অফ স্পোর্টস মেডিসিন’-এ প্রকাশিত একটি গবেষণায় বলা হয়েছে, খাওয়ার ৬০ থেকে ৯০ মিনিটের মধ্যে হালকা হাঁটাহাঁটি করলে রক্তের গ্লুকোজ লেভেল কমে আসে। বয়স বাড়লে শারীরিক কার্যক্ষমতা কমে যায় এবং অনেকেই তখন শরীরচর্চা এড়িয়ে চলেন।

দীর্ঘদিন ধরে ডায়াবেটিসে আক্রান্তদের ক্ষেত্রে ইনসুলিন হরমোনের ঘাটতি দেখা দেয়। বিশেষত রাতে খাওয়ার পর যদি ১৫ মিনিট হাঁটা যায়, তাহলে তা বেশ উপকারী হতে পারে। গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, দিনে আধ ঘণ্টা হাঁটার চেয়ে খাওয়ার পরপর ১০ মিনিট হাঁটা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আরও বেশি কার্যকর। কারণ খাবার থেকেই রক্তে গ্লুকোজ তৈরি হয়, আর হাঁটার সময় সেই গ্লুকোজ সরাসরি শক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে ঘন্টার পর ঘন্টা শরীরচর্চা করতে হবে না। প্রতিদিন তিনবেলা খাওয়ার পর মাত্র ১০ মিনিট হাঁটলেই পাওয়া যাবে চমৎকার উপকার। একটা ছোট পরিবর্তনই হতে পারে সুস্থ জীবনের চাবিকাঠি। সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা

ইসরায়েলের উচিত গাজায় সামরিক

৫ পৃষ্ঠার পর

বন্দি শেষ মার্কিন-ইসরায়েলি নাগরিক এডান আলেকজান্ডারের মুক্তির আলোচনায় জড়িত ট্রাম্প বলেছেন, হামাস চুক্তি করতে অনিচ্ছুক। তিনি দাবি করেন, হামাস সহিংসতা চালিয়ে যেতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ট্রাম্প আরও বলেন, আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছি। হামাস জানে, বন্দিদের হস্তান্তর করলে তাদের কী হবে। এ কারণেই তারা চুক্তি থেকে পিছিয়ে আছে।

ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু বলেছেন, হামাসের শাসন শেষ করতে এবং বন্দিদের মুক্ত করতে বিকল্প পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। মার্কিন দূত উইটকফের সঙ্গে একমত হয়ে তিনি বলেন, আলোচনা ব্যর্থতার দায় হামাসের।

অন্যদিকে, হামাসের শীর্ষ নেতা বাসেম নাইম দাবি করেন, আলোচনা গঠনমূলক ছিল, কিন্তু উইটকফের মন্তব্য চাপ সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, ইসরায়েল যদি সত্যিই শান্তি চায়, তাহলে সমাধান সম্ভব।

মধ্যস্থতাকারী কাতার ও মিশর জানিয়েছে, আলোচনায় কিছু অগ্রগতি হয়েছে। তারা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার আশ্বাস দিয়েছে।

এদিকে, গাজায় তীব্র মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থাগুলো সতর্ক করে বলেছে, ২২ লাখ বাসিন্দার খাদ্য ও চিকিৎসা সরবরাহ প্রায় শেষ। ইসরায়েলের অবরোধের কারণে গাজায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় অপুষ্টি ও অনাহারে আরও ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।

জাতিসংঘ জানিয়েছে, অপুষ্টিতে আক্রান্ত শিশুদের চিকিৎসার জন্য বিশেষ খাবার প্রায় শেষ। তারা ইসরায়েলের নিষেধাজ্ঞাকে দায়ী করছে। তবে ইসরায়েল বলছে, তারা পর্যাপ্ত সহায়তা দিচ্ছে এবং সরবরাহে বাধা দেয়নি। গাজার স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ জরুরি ভিত্তিতে মানবিক সহায়তা চেয়েছে। তারা বলেছে, অবরোধ তুলে নেওয়া না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হবে।

না খেয়ে আছে গাজার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ জানালো ডব্লিউএফপি

পরিচয় ডেস্ক : ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকার এক-তৃতীয়াংশ মানুষ দিনের পর দিন কোনো খাবার পাচ্ছে না বলে জানিয়েছে জাতিসংঘের বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি (ডব্লিউএফপি)। ইসরাইলের টানা অবরোধের কারণে পুরো গাজায় দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে বলেও সতর্ক করেছে সংস্থাটি।

ডব্লিউএফপির জরুরি প্রস্তুতি ও প্রতিক্রিয়া বিষয়ক পরিচালক রস স্মিথ এক বিবৃতিতে বলেছেন, ‘গাজায় খাদ্য সংকট ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে উপত্যকাটির এক-তৃতীয়াংশ মানুষ দিনের পর দিন না খেয়ে আছেন।’

বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচির তথ্যমতে, গাজার এক-চতুর্থাংশ মানুষ দুর্ভিক্ষের দ্বারপ্রান্তে রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় এক লাখ নারী ও শিশু তীব্র অপুষ্টিতে ভুগছে। উল্লেখ্য, গত ২ মার্চ থেকে ইসরাইল গাজার সব সীমান্ত পারাপার কেন্দ্র বন্ধ করে দিয়েছে। এর ফলে অবরুদ্ধ এই উপত্যকায় খাদ্য, ওষুধ ও অন্যান্য মানবিক সহায়তা প্রবেশ করতে পারছে না। সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি।

GLOBAL MULTI SERVICES, INC

IRS e-file

INCOME TAX
IMMIGRATION
ACCOUNTING
TAX AUDIT
BUSINESS SETUP
TRAVELS

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

অভিজ্ঞ ট্যাক্স প্রিপারেটরের মাধ্যমে
ট্যাক্স এনালাইসিস ও ফাইলিং করা হয়

তারেক হাসান খান, সিইও

37-18, 74th Street, Suite#202, Jackson Heights, NY 11372
Ph: (718) 205-2360, Fax: (718) 799-5864
Email: globalmsinc@yahoo.com

KARNAFULLY TAX SERVICES INC

KARNAFULLY INCOME TAX SCHOOL
কর্ণফুলী ইনকাম ট্যাক্স স্কুল

Register today to ensure your place in the class!

Jackson Heights - এর বিশ্বস্ত ট্যাক্স প্রশিক্ষণ কেন্দ্র!

কেন এই কোর্স করবেন?

- কোর্স শেষে সার্টিফিকেট
- নতুন ট্যাক্স ল' অনুসারে কোর্স
- উচ্চ আয়ের সুযোগ
- কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা লাগবে না

Mohammed Hasem MBA
President and CEO

আমাদের ঠিকানা:
37-20 74th St. 2nd Fl,
Jackson Heights, NY 11372

আজই রেজিস্ট্রেশন করুন:
718-205-6040
www.karnafulllytax.com

Learn To Earn
Become a Tax Pro!
We'll Teach You Everything You Need to Know

Join Us To Grow & Succeed

Designed By BrandClamp

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুর্টিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA

MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE

(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECOLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S

Family Dentistry

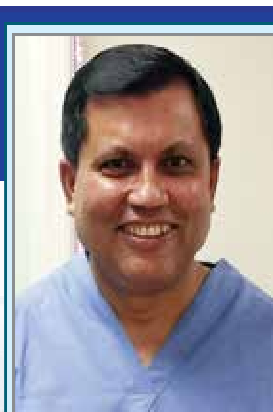

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

মিশিগানের গবেষণাগারে টিকা উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মমতা

৫০ পৃষ্ঠার পর

ফেব্রুয়ারিতে অর্জন করেছেন বাংলাদেশ-সুইডেন ট্রাস্ট ফান্ড ট্রাভেল গ্রান্ট। তবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় অর্জনড়মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে প্রাপ্ত পূর্ণাঙ্গ তহবিলের পিএইচডি অফার।

নেতৃত্বে অনন্য

শুধু গবেষক নয়, মমতা নেতৃত্বেও এগিয়ে। তিনি বিএসিএবিএএনএর (বাংলাদেশ কেমিক্যাল অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ইন নর্থ আমেরিকা) মিশিগান চ্যাপ্টারের সাধারণ সম্পাদক। সংগঠনের সদস্যদের জন্য সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও নেটওয়ার্কিং ইভেন্টের আয়োজন করেন, যা একাডেমিক ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়ক। এসব আয়োজন অনেক সময় চাকরি, ইন্টার্নশিপ ও পোস্টডক্টোরাল সুযোগ পাওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ক হয়। তাঁর লক্ষ্য হলো, যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থানরত বাংলাদেশি শিক্ষার্থী, গবেষক এবং পেশাজীবীদের একাডেমিক ও পেশাগত উন্নয়নে সহায়তা করা। মমতা আক্তার বলেন, 'গবেষণা অবকাঠামোয় বাড়তি বিনিয়োগ, সহযোগিতার সুযোগ সম্প্রসারণ এবং দক্ষ বিজ্ঞানীদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে বাংলাদেশ ধাপে ধাপে একটি শক্তিশালী বৈজ্ঞানিক ইকোসিস্টেমের ভিত্তি সৃষ্টি করছে। এই অগ্রগতি দেশটিকে বৈশ্বিক বৈজ্ঞানিক অগ্রযাত্রায় অর্থবহ অবদান রাখার জন্য সুসজ্জিত করছেড়বিশেষ করে এমন ক্ষেত্রগুলোতে যেখানে স্থানীয় জ্ঞান দিয়ে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সমস্যার উদ্ভাবনী সমাধান তৈরি সম্ভব।' এ ছাড়াও সম্প্রতি তিনি মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রি গ্র্যাজুয়েট স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশনের আন্ডারগ্র্যাজুয়েট আউটরিচ অফিসার হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন।

তরুণদের জন্য পরামর্শ

নতুন গবেষক ও রসায়নে আগ্রহীদের জন্য মমতার পরামর্শড় বই মুখস্থ নয়, প্রতিক্রিয়ার পেছনে থাকা যুক্তি বুঝুন। হাতে-কলমে ল্যাব কাজ, ইন্টার্নশিপ ও গবেষণা আপনাকে বাস্তব বিজ্ঞানী হতে সাহায্য করবে। বৈজ্ঞানিক জার্নাল পড়ুন, উপস্থাপন দক্ষতা গড়ে তুলুন এবং প্রশ্ন করতে শিখুন। গবেষণার পথ কঠিন, কিন্তু জানার আগ্রহ ও সাহস থাকলে পরিবর্তন আনা সম্ভব।' তাঁর স্বপ্নড়ফেডারেলভাবে অর্থায়িত একটি স্বতন্ত্র গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে সবার জন্য কার্যকর ও প্রবেশযোগ্য ভ্যাকসিন প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হবে। এই লক্ষ্য শুধু বৈজ্ঞানিক নয়, একটি সমাজমুখী দর্শনের প্রতিফলনড়যেখানে বিজ্ঞান মানবতার সেবায় নিয়োজিত।

মেয়র হলেও এক মেয়াদের

৫২ পৃষ্ঠার পর

করেছেন তিনি। নেতানিয়াহু বলেছেন, আগামী নভেম্বরে মেয়র নির্বাচিত হলে এক মেয়াদের বেশি টিকবেন না মামদানি।

গত সোমবার ২১ জুলাই 'দ্য ফুল সেন্ড পডকাস্টে' দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এসব কথা বলেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী। আলাপচারিতায় উঠে আসে গাজায় চলমান সংঘাত, ইরান এবং মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফাস্ট ফুড, চকলেটপ্রীতিসহ নানা বিষয়।

আলোচনার এক পর্যায়ে উঠে আসে ইহুদিবিদ্বেষের বিষয়টি। এ সময় মামদানিকে 'ইহুদিবিদ্বেষী' আখ্যা নিয়ে নেতানিয়াহুকে প্রশ্ন করা হয়। 'ইন্তিফাদার বিশ্বায়ন' শব্দ দুটির প্রতি প্রকাশ্যে নিন্দা জানানো থেকে বিরত থাকায় সমালোচনার মুখে পড়েছেন মামদানি। ইসরায়েলি দখলদারির বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনিদের আন্দোলন 'ইন্তিফাদা' নামে পরিচিত।

নেতানিয়াহু ইসরায়েলবিদ্বেষ নিয়ে কথা বলছিলেন। মামদানি প্রসঙ্গ উঠলে তিনি নিউইয়র্ক নিয়ে এই মেয়র প্রার্থীর প্রস্তাবগুলোর সমালোচনা শুরু করেন। তিনি বলেন, 'অনেক মানুষ এই বাজে কথায় বিভ্রান্ত হয়েছেন। আপনি পুলিশের অর্থায়ন বন্ধ করতে চান? আপনি চান মানুষ দোকানে গিয়ে ডাকাতি করুক এবং মুক্ত অবস্থায় ঘুরে বেড়াক। আপনি কি মনে করেন এতে সমাজের ভালো হবে?'

তবে মামদানি কিন্তু পুলিশের অর্থায়ন বন্ধের কথা বলেননি। তিনি বরং পুলিশ বিভাগের ভেতরে সম্পদ পুনর্বিন্যাস করতে চান, যাতে পুলিশের কর্মকর্তারা সবচেয়ে গুরুতর অপরাধগুলোর ওপর বেশি মনোযোগ দিতে পারেন। এ ছাড়া পুলিশে বর্তমানে যত কর্মকর্তা আছেন, তাঁদের বহাল রাখার পরিকল্পনার কথাও বলেছেন মামদানি।

নিউইয়র্কের সবচেয়ে ধনীদের ওপর মামদানি যে কর আরোপের প্রস্তাব দিয়েছেন, সাক্ষাৎকারে তার সমালোচনা করেন নেতানিয়াহু। তিনি বলেন, 'আপনি কি সব উদ্যোগ ধ্বংস করে দিতে চান? আপনি কি কর আরোপ করে মানুষকে মেরে ফেলতে চান? আমি বলতে চাচ্ছি, এটি হবে এক মেয়াদের প্রচেষ্টা।' এর মধ্য দিয়ে মামদানি মেয়র হিসেবে এক মেয়াদের বেশি টিকবেন না বলে ইঙ্গিত করেছেন নেতানিয়াহু।

ইসরায়েলের বাইরে নিউইয়র্ক শহরে সবচেয়ে বেশি ইহুদি বসবাস করেন। সংখ্যাটা আনুমানিক ১২ লাখ। ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে শহরের মেয়র প্রার্থী মামদানি বরাবরই ইসরায়েল এবং দেশটির সামরিক কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করে এসেছেন। তিনি এও বলেছেন, মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর নেতানিয়াহু যদি কখনো নিউইয়র্কে আসেন, তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে।

ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা কেন

৫২ পৃষ্ঠার পর

ও নিউইয়র্ক রাজ্যের আইনসভার সদস্য জোহরান তাঁর নির্বাচনী প্রচারে নিউইয়র্ক শহরজুড়ে বাড়িভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত করা, সরকারি অর্থায়নে শিশুসেবা প্রদান এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'দ্রুত ও বিনা মূল্যে' গণপরিবহন চালুর মতো প্রগতিশীল নীতিগুলোর পক্ষে কথা বলেন।

প্রাইমারি ভোটে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা ৩৩ বছর বয়সী জোহরানের পেছনে দাঁড়িয়েছেন এবং গত ২৫ জুন অভূতপূর্বভাবে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে দেন তিনি।

গত ফেব্রুয়ারিতে জনমত জরিপে মাত্র ১ শতাংশ সমর্থন পাওয়া তুলনামূলক এই অজানা প্রার্থীই নিউইয়র্কের ছয় লাখ দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীর অনেককেসহ এক বড় ভোটার গোষ্ঠীকে একত্র করতে সক্ষম হন।

নিউইয়র্ক নগরের মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক বিজয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন তুলেছে।

কুইন্স থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট ও নিউইয়র্ক রাজ্যের আইনসভার সদস্য জোহরান তাঁর নির্বাচনী প্রচারে নিউইয়র্ক শহরজুড়ে বাড়িভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত করা, সরকারি অর্থায়নে শিশুসেবা প্রদান এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'দ্রুত ও বিনা মূল্যে' গণপরিবহন চালুর মতো প্রগতিশীল নীতিগুলোর পক্ষে কথা বলেন।

প্রাইমারি ভোটে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা ৩৩ বছর বয়সী জোহরানের পেছনে দাঁড়িয়েছেন এবং গত ২৫ জুন অভূতপূর্বভাবে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে দেন তিনি।

গত ফেব্রুয়ারিতে জনমত জরিপে মাত্র ১ শতাংশ সমর্থন পাওয়া তুলনামূলক এই অজানা প্রার্থীই নিউইয়র্কের ছয় লাখ দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীর অনেককেসহ এক বড় ভোটার গোষ্ঠীকে একত্র করতে সক্ষম হন।

নিউইয়র্ক নগরের মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক বিজয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন তুলেছে।

কুইন্স থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট ও নিউইয়র্ক রাজ্যের আইনসভার সদস্য জোহরান তাঁর নির্বাচনী প্রচারে নিউইয়র্ক শহরজুড়ে বাড়িভাড়া বৃদ্ধি স্থগিত করা, সরকারি অর্থায়নে শিশুসেবা প্রদান এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় 'দ্রুত ও বিনা মূল্যে' গণপরিবহন চালুর মতো প্রগতিশীল নীতিগুলোর পক্ষে কথা বলেন।

প্রাইমারি ভোটে নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের মধ্যে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা ৩৩ বছর বয়সী জোহরানের পেছনে দাঁড়িয়েছেন এবং গত ২৫ জুন অভূতপূর্বভাবে রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী অ্যান্ড্রু কুমোকে হারিয়ে দেন তিনি।

গত ফেব্রুয়ারিতে জনমত জরিপে মাত্র ১ শতাংশ সমর্থন পাওয়া তুলনামূলক এই অজানা প্রার্থীই নিউইয়র্কের ছয় লাখ দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীর অনেককেসহ এক বড় ভোটার গোষ্ঠীকে একত্র করতে সক্ষম হন।

সেই দাঙ্গার সময় গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ভারতের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। জোহরান তাঁকে 'যুদ্ধাপরাধী' বলে আখ্যায়িত করেন।

মোদিকে ২০১৪ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগপর্যন্ত প্রায় এক দশক যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশে নিষিদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। কারণ হিসেবে বলা হয়েছিল, তিনি গুজরাটে মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, মর্যাদা ও সমতার অধিকার লঙ্ঘন ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছেন।

তবে এতেও গুজরাটি সমাজ মোদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। ২০১২ সালে নিষেধাজ্ঞা চলাকালেই সংগঠনটির তৎকালীন সহসভাপতি মানিকান্ত প্যাটেল বলেছিলেন, মোদির সঙ্গে তাঁর 'নিয়মিত যোগাযোগ' রয়েছে।

বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়

ঢাকার শাহজালাল বিমানবন্দরে

৫ পৃষ্ঠার পর

শিকড় বহু পুরোনো। বিরোধের সূত্রপাত ঔপনিবেশিক আমলের মানচিত্র বিভাজনে। ১৪-১৫ শতকে আধুনিক থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও মালয়েশিয়ার অনেক অংশ শাসন করত খেমার সাম্রাজ্য। সাম্রাজ্য পতনের পর থাই ও ভিয়েতনামি রাজ্যগুলো খেমার ভূখণ্ড দখল করতে থাকে। ১৮৬৩ সালে ফ্রান্স যখন কম্বোডিয়াকে উপনিবেশ বানায়, তখন একাধিক চুক্তির মাধ্যমে থাইল্যান্ড (তৎকালীন শ্যাম) বাতামবাং, শ্যাম রিয়াপসহ একাধিক অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ ছাড়তে বাধ্য হয়। ১৯০৭ সালে ফরাসিরা যে মানচিত্র তৈরি করে, সেটিই আজকের সীমান্তের ভিত্তি।

ওই মানচিত্রে প্রিয়াহ ভিহিয়ার মন্দিরকে কম্বোডিয়ার ভূখণ্ডে দেখানো হয়। তৎকালীন শ্যাম (বর্তমান থাইল্যান্ড) সেই মানচিত্রে সম্মতি দিলেও পরে তারা মত পাল্টায়। তাদের দাবি, তারা ভেবেছিল প্রাকৃতিক জলবিভাজিকা (নদী বা খাল) ধরে সীমান্ত নির্ধারিত হয়েছে। কিন্তু পরে তারা বুঝতে পারে, ফ্রান্সের মানচিত্রে প্রাকৃতিক জলবিভাজিকা মানা হয়নি।

এই বিরোধ গড়ায় আদালত পর্যন্ত। ১৯৬২ সালে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত (আইসিজে) কম্বোডিয়ার পক্ষে রায় দেন। থাইল্যান্ড ওই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করলে এই মানচিত্র থাইল্যান্ড একসময় স্বীকার করেছিল উল্লেখ করে সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন আদালত। থাইল্যান্ডকে বিরোধপূর্ণ ওই এলাকা থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ১৯৫৪ সালের পর মন্দির এলাকা থেকে কোনো প্রত্ন নিদর্শন নিয়ে থাকলে তা ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

তবে পরবর্তী দশকে আবারও উত্তেজনা বাড়ে। ২০১৩ সালে আইসিজে আগের রায়ের ব্যাখ্যা দিয়ে জানান, শুধু মন্দির নয়, মন্দিরের আশপাশের এলাকাও কম্বোডিয়ার অন্তর্ভুক্ত। সেই সঙ্গে আদালত থাইল্যান্ডকে ওই এলাকা থেকেও সেনা প্রত্যাহারের নির্দেশ দেন। তবে থাইল্যান্ড সেই রায় এখনো মেনে নেয়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের শুল্ক আমাদের ‘বড়

৫ পৃষ্ঠার পর

যোগাযোগমাধ্যমে প্রশ্নের ভিত্তিতে মূল ধারার গণমাধ্যম প্রশ্ন করবে এটা আমার কাছে রিয়েলিস্টিক মনে হচ্ছে না।”

যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ পরবর্তী শুল্ক আলোচনা ২৯ জুলাই

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্য আলোচনাকারী সংস্থা ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর) বাংলাদেশকে আগামী ২৯ জুলাই তৃতীয় ও চূড়ান্ত শুল্ক আলোচনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান।

এর আগে, বাংলাদেশ ২২ জুলাই ইউএসটিআর-এর কাছে নিজেদের অবস্থানপত্র পাঠায় এবং ২৬ জুলাই আলোচনা পুনরায় শুরুর প্রস্তাব দেয়। এই আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় ইউএসটিআর-এর ওয়াশিংটন ডিসি অফিসে।

বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান দ্য ডেইলি স্টারকে জানান, ইউএসটিআর শেষ পর্যন্ত ২৯ জুলাই আলোচনার তারিখ নির্ধারণ করে। আলোচনায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেবেন বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন।

যদি আলোচনা সরাসরি অনুষ্ঠিত হয়, তবে বাংলাদেশ দল ২৭ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে রওনা হবে। তবে বৈঠক ভার্চুয়ালি হওয়ার সম্ভাবনাও আছে বলে জানান সচিব।

এবার বেসরকারি খাতের রপ্তানিকারকরা প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে যেতে পারেন। তবে তারা আলোচনায় অংশ নেবেন না, কারণ এটি সরকার থেকে সরকারের মধ্যে আলোচনার ফরম্যাটে অনুষ্ঠিত হবে, বলেন তিনি।

সচিব আশা প্রকাশ করেন, আলোচনার শেষে ট্রাম্প প্রশাসন বাংলাদেশের জন্য শুল্কহার কমাবে, যেহেতু ইতোমধ্যে কিছু দেশের জন্য শুল্কহার কমানো হয়েছে।

যেমন, যুক্তরাষ্ট্র সরকার জাপানের জন্য শুল্ক ১৫ শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার জন্য ১৯ শতাংশ, ভিয়েতনামের জন্য ২০ শতাংশ এবং ফিলিপাইনের জন্য ১৯ শতাংশে নামিয়ে এনেছে।

এছাড়া, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত ইউএসটিআর-এর সঙ্গে ভালো আলোচনা করেছে এবং প্রত্যাশা করা হচ্ছে, বাংলাদেশের জন্য শুল্কহার ৩৫ শতাংশ থেকে উল্লেখযোগ্য কমবে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তুলা, গম, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি), উড়োজাহাজ ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের শুল্কমুক্ত আমদানির প্রস্তাব দিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি বাড়ানোর লক্ষ্যে, বাংলাদেশ ২০ জুলাই ০.৭ মিলিয়ন টন গম আমদানির জন্য মার্কিন গম রপ্তানিকারকদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে এবং ১৪টি বোয়িং বিমান কেনার জন্য উচ্চপর্যায়ের আলোচনা চলছে। প্রস্তাবিত শুল্ক চুক্তিতে, বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের অনেক প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে, যেন বাণিজ্য নির্বিঘ্ন হয়।

যুক্তরাষ্ট্রে একটি লবিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেওয়ার বেসরকারি উদ্যোগ সময়ের অভাবে খুব বেশি অগ্রসর হয়নি বলে জানান ওই উদ্যোগের সঙ্গে জড়িত এক ব্যক্তি। তবে নাম প্রকাশ করতে চাননি।

গত ২৩ জুলাই পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অব বাংলাদেশের (পিআরআই) চেয়ারম্যান জায়েদী সাত্তার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে একটি লবিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দিতে বেসরকারি খাতের নেওয়া যেকোনো উদ্যোগকে তিনি সমর্থন জানাবেন।

যদি বাংলাদেশি উদ্যোক্তারা লবিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগে সফল হন, তবে পিআরআই বাংলাদেশের অর্থনীতি ও বাণিজ্য সম্পর্কিত তথ্য প্রদান করবে বলে জানান তিনি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যবসায়ী বলেন, এখন লবিস্ট নিয়োগ সম্ভব হবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। এমনকি যদি একজন লবিস্ট নিয়োগ দেওয়া হয়, তবুও তাতে ইতিবাচক ফল নাও আসতে পারে।

তবুও, বাংলাদেশের কিছু ব্যবসায়ী যুক্তরাষ্ট্রে একজন লবিস্ট নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় একক রপ্তানি বাজার, যেখানে স্থানীয় তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারকরা গত বছর ৮ দশমিক ২ বিলিয়ন ডলারের পোশাক রপ্তানি করেছে।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, যদি বাংলাদেশের জন্য ৩৫ শতাংশ শুল্কহার বহাল থাকে, তবে তৈরি পোশাক খাত সমস্যায় পড়তে পারে।

বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুত ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের ১ হাজার ৩২২টি পোশাক কারখানা সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানির সঙ্গে জড়িত।

উচ্চ শুল্কহারের কারণে এই উৎপাদন ইউনিটগুলো আগের মতো অর্ডার পেতে ব্যর্থ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

ঢাকায় নিজ কার্যালয়ে বাণিজ্য উপদেষ্টা সাংবাদিকদের বলেন, বাংলাদেশ এখন পর্যন্ত কোনো লবিং প্রতিষ্ঠান নিয়োগ দেয়নি, কারণ তাদের আলোচনায় তেমন ভূমিকা নেই।

‘আমাদের বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তনের প্রয়োজন, যেখানে লবিস্টদের ভূমিকা নেই,’ বলেন তিনি।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে শুল্ক আলোচনাকে সহজ করতে প্রয়োজনীয় সংস্কারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক আহ্বান করেছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে ২০ জুলাই অনুষ্ঠিত এক আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনের কাছ থেকে কম শুল্ক সুবিধা পেতে বাংলাদেশ আমদানি করা মার্কিন পণ্যের ওপর শুল্ক কমাবে।

যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থানে ‘আমেরিকা

৫২ পৃষ্ঠার পর

উপেক্ষা করা হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা চাই আমাদের প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো পুরোপুরি আমেরিকার পক্ষে কাজ করুক। আমরা চাই তারা ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি অনুসরণ করুক। এই বক্তব্যের পেছনে ট্রাম্প সম্প্রতি তিনটি নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেছেন, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা খাতে বিনিয়োগ ও গবেষণাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রথম আদেশ ‘উইনিং দ্য রেইস’ শীর্ষক, যার লক্ষ্য যুক্তরাষ্ট্রে দ্রুত এআই অবকাঠামো গড়ে তোলা। এর আওতায় ডেটা সেন্টার ও ডিজিটাল সুবিধাগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হবে।

দ্বিতীয় আদেশ অনুযায়ী, সরকারি অর্থায়নে নির্মিত এআই প্রযুক্তিকে মতাদর্শগতভাবে নিরপেক্ষ রাখতে হবে। ট্রাম্প বলেন, আমরা ‘ওক’ (পক্ষপাতদুষ্ট বা একপেশে) প্রযুক্তিকে বিদায় জানাচ্ছি। এআই হতে হবে সঠিক ও নিরপেক্ষ। তৃতীয় আদেশে আমেরিকায় তৈরি এআই পণ্যের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এবং বিদেশি সরবরাহের ওপর নির্ভরতা কমানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

ট্রাম্প আরও বলেন, আমেরিকা এআই প্রতিযোগিতা শুরু করেছে এবং এই প্রতিযোগিতায় আমরাই জিতব। তিনি একে স্পেস রেসের (মহাকাশ প্রতিযোগিতা) পর যুক্তরাষ্ট্রের সক্ষমতা যাচাইয়ের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হিসেবে উল্লেখ করেন।

ঢাকায় বিমান বিধ্বস্ত হওয়ায় নিহত ও আহতদের জন্য

নিউইয়র্কে আন্ত:ধর্মীয় দোয়া মাহফিল

তারিখঃ ২৭ জুলাই ২০২৫ রবিবার সন্ধ্যা ৮টা

স্থানঃ কুইন্স প্যালেস, উডসাইড

এই শোকাবহ দুর্ঘটনায় সকলেই মানসিকভাবে বিষণ্ন ও বিধ্বস্ত। এত দূর থেকে এই মুহূর্তে নিহত ও আহতদের জন্য আমরা সকলে মিলে দোয়ার মধ্য দিয়ে তাদের ও তাদের পরিবারের সাথে সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারি।

আপনারা সকলে এই দোয়া মাহফিলে শরীক হোন।

দোয়া মাহফিল পরিচালনা করবেনঃ মওলানা আবু জাফর বেগ
পেশ ইমাম, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার।

দোয়া মাহফিল শেষে ডিনারের ব্যবস্থা আছে।

যোগাযোগঃ
নাসির আলী খান পল ৩৪৭-২৪৮-৫২৬৪

ফাহাদ সোলায়মান, আল আমিন রাসেল, আহসান হাবিব, জে. মোল্লা সানি, সুব্রত তালুকদার, বাবুল হাওলাদার, টমাস দুলা রয়, রেমিও রহমান, মনিকা রায়, মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও কামরুল ইসলাম সনি।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক এর আনন্দঘন বার্ষিক বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক : গত ২০শে জুলাই ২০২৫, রবিবার, কানেকটিকাটের ব্রিজপোর্ট শহরের নয়নাভিরাম সিসাইড পার্ক অত্যন্ত আনন্দঘন পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলো রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক-এর বার্ষিক বনভোজন। প্রবাসী চাঁদপুরবাসীদের এই মিলনমেলায় উৎসবের আমেজ ছিল চোখে পড়ার মতো। আটশতাধিক আনন্দপিপাসু মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি এবং অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও বর্ণিল আয়োজন বনভোজনটিকে স্মরণীয় করে রাখবে অনেকদিন।

জেবিবিএ-এর সভাপতি ও রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি হারুন ভূঁইয়া এবারের বনভোজন আয়োজনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

এই আয়োজনের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ম্যানচেস্টার, কানেকটিকাটের স্টেট সিনেটর বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত চাঁদপুরের কৃতি সন্তান মোঃ মাসুদুর রহমান। তাঁর উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে এক ভিন্ন মাত্রা দান করে। গেস্ট অব অনার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাস্টিবোর্ড মেম্বার ডাঃ এনামুল হক এমডি, বাংলাদেশ সোসাইটি নিউ ইয়র্ক এর সাবেক সভাপতি চাঁদপুরের অপর কৃতি সন্তান নার্গিস আহমেদ, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতির সাবেক সভাপতি ফিরোজুল ইসলাম পাটোয়ারী, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, রুপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সাবেক সভাপতি আমিন খান জাকির ও অপর এক সাবেক সভাপতি মামুন মিয়াজী, এষ্টোরিয়া ডিজিটাল ট্রাভেলস এর নজরুল ইসলাম, বাংলাদেশ আমেরিকান এসোসিয়েশান অফ কানেকটিকাটের (বাক) বিদায়ী সভাপতি নুরুল আলম নুরু ও বিদায়ী সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন চৌধুরী, ব্রিজপোর্ট শহরের বাংলাদেশী এক্টিভিষ্ট আলী আকবর বাপ্পী প্রমুখ।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক-এর সভাপতি ফখরুল ইসলাম মাছুম, সাধারণ সম্পাদক নুরে আলম মনির, কোষাধ্যক্ষ মোঃ আবু ছাদেক, এবং প্রচার সম্পাদক মোঃ আবু বকর অতিথিদের স্বাগত জানান এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনার তত্ত্বাবধান করেন।

বনভোজনকে কেন্দ্র করে ছিল নানা আকর্ষণীয় আয়োজন। উপস্থিত সকলের জন্য ছিল আকর্ষণীয় র্যাফেল ড্র পুরস্কারের ব্যবস্থা, যা বিজয়ীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ সৃষ্টি করে। শিশুদের থেকে শুরু করে বয়োজ্যেষ্ঠ, সকলের জন্যই ছিল খেলাধুলার সুব্যবস্থা। এর পাশাপাশি অনুষ্ঠিত হয় এক মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, যেখানে স্থানীয় শিল্পীরা গান ও নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ আয়োজন সকলের মনে আনন্দের সঞ্চার করে এবং দিনটিকে প্রাণবন্ত করে তোলে।

বনভোজনে অংশগ্রহণকারীদের সুবিধার জন্য ২০শে জুলাই ২০২৫, রবিবার সকাল ৯টায় জ্যাকসন হাইটস (ব্রডওয়ে ৭২ বিটুইন ৭৩ স্ট্রিট) এবং ব্রঙ্কসের স্টারলিং ও ক্যাসেল হিল থেকে বাসের সুব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই সফল আয়োজনের পেছনে ছিল একটি নিবেদিতপ্রাণ কমিটি। এবারের বনভোজন কমিটির আহবায়ক ছিলেন মোঃ রেজাউর রহমান রাজু। যুগ্ম আহবায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোহাম্মদ নুরুল আমিন ও মিএগা ওবায়দুর রহমান। সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মোঃ কবির। অনুষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন হারুন ভূঁইয়া। তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন মোবারক হোসাইন, মোঃ মিজানুর রহমান, মোঃ নুরুল ইসলাম মিলন, এবং মোঃ জাকির হুসাইন। সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেছেন মোঃ এ সিদ্দিক পাটোয়ারী, আব্দুর রহিম ভূঁইয়া, মোঃ মাহাবুবুর রহমান (সদস্য সচিব), মোঃ আবু তাহের (যুগ্ম-সদস্য সচিব) এবং ফয়েজ আহমেদ (যুগ্ম-সদস্য সচিব)।

বনভোজন কমিটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সদস্যরা হলেন সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ জসীম উদ্দিন, প্রচার সম্পাদক মোঃ আবুবকর, এবং শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ফয়সাল পাটোয়ারী ও রাজন হাসান। সিনিয়র সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বিপ্লব সাহা (৩৪ সেভেন-সেভেন থ্রি এইট-সেভেন ওয়ান নাইন সিক্স), মোঃ আক্তার হামিদ (নাইন ওয়ান সেভেন-ফোর ফাইভ নাইন-এইট থ্রি সেভেন নাইন) এবং নুরুল আলম মজুমদার। কমিটির অন্যান্য পদে ছিলেন সহ কোষাধ্যক্ষ মাহবুবুল আলম পাটোয়ারী, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মোঃ আহাদ ভূঁইয়া, সাহিত্য বিষয়ক সম্পাদক আবুল বাশার, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক মোঃ আনোয়ার হোসাইন মিয়াজী, ক্রীড়া সম্পাদক সাফায়েত হোসেন রুমান, এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার মোঃ মইনুল ইসলাম। এছাড়াও, মহিলা সম্পাদিকা এডভোকেট নুবাইরা ইবনাত এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদিকা শাহানারা কবির, ফাতেমা আক্তার ও ফারহানা আক্তার শিমু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়াও, সম্মানিত সদস্য হিসেবে এই আয়োজনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন মাহমুদা আহমেদ, শাকিল মিয়া, হাসান মাহমুদ সোহেল, মোঃ ফারুক আহমেদ, খোরশেদ আলম, মকসেদুর রহমান সেলিম, শাহ আলম, মোঃ জহিরুল ইসলাম, মোঃ রফিকুল ইসলাম ৫, বেলায়েত হোসাইন সোহাগ, আব্দুল মমিন, নূর হোসাইন, মোঃ বোরহানউদ্দিন, মোঃ নিয়াজ মোরশেদ, ওসমান ওমর ফারুক, ফজলুল হক, আক্তার হোসেন নাসিম, সাইফুল ইসলাম লিটন, সাইফুল ইসলাম, আব্দুস সামাদ টিটু, গোলাম আযম রকি, সোহেল গাজী।

রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক-এর এই বার্ষিক বনভোজন কেবল একটি বিনোদনমূলক আয়োজন ছিল না, বরং এটি ছিল প্রবাসে বেড়ে ওঠা নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার একটি প্রয়াস। একই সাথে, এটি প্রবাসে বসবাসরত চাঁদপুরবাসীদের মধ্যে সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে এবং একে অপরের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এই ধরনের আয়োজন প্রবাস জীবনে একঘেয়েমি দূর করে এবং নিজ সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা ও মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলে। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন তাদের শেকড়কে ভুলে না যায়, সেই লক্ষ্যেই এই ধরনের মিলনমেলার গুরুত্ব অপরিসীম।

সামগ্রিকভাবে, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইনক-এর এই বছরের বার্ষিক বনভোজন ছিল এক বিশাল সাফল্য। এটি প্রমাণ করে যে প্রবাসেও নিজেদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখে এবং নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ অক্ষুণ্ন রেখে একটি শক্তিশালী কমিউনিটি গড়ে তোলা সম্ভব। এই সফল আয়োজনের জন্য বনভোজন কমিটি এবং রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশনের সকল সদস্য আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য।

র্যাফেল ড্র পুরস্কার সহযোগিতায়: ১ম পুরস্কার: ১,০০০ ডলার- হোসেন মেডিকেল কেয়ার, মোঃ হোসেন এমডি, ২য় পুরস্কার : ৫০০ ডলার নগদ, নবান্ন রেস্টুরেন্ট, মোঃ আফতাবুজ্জামান শিমুল, ৩য় পুরস্কার: ৪০০ ডলার ক্যাশ, রুবেন এবং সৈকত, ৪র্থ পুরস্কার: এটর্নি মঈন চৌধুরী, ৫ম পুরস্কার : মোঃ সাইফুল ইসলাম, এমডি, সেবা হোল্ডিং লিমিটেড, ৬ষ্ঠ পুরস্কার: ল্যাপটপ, মহিউদ্দিন দেওয়ান, সিঃ সহ-সভাপতি বাংলাদেশ সোসাইটি, ৭ম পুরস্কার: ল্যাপটপ, মফিজুল ইসলাম রুমি, কোষাধ্যক্ষ, বাংলাদেশ সোসাইটি, ৮ম পুরস্কার: ৬৫ ইঞ্চি টিভি, সোহেল গাজী, ৯ম পুরস্কার : সলিমুল্লাহ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী

১০ম পুরস্কার: মিয়া মোহাম্মদ দুলাল, সাবেক সিঃ সহ-সভাপতি বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইন্‌ক, ১১তম পুরস্কার : নুরুল ইসলাম মিলন , সহ-সাধারণ সম্পাদক, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইন্‌ক, ১২তম পুরস্কার : ১৩তম পুরস্কার: জামাল আহমেদ, ১৪তম পুরস্কার : বিসমিল্লাহ লাইভ পোল্ট্রি, গিফট কার্ড, ১৫ম পুরস্কার : মোঃ আনোয়ার হোসাইন, ১৬তম পুরস্কার: কুকিং সেট, মোবারক হোসাইন, সহ-সভাপতি, রূপসী চাঁদপুর ফাউন্ডেশন নিউইয়র্ক ইন্‌ক, ১৭তম পুরস্কার কুকিং সেট, অবকাশ, জ্যাকসন হাইটস, ১৮তম পুরস্কার: ডিনার সেট, আবু সাদেক, ১৯তম পুরস্কার : টাওয়ার ফ্যান, ইত্যাদি গ্রোসারি, জ্যাকসন হাইটস, ২০তম পুরস্কার : হটপট বক্স, জালাল উদ্দিন জালাল

বিশেষ সহযোগিতায়: আসিফ বারী টুটুল, সিইও, বারী হোম কেয়ার, ডাঃ এনামুল হক, ট্রাস্টি বোর্ড মেম্বার, বাংলাদেশ সোসাইটি, মোহাম্মদ আলম নমি, (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী), আলমগীর হোসাইন, জুলফিকার আক্তার জুয়েল, মোঃ সাইফুল ইসলাম, এমডি, সেবা হোল্ডিং লিমিটেড, মোঃ কামরুজ্জামান কামরুল, খাবার বাড়ি, জ্যাকসন হাইটস, দুলাল বেহেদু, সভাপতি, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশন ইউএসএ ইন্‌ক, আবুল হাশেম এমবিএ, এনরোলড এজেন্ট, কর্ণফুলী ট্যাক্স সার্ভিস, মাহমুদুল হাসান, ফাহাদ সোলাইমান, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট, বৃহত্তর কুমিল্লা সমিতি যুক্তরাষ্ট্র ইন্‌ক, ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল খালেক, (বিশিষ্ট ব্যবসায়ী), নবান্ন রেস্টুরেন্ট, মোহাম্মদ আফতাবুজ্জামান শিমুল, মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম, ডিজিটাল গ্রাফিক, জ্যাকসন হাইটস, শাকিল মিয়া গ্রাফিক্স ওয়ার্ল্ড, জ্যাকসন হাইটস, মমিনুল ইসলাম মজুমদার, বিগ ডিজাইন, জ্যাকসন হাইটস, নুরুল ইসলাম মিলন,আসিফ শাহরিয়ার, প্রেসিডেন্ট এন্ড সিইও, লিবার্টি ব্রোকারেজ

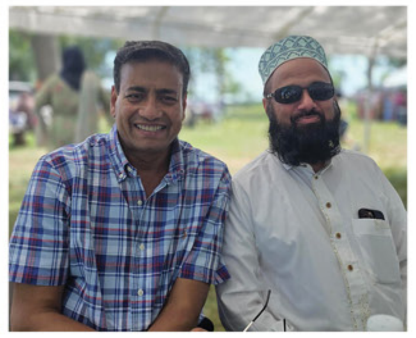

নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো দেশাত্মবোধের অনন্য মিলনমেলা ‘বাংলার মেলা’

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি কমিউনিটির অন্যতম সংগঠন এনওয়াই বাংলা ইনক এর আয়োজনে গত ২১ শে জুলাই সোমবার সন্ধ্যায় নিউইয়র্কের কুইন্স প্যালেসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ‘বাংলার মেলা’। এ আয়োজনে প্রবাসী বাংলাদেশিরা তাদের দেশপ্রেম, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার নজির স্থাপন করেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই রাজধানীর উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ভবনে বিমান বাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে যে সব শিশু ও শিক্ষক নিহত হয়েছে এবং হতাহত হয়েছে তাদের প্রতি গভীর শোক ও সমবেদনা জানানো হয়েছে। যেহেতু অনুষ্ঠানটি পূর্বনিধারিত ছিলো এবং সকাল শিল্পী এবং কলাকুশলীদের তারিখ নেওয়া ছিলো তাই দুংখভারাক্রান্ত মন নিয়েই অনুষ্ঠানটি শেষ করতে হয়েছে। অনুষ্ঠানে নিউ ইয়র্ক প্রবাসী বাংলাদেশিরা ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের বিপুল অংশগ্রহণ ছিল নজরকাড়া।

অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল লাইভ মিউজিক যা অতিথিদের দারুণভাবে আনন্দ দিয়েছে। যেখানে প্রবাসী শিল্পীরা গানে গানে ছড়িয়ে দেন মুগ্ধতা। গান পরিবেশন করেন বাংলাদেশের বিখ্যাত শিল্পী রিজিয়া পারভীন, কামরুজ্জামান বাবু, কালা মিয়া, এ্রিনিয়া হাসান,শাহ মাহবুব, রোজি আজাদ সহ আরো অনেকে। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা ও উপস্থাপনা করেন মিয়া মোহাম্মদ দুলাল ও সোনিয়া। অনুষ্ঠানের উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নুরুল আমিন বাবু, কমিউনিটি এক্টিভিষ্ট ফাহাদ সলোয়মান, নাইম, ডিউক খান, কমিটি এন্ট্রপেনার ঝর্ণা ফাত্তাহ, মনিকা রায় চৌধুরী আব্দুর রশিদ বাবুসহ আরো অনেকে।

আয়োজনের মূল পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে ছিল এনওয়াই বাংলা ইনক এর শফিক মিয়া। তিনি বলেন , সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা এমন একটি আয়োজন করতে পেরেছি। প্রবাসে আমরা আমাদের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে বজায় রাখতে চাই। এই আয়োজন প্রবাসী বাংলাদেশিদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিফলন। - জলি আহমেদ প্রেরিত

ইতালীর বলোনিয়া শহরের ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলা সমিতি, ইতালি বলোনিয়ার অভিষেক অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক : গত ১৯ জুলাই শনিবার ইতালীর বলোনিয়া শহরের বর্গো পানিগেল মিলনায়তনে ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলা সমিতি, ইতালি বলোনিয়ার নতুন কার্যকরী কমিটির অভিষেক ও সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি

বদিউল আলম ফয়সাল এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানমালায় ছিল শপথ অনুষ্ঠান, আলোচনাসভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি ও বলোনিয়ার স্থানীয় শিল্পীবৃন্দ।

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ধর্মঘট, যুক্তরাষ্ট্রের চার শহরে

৫২ পৃষ্ঠার পর

প্রতিনিধিত্বকারী টিমস্টারস ইউনিয়ন জানিয়েছে, অন্যান্য পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের চেয়ে তাদের অনেক কম বেতন দেওয়া হচ্ছে। সুবিধাও কম। কোম্পানিটি বলছে, টিমস্টারস ইউনিয়ন আপস করতে রাজি নয়। ফলে আবর্জনারও কোনো গতি হচ্ছে না। বিবিসি জানিয়েছে, ১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেটার বোস্টনের ১৪টি এলাকায় সেবা দেওয়া টিমস্টারস ইউনিয়নের স্থানীয় শাখা লোকাল ২৫-এর মাধ্যমে এই ধর্মঘট শুরু হয়। পরে এটি ক্যালিফোর্নিয়ার ম্যান্টেকা; ইলিনয়ের অটোয়া; জর্জিয়ার কামিং, ওয়াশিংটনের লেসি শহরে ছড়িয়ে পড়ে। অনেক কর্মী ধর্মঘটের প্রতি সংহতি জানিয়ে কাজ বন্ধ করে দেন। ম্যাসাচুসেটসের মালডেন শহরের ট্রাকচালক মাইক অর্তিজ বলেন, ‘জীবনযাত্রার ব্যয় এখন অনেক বেশি। তারা (কোম্পানি) যা প্রস্তাব করছে, তা দিয়ে আমি এক মাসও চলতে পারব না।’ ধর্মঘট সফল করতে যুক্তরাষ্ট্রের শহরগুলোতে পরিচ্ছন্নতাকর্মীরা কাজ বন্ধ করে দেওয়ায় লাখ লাখ আমেরিকান ভোগান্তিতে পড়েছেন। রিপাবলিক সার্ভিসেস ও টিমস্টারস ইউনিয়ন স্থানীয় পর্যায়ে কিছু বিরোধ নিষ্পত্তি করলেও এখনো অনেক কর্মী ধর্মঘট চালিয়ে যাচ্ছেন।

ধর্মঘটের প্রভাব

বোস্টনের উত্তরে প্রায় এক ঘণ্টার দূরত্বে সমুদ্রতীরবর্তী শহর গ্লুচেস্টারে লোনা বাতাসের তীব্র গন্ধ পচা আবর্জনার দুর্গন্ধের কাছে ম্লান হয়ে গেছে। সেখানে আবর্জনার স্তূপের ওপর চক্কর দিচ্ছে গাঙচিলের দল।

শহরের মেয়র গ্রেগ ভারগাস বিবিসিকে বলেন, ‘আমার মনে হয়, ধর্মঘট যদি নভেম্বর বা ডিসেম্বরে হতো, তাহলে গন্ধটা এত প্রকট হতো না।’ পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের চলমান ধর্মঘট মেয়রের জন্য উপদ্রব হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি রিপাবলিক সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগে মামলা করার জন্য আরও পাঁচটি শহরের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। গ্রেগ ভারগাস বলেন, ‘ধর্মঘটের আগে তারা আমাদের বলেছিল, “চিন্তা করবেন না, আমরা জাতীয় কোম্পানি। আমাদের লোকবল আছে; আমরা সবকিছুর খেয়াল রাখব।” ধর্মঘটের প্রথম দিন থেকে এর প্রতিফলন দেখা যায়নি।’ এদিকে টিমস্টারস ইউনিয়নের বিরুদ্ধে বেআইনি আচরণে জড়িত থাকার অভিযোগে মামলা করেছে রিপাবলিক সার্ভিসেস। কোম্পানিটি এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘টিমস্টারস ইউনিয়নের অপরাধমূলক আচরণের ধরনড় যার মধ্যে আছে ট্রাক চুরি, টায়ার কাটা, চালকদের ওপর রাসায়নিক স্প্রে করা এবং বিদ্বেষমূলক বক্তব্যড়আপসের চেয়ে বিশৃঙ্খলার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রমাণ করে।’ ইউনিয়ন অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

নিউ ইয়র্কে নিউ আমেরিকান ওমেন্স ফোরামের ব্যতিক্রমী ‘শ্রাবণ মেঘের মেলা’

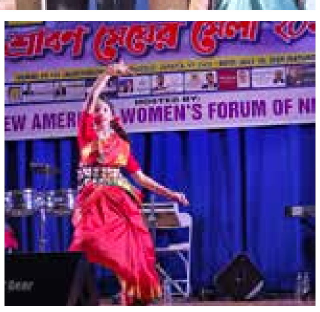

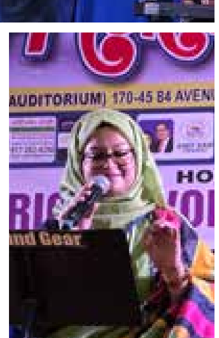

পরিচয় ডেস্ক : গত ১৯ জুলাই শনিবার ‘মানব মুক্তির লক্ষ্যে, নারীমুক্তির পক্ষে’ এই শ্লোগানে জ্যামাইকার পিএস-১৩১ প্রাঙ্গণে বাংলাদেশী নারীদের মূলধারার সংগঠন নিউ আমেরিকান ওমেন্স ফোরাম এর আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো ‘শ্রাবণ মেঘের মেলা’। হালকা বৃষ্টিস্নাত সন্ধ্যায় ফিতা কেটে এবং রং বে রং-এর একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন মেলায় প্রধান অতিথি ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ও সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন। এসময় বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সংস্কৃতিসেবী, নিউ আন্তজাতিক বাংলা বইমেলার সাবেক আহবায়ক গোলাম ফারুক ভূইয়া সহ নিউইয়র্কের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আসা অতিথি উপস্থিত ছিলেন।

উদ্বোধনী মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন মূলধারার রাজনীতিক ও নিউ আমেরিকান ডেমোক্রেটিক ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোরশেদ আলম, প্রবীণ প্রবাসী নাসির আলী খান পল, সাপ্তাহিক ঠিকানা’র প্রধান সম্পাদক মুহম্মদ ফজলুর রহমান, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, সাপ্তাহিক প্রথম আলো উত্তর আমেরিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী খোকন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলামনাই এসোসিয়েশন ইউএসএ’র সভাপতি সাঈদা আখতার লিলি, এডভোকেট মুজিবুর রহমান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, নিউ আমেরিকান ওমেন্স ফোরামের প্রেসিডেন্ট এডভোকেট রুবাইয়া রহমান, নির্বাহী পরিচালক সালমা ফেরদৌস, মেলার আহবায়ক অধ্যাপিকা হুসনে আরা বেগম ও সদস্য সচিব ডালিয়া চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক সালেহ আলম, যুগ্ম সদস্য সচিব ফিরোজা সাঈদ, সমন্বয়কারী সাঈদা আক্তার লিলি ও রীনা সাহা, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট অ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

মেলার উদ্বোধনী বক্তব্যে এম এম শাহীন বলেন, আশির দশক থেকেই নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির সাংস্কৃতিক চর্চা শুরু। প্রবাসের বাংলা মিডিয়া আর সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলো সহ সবার প্রচেষ্টায় দেশীয় সংস্কৃতি আজ সমৃদ্ধ হয়েছে। মেলা থেকে শুরু করে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রবাসে আজকের এই বাংলা সংস্কৃতির প্রসার আমাদের সেই প্রচেষ্টারই ফসল। তিনি বলেন, এখন প্রবাসের সবখানে আমরা বাংলা সংস্কৃতিকে খুঁজে পাই। তিনি এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত এবং কার্যকর ভূমিকা রাখতে নতুন প্রজন্মকে সম্পৃক্ততার মাধ্যমে আরো এগিয়ে নেয়ার আহ্বান জানান এবং সুন্দর এই আয়োজনের জন্য আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

গোলাম ফারুক ভূইয়া সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটিকে আরো এগিয়ে নিতে ঐক্যের বিকল্প নেই।

পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান বলেন, প্রবাসে শুদ্ধ বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে পৃষ্ঠপোষকদের এগিয়ে আসা উচিত।

অপরাপর বক্তারা বলেন, প্রবাসের বাংলাদেশী নারীরাও এগিয়ে যাচ্ছে এবং মূলধারায় অবদার রাখার চেষ্টা করছে। এটা কমিউনিটির জন্য সুখবর। বক্তারা নারী সংগঠনের উদ্যোগে এমন মেলা আয়োজনের প্রশংসা করেন এবং ঐক্যবদ্ধভাবে কমিউনিটিকে আলো এগিয়ে নিয়ে সবার প্রতি আহবান জানান। মেলায় ছিলো শাড়ি-কাপড়, গয়না’র বিভিন্ন স্টল। আরো ছিল খাবারের স্টলও। এসব স্টলে ক্রেতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মত। মেলার বিশেষ আকর্ষণ ছিল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে নতুন প্রজন্মের মিথান ড্যান্স একাডেমি, লাইসা ও ওসমিতার মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করে। পুরো অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় ছিলেন উৎপল চৌধুরী।

অনুষ্ঠানের শেষে পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন ঢাকা থেকে আগত জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী পারভেজ সাজ্জাদ। এছাড়াও সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী কৃষ্ণা তিথি, ডা. সোহেল পারভেজ, সানজানা, অর্ণব ও উদীপ্ত চৌধুরী।

মেলার আয়োজনে সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন আহনাফ আলম, রাব্বি সৈয়দ, আনজাম সিদ্দিকী রাফি, অনুভা শাহীন, আইরিন রহমান, সেলিনা খানম, রেজওয়ানা বশির, শাহ ফারুক রহমান, মাসুদুর রহমান ও নুসরাত আলম। খবর ইউএনএ’র। ছবি পরিচয় এর নিজস্ব।

উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট শিল্পপতি হাসানুজ্জামান হাসান

নিউ ইয়র্কে নীলফামারী এসোসিয়েশনের বর্ণাঢ্য বনভোজন

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্কের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে চলছে বনভোজন মৌসুম। প্রতি সপ্তাহান্তেই বনভোজনে মেতে উঠছে বাংলাদেশীরা। বিশেষ করে আঞ্চলিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর মাঝে চলছে একধরণের প্রতিযোগিতা। কর্মময় ব্যস্ত জীবন থেকে কিছুটা স্বস্থি ও আনন্দঘন সময় কাটাতে তাই তারা বেছে নিচ্ছে কোলাহলহীন নির্জনতা। আয়োজন করছে বনভোজনের। নির্মল এমন উৎসব আয়োজন থেকে পিছিয়ে নেই প্রবাসের অন্যতম আঞ্চলিক সংগঠন নীলফামারী ডিষ্ট্রিক্ট এসোসিয়েশন নিউইয়র্ক, ইউএসএ। উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনপদ নীলফামারী। প্রবাসী নীলফামারীবাসীর মাঝে পারস্পরিক সম্পর্ককে আরো সুদৃঢ় করবে এমন প্রত্যাশায় এসোসিয়েশন বার্ষিক বনভোজনের আয়োজন করে গত ১৯ জুলাই, শনিবার। লং আইল্যান্ডের বেথপেজ স্টেট পার্কের ঈগল প্যাভেলিয়নে দিনভর চলে বনভোজনের বর্ণাঢ্য আনন্দ উৎসব।

রং বে রং-এর একগুচ্ছ বেলুন উড়িয়ে বর্ণাঢ্য এই বনভোজনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি, নর্থ বেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, নীলফামারীর সন্তান, আয়োজক সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা বিশিষ্ট শিল্পপতি হাসানুজ্জামান হাসান। এসময় নীলফামারী এসোসিয়েশনের কর্মকর্তা ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে হাসানুজ্জামান হাসান বনভোজনে অংশগ্রহণকারীদেরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, নীলফামারীবাসীর সাথে আমার সম্পর্ক

অত্যন্ত নিবিড়। বিশেষ করে এই সংগঠনের সাথে আমার পরিবারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সুশৃংখলভাবে বনভোজন আয়োজন করায় সংগঠনের কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জানান তিনি। তিনি বলেন, দেশ ও প্রবাসে নীলফামারীবাসীকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যেতে হবে।

মেলায় বিশেষ অতিথি ছিলেন অভিজাত গ্রুপের চেয়ারম্যান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মুস্তাফিজুর রহমান, নর্থবেঙ্গল ফাউন্ডেশন ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি ও বর্তমান প্রধান উপদেষ্টা ডা. আব্দুল লতিফ, ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক মোজাফফর হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক তনু খান ও সহ সভাপতি আবু তাহের, এমটিএ নিউইয়র্ক সিটির অবসর প্রাপ্ত পরিচালক নূর হোসেন সরকার, সাবেক সভাপতি এবং নীলফামারী ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের বর্তমান উপদেষ্টা হাসান কবীর ডাবলু, মর্টগেজ কর্মকর্তা শামনুন শিবলী এবং সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ খান।

উদ্বোধনী পর্বে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন নীলফামারী এসোসিয়েশনের সভাপতি মোহাম্মদ রোকানুজ্জামান রোকন ও সাধারণ সম্পাদক হৃষিকেশ রায়। বনভোজন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক হাবিবুল হক হাবিব, সদস্য সচিব শফিকুল ইসলাম স্বপন সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্ক সিটি ও লং আইল্যান্ডে বিভিন্ন স্থান থেকে প্রবাসী নীলফামারীবাসীরা সময়মতো পৌছে যান বনভোজন স্পটে। ফলে চমৎকার আবহাওয়ায় আকর্ষনীয় বেথপেজ পার্কে সকাল থেকেই জমে উঠে বনভোজন। উদ্বোধনের পর সকালের নাস্তা শেষ করে নানাবিধ খেলাধূলায় মেতে উঠে শিশু-কিশোর-কিশোরী থেকে শুরু করে সব বয়সীরা। শুরু হয় নারী-পুরুষ এবং ছোটদের খেলাধূলা। প্রতিযোগিতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে আকর্ষনীয় পুরস্কার বিতরণ করা হয়। মধ্যাহ্ন ভোজ পরিবেশন করা হয় বেলা দুপুর ২টায়। সবার মুখে ছিলো দেশীয় খাবারের প্রশংসা। যা বনভোজন আয়োজনের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। দুপুরের খাবারের পর ডেজার্ট হিসেবে পরিবেশন করা হয় ঐতিহ্যবাহী কালোজাম মিষ্টি এবং বাহারি মশলায় মিষ্টি পান-সুপারি।

অনুষ্ঠানে নীলফামারী ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের সৌজন্যে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি ও বর্তমান নীলফামারী ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়। এসময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথিবৃন্দ এবং নীলফামারী এসোসিয়েশনের কার্যকরী কমিটির মোহাম্মদ রোকন, হৃশি, হাবিবুল, স্বপন, গৌতম রায়, কৈলাশ, রাসেল, সুরুজ, রহমান, মুক্তা, টিটু, স্বপন রায়, পরিমল এবং রহিম।

সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রবাসের জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী রোকসানা মির্জা ও গৌতম রায়। তাদের পরিবেশনায় গান ও নৃত্যে জমে ওঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এসময় উপস্থিত সবাই নেচে-গেয়ে আনন্দে অংশগ্রহণ করেন। বিকেলের খাবার হিসেবে তরমুজ এবং ঝাল-মুড়ির সাথে পরিবেশন করা হয় স্পেশাল চা। যা উপস্থিত সবার প্রশংসা কুড়ায়।

এবারের বনভোজনে আকর্ষনীয় র‌্যাফল ড্র-তে ১৫টি পুরস্কার প্রদান করা হয়। প্রথম পুরস্কার হিসেবে স্বর্ণের চেইন, দ্বিতীয় পুরস্কার টিভি, তৃতীয় পুরস্কার এ্যাপল ওয়াচ, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পুরস্কার ল্যাপটপ সহ অন্যান্য আকর্ষনীয় পুরস্কার লটারী বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে তুলে দেয়া হয়। পরিশেষে এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক হৃষিকেশ রায় ধন্যবাদ সূচক এবং সভাপতি মোহাম্মদ রোকনুজ্জামান রোকন তার সমাপনী বক্তব্যে আগতদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বনভোজন অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। খবর ইউএনএ'র।

প্রবাসীদের ভোটাধিকার

৪৯ পৃষ্ঠার পর

সেমিনারের আলোচনায় অংশ নিয়ে নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ডিসি বাংলাদেশ দূতাবাস এবং নিউইয়র্ক ও ফ্লোরিডার কনস্যুলেটের মাধ্যমে ভোটার নিবন্ধ কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এজন্য কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ডিমান্ড পাঠানো হয়েছে। তবে প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে নানা জটিলতাও রয়েছে। তিনি বলেন, প্রাথমিকভাবে জন্ম নিবন্ধন আর বাংলাদেশের পাসপোর্ট থাকলেই প্রবাসীরা ভোট দিতে পারবেন। তবে কনসাল জেনারেলের এই বক্তব্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়।

প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রসঙ্গে কনসাল জেনারেলের বক্তব্যে গোজামিল আছে। তার বক্তব্য স্পষ্ট নয়। দেশের জন্য প্রবাসীদের ভূমিকা কম নয়। তিনি সুসংহিত প্রবাসী নাগরিক অধিকার আইন করার জন্য বাংলাদেশ সরকারের প্রতি দাবী জানান। এম এম শাহীন বলেন, এমপি থাকাকালীন সময়ে জাতীয় সংসদে প্রবাসীদের অধিকার নিয়ে কথা বলেছি। সোনালী এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা, নিউইয়র্কে বিমান চালুতে আবদান রেখেছি। তিনি সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের মতো সংরক্ষিত অন্তত ১০টি প্রবাসী আসন প্রতিষ্ঠান দাবী জানান। আবু তাহের বলেন, প্রবাসীদের ছোট করে দেখার কোন কারণ নেই। সময়ের দাবী প্রবাসীদের ভোটাধিকার। কনসাল জেনারেল বলেছেন বাংলাদেশ সরকার প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেবে। তবে এই দাবী কিভাবে বাস্তবায়ন হবে সেটাই বিবেচনার বিষয়।

ডা. ওয়াজেদ এ খান তার আলোচনায় সম্প্রতি বাংলাদেশ সফর এবং জাতীয় ঐক্যমত কমিশন সব বিভিন্ন মহলের সাথে তার বৈঠকের কথা উল্লেখ করে বলেন, অন্তর্বতী সরকারের কমিশন অনেক প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু সবার আগে আমাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে হবে। তিনি যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত সহ বিভিন্ন দেশের ভোটার প্রক্রিয়ার কথা তুলে ধরে বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার বাস্তবায়ন একটি জটিল প্রক্রিয়া হলেও সমাধান সম্ভব। তিনি বলেন সকল প্রবাসীর ভোটাধিকার নাগরিক অধিকার।

রতন তালুকদার বলেন, প্রবাসীরা দেশে রেমিট্যান্স পাটিয়ে দেশকে সমৃদ্ধ করছে। তাই ভোটাধিকার তো বটেই, সবচেয়ে বড় দরকার জাতীয় সংসদে প্রবাসীদের প্রতিনিধিত্ব। তিনি সংসদে সংরক্ষিত প্রবাসী আসন দাবী করেন। শেখ সিরাজুল ইসলাম বলেন, প্রবাসী বাংলাদেশীদের এনআইডি থাকলেই তিনি ভোট দিতে পারবেন। প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

মাহমুদ খান তাসের বলেন, দেশে উন্নয়নে প্রবাসীদের অবদান প্রশ্নাতীত। তাই প্রবাসীদের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্ল করার কোন কারণ নেই। তিনি প্রবাসীদের যথাযথ সম্মান ও অধিকার নিশ্চিত করার দাবী জানান।

নাসির আলী খান পল বলেন, বাংলাদেশী-আমেরিকার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে দেশে ভোটাধিকার রাখি না। তবে বর্তমান সময়ে দেশে ভোটের চেয়ে ভাতের অধিকার প্রতিষ্ঠা জরুরী বলে তিনি মন্তব্য করেন।

ড. শওকত আলী বলেন, পতিত আওয়ামী লীগ সরকার প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেয়নি। ড. ইউনূস সরকার প্রবাসীদের ভোটাধিকার দিচ্ছে। এজন্য অন্তর্বতী সরকারকে ধন্যবাদ জানাই।

আতাউর রহমান সেলিম বলেন, আমাদের একটাই দাবী প্রবাসীদের ভোটাধিকার। এজন্য সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আহসান হাবীব বলেন, বাংলাদেশ সরকার মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীদের একভাবে দেখে আর ইউরোপ-আমেরিকার প্রবাসীদের আরেকভাবে দেখে। তাই প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে প্রশ্নও রয়েছে। তিনি মুক্ত আলোচনা নয়, প্রকৃত অর্থেই সেমিনারের আদলে এমন গুরুত্বপূর্ন বিষয়ে আলোচনা উপর গুরুত্বারোপ করেন।

এটর্নী মঈন চৌধুরী বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার নতুন দাবী নয়, পুরনো দাবী। ভোটাধিকার গণতান্ত্রিক অধিকার। তবে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা না হলে ভোটাধিকারও প্রতিষ্ঠা হবে না। তিনি প্রত্যক্ষ, অনলাইন, মেইলিং এবং দূতাবাসের মাধ্যমে প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করার জন্য নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান।

ফখরুল আলম বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিয়ে অনেক কথা, সভা-সমাবেশ, সেমিনার হয়েছে। ভোটাধিকার প্রক্রিয়া সহজ নয়, এ ব্যাপারে টেকনিক্যাল নানা সমস্যা রয়েছে। আগে এসব সমস্যা জানতে হবে এবং সমাধান করতে হবে। দাবী আদায়ের জন্য শক্তভাবে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে।

গিয়াস আহমেদ বলেন, আমরা ডুয়েল সিটিজেনশীপ ছাড়া দেশে ভোটাধিকার পাবো না। তিনি প্রবাসীদের এমপি হওয়ার সুযোগ নিশ্চিত করার দাবী জানিয়ে বলেন, দেশে অনিয়মকারীদের দিয়ে নিয়ম/সংস্কার প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। আমরা দেশের নাগরিক হিসেবে গণতন্ত্রের জন্য লড়াই করেছি, তাই অধিকারও চাই।

মোহাম্মদ মালেক বলেন, প্রবাসীদের রেমিট্যান্সেই বাংলাদেশের অর্থনীতি দাঁড়িয়ে আছে। অথচ প্রবাসীরা মর্যাদা পাচ্ছেন না। তিনি বলেন, দেশবাসীর চেয়ে প্রবাসীদের দেশপ্রেম বেশী। প্রতিটি প্রবাসীর হৃদয়ে এক একটি বাংলাদেশ। তিনি বলেন, প্রবাসীরা সজাগ থাকলে সরকারও প্রবাসীদের অধিকারের বিষয়ে সজাগ হবেন।

এডভোকেট এন মজুমদার বলেন, প্রবাসীদেও ভোটাধিকার নিয়ে প্রেসক্লাবরে উদ্যোগ সময়োপযুগী। এজন্য তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান।

সামসুদ্দীন আজাদ বলেন, দেশের জন্য প্রবাসীদের অবদান আর দেশপ্রেম প্রশ্নাতীত। তবে সরকার আদৌ প্রবাসীদের ভোধিকার দেবেন কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে। তিনি বলেন, সরকার যদি দলমত নির্বিশেষে সকল প্রবাসীকে এনআইডি দেয় তাহলেই প্রবাসীরা ভোটাধিকার পাবেন।

আব্দুস সবুর বলেন, আমরা প্রবাসীদের অধিকার চাই, সুযোগ-সুবিধা চাই।

জাকির চৌধুরী সিপিএ বলেন, আমরা রেমিট্যান্স যোদ্ধা। ভোটাধিকার আমাদের অধিকার।

তোফায়েল চৌধুরী লিটন বলেন, প্রবাসীদের ভোটাধিকার না থাকলে আমাদেরও কোন সম্মান থাকবে না।

সৈয়দ আল আমীন রাসেল বলেন, আমরা প্রবাসীদের ভোটাধিকার চাই। তবে দেশের প্রেক্ষাপটে আইনী জটিলতা রয়েছে। আগে এই জটিলতা দূর করতে হবে।

দেলোয়ার হোসেন শিপন বলেন, সহজে প্রবাসীদের ভোটাধিকার পাওয়া যাবে না। এজন্য কঠোর আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সেমিনারে বক্তারা
প্রবাসীদের ভোটাধিকার সময়ের দাবী

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের আয়োজিত ‘প্রবাসীদের ভোটাধিকার’ শীর্ষক এক সেমিনার বক্তারা বলেছেন, একটি গণ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে অন্তবর্তী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জাতীয় ঐক্য আর সংস্কারের মধ্যদিয়ে চলছে নতুন বাংলাদেশ গড়ার। স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে দেশ গড়ায় প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদান কম নয়। প্রবাসী বাংলাদেশীরা এখন ‘রেমিট্যান্স যোদ্ধা’ হিসেবে স্বীকৃত। তাই সময়ে হয়েছে প্রবাসীদের মূল্যায়নের। প্রবাসী বাংলাদেশীদের ভোটাধিকার এখন সময়ের দাবী। তবে কিভাবে, কোন সহজ পদ্ধতিতে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেয়া যায় তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানে পৌছতে হবে। সেমিনারে কোন কোন বক্তা প্রবাসীদের সত্যিকারের সম্মান জানাতে জাতীয় সংসদের অন্তত ১০টি আসন ‘প্রবাসীদের জন্য সংরক্ষিত আসন’ প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। সেমিনারে নিউইয়র্কে নিযুক্ত বাংলাদেশের কনসাল জেনারেল মুহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, বাংলাদেশ সরকার প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র সহ ৫টি দেশে কাজ চলছে।

সিটির জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি সেন্টারে শুক্রবার (১৮ জুলাই) সন্ধ্যায় আয়োজিত ব্যতিক্রমী এই সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম এবং প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এবং বাংলা পত্রিকা’র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের এর লিখিত মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক এবিএম সালাহউদ্দিন আহমেদ। শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত প্রফেসর সৈয়দ আহমেদ। এরপর সাম্প্রতিককালে দেশ ও বিদেশে নিহত সাংবাদিক এবং বাংলাদেশের গণ অভ্যুত্থানে নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। পরবর্তীতে বিশেষ দোয়া মুনাজাত করেন সাংবাদিক মোহাম্মদ জহিরুল হক বশির। সেমিনার পরিচালনা করেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার। সেমিনারে নিউইয়র্কের বিভিন্ন মিডিয়ার সম্পাদক, সাংবাদিক এবং ক্লাব সদস্য ছাড়াও বিভিন্ন শ্রেনী ও পেশার ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে আলোচনায় অংশ নেন প্রেসক্লাবের অন্যতম উপদেষ্টা ও প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ, সাবেক এমপি ও সাপ্তাহিক ঠিকানা গ্রুপের চেয়ারম্যান এম এম শাহীন, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি এবং বাংলা পত্রিকা’র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের, ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সাপ্তাহিক জন্মভূমি সম্পাদক রতন তালুকদার, প্রেসক্লাবের সহ সভাপতি শেখ সিরাজুল ইসলাম, সাবেক সহ সভাপতি মাহমুদ খান তাসের, প্রবীণ প্রবাসী নাসির খান পল, বিশিষ্ট অর্থনীতিবীদ অধ্যাপক ড. শওকত আলী, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও টাষ্ট্রি বোর্ড সদস্য আহসান হাবীব, মূলধারার রাজনীতিক এটর্নী মঈন চৌধুরী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক গিয়াস আহমেদ, স্ট্যান্ডার্ডস এক্সপ্রেসের সিইও মোহাম্মদ মালেক, কমিউনিটি বোর্ড মেম্বার এডভোকেট এন মজুমদার মাষ্টার অফ ল, বিশিষ্ট রাজনীতিক সামসুদ্দীন আজাদ ও আব্দুস সবুর, জাকির চৌধুরী সিপিএ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তোফায়েল চৌধুরী লিটন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট সৈয়দ আল আমীন রাসেল ও দেলোয়ার হোসেন শিপন।

সেমিনারে পঠিত দীর্ঘ মূল প্রবন্ধটি রচনা করেন বাংলা পত্রিকা’র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশনের সিইও আবু তাহের। তাঁর অনুপস্থিতিতে বাংলা পত্রিকা ও টাইম টিভিতে কর্মরত সাংবাদিক সালাহউদ্দিন আহমেদ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। লিখিত প্রবন্ধে আবু তাহের উল্লেখ করেন, জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘনিয়ে এলেই প্রবাসীদের ভোটাধিকার প্রয়োগের প্রশ্নটি সামনে আসে। এ নিয়ে বিভিন্ন মহলে শুরু হয় বহুমাত্রিক আলোচনা। এবারও এর ব্যত্যয় ঘটেনি। নির্বাচনের সময় প্রবাসীরা দেশে এলে ভোট দিতে পারেন, এটা সবারই জানা। প্রবাসীদের দাবি ছিল, প্রবাস থেকেই যেন জাতীয় নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন। কিন্তু পূর্বাপর সরকারগুলো তাদের আশার ছলনে ভুলিয়ে রাখার কৌশল নিয়েছে, যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। প্রায় তিন দশক ধরে প্রবাসীদের ভোটাধিকার দেওয়ার পক্ষে জোরালো আওয়াজ তুললেও কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি কোর রাজনৈতিক দল। এতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের ভোটাধিকার কথাও তুলে ধরা হয়। প্রবন্ধের সবশেষে বলা হয়: বর্তমানে অন্তর্বতীকালীন সরকার ক্ষমতায়। তারাই পারবেন প্রবাসীদের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করতে। তারা ক্ষমতায় এসেছেন একটি সফল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে যার সক্রিয় অংশীজন ছিল দেড় কোটি প্রবাসী। অন্তর্বতীকালীন সরকারের পলিটিক্যাল কোনো ব্যাগেজ নেই। তাদেরকে তো অন্য কাউকে খুশি করতে হবে না। রাজনৈতিক দল বাইরে থাকতে যা বলে অনেক সময় ক্ষমতায় গিয়ে তা ভুলে যায়। আর এজন্যই তো দেড় কোটি প্রবাসীদের এই ন্যায্য দাবীকে মুলা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিলো বিগত ৫৪ বছর ধরে। সুতরাং আর দেরি নয়, প্রবাসীদের ভোটাধিকার দিতে হবে, নিশ্চিত করতে হবে ভোট প্রদান আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে। এটা বাংলাদেশের প্রায় এক দশমাংশ অর্থাৎ দেড় কোটি প্রবাসীদের প্রাণের দাবী।

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

নবযুগ সম্পাদক শাহাব সাগর উপদেষ্টা মনোনীত, জেবিএফএ’র ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি ৪ আগষ্ট

পরিচয় ডেস্ক : প্রবাসের অন্যতম সামাজিক সংগঠন জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি (জেএফএস)-এর ২৫ বছর পূর্তী পালনে সংগঠনের পক্ষ থেকে ব্যাপক প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে। আগামী অক্টোবর মাসের সুবিধাজনক সময়ে দু’দিনব্যাপী সংগঠনের ‘২৫ বছর পূর্তী’ অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। এদিকে সংগঠনের ‘ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি’ আগামী ৪ আগষ্ট সোমবার কুইন্সের কার্নিংহাম পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও ব্যাক টু স্কুল কর্মসূচীর আয়োজন করা হবে আগামী ২২ আগষ্ট শুক্রবার। অপরদিকে সংগঠনের সার্থে সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাব উদ্দিন সাগর-কে জেএফএস’র উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়েছে। সংগঠন সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

জেএফএস’র সাধারণ সম্পাদক এনায়েত মুন্সী জানান, জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটি নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির ঐতিহ্যবাহী সামাজিক সংগঠন। একটি সামাজিক সংগঠনের ২৫ বছর পূর্তী গৌরবেরও বিষয়। আমরা সবার অংশগ্রহনে জাঁকজমকভাবে ফ্রেন্ডস সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তী উদযাপনে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছি। চলছে নানা প্রস্তুতি। আর সামার মৌসুম উপলক্ষ্যে আয়োজন করা হচ্ছে বারবিকিউ পার্টির। আগামী ৪ আগষ্ট সোমবার কুইন্সের কার্নিংহাম পার্কে অনুষ্ঠিত হবে। এদিন অপরাহ্ন ৩টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত এই পার্টি চলবে। এতে খেলাধুলা ও র‌্যাফল ড্রও থাকবে। অপরদিকে শিশু-কিশোর-কিশোরীদের জন্য আগামী ২২ আগষ্ট শুক্রবার আয়োজন করা হবে ‘ব্যাক টু স্কুল’ কর্মসূচী।

এনায়েত মুন্সী জানান, আমরা সবাইকে নিয়ে ফ্রেন্ডস সোসাইটিকে আরো শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ করতে চাই। এই লক্ষ্যে সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক জনাব শাহাব উদ্দিন সাগরকে সংগঠনের উপদেষ্টা মনোনীত করা হয়েছে। গত ১ জুলাই তার মনোনয়ন চুড়ান্ত করে চিঠির মাধ্যমে সবাইকে অবহিত করা হয়েছে।

তিনি আরো জানান, ‘ফ্যামিলি বারবিকিউ পার্টি’ সফল করতে সংগঠনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক জে মোল্লা সানি-কে আহবায়ক ও কার্যকরী সদস্য নওশাদ হায়দার-কে সদস্য সচিব করে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এছাড়াও সোসাইটির ২৫ বছর পূর্তী পালন আয়োজক কমিটির আহবায়ক মনোনীত হয়েছেন সংগঠনের সাবেক সভাপতি বিলাল চৌধুরী এবং সদস্য সচিব মনোনীত হয়েছেন সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ। কর্মসূচীগুলোর সার্বিক তত্ত্বাবধানে থাকবে সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা, সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। খবর ইউএনএ’র।

যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দাম রেকর্ড বেড়েছে,

৫২ পৃষ্ঠার পর

যুক্তরাষ্ট্রে গবাদিপশুর সংখ্যা ছিল ৮ কোটি ৬৭ লাখ। এটি ২০১৯ সালের তুলনায় ৮ শতাংশ কম ও ১৯৫১ সালের পর সর্বনিম্ন।

খরা, গরুর মূল্যবৃদ্ধিসহ নানা কারণে গবাদিপশুর সংখ্যা কমে গেছে। এর সঙ্গে নতুন করে যোগ হয়েছে মেক্সিকোতে একটি পরজীবীর বিস্তার ও ব্যাপক শুল্ক আরোপের আশঙ্কা। আর এসব কারণে গরুর মাংসের সরবরাহ আরও কমতে ও দাম আরও বাড়তে পারে।

গবাদিপশুর সংখ্যা হ্রাস : টেক্সাস এঅ্যান্ডএম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতিবিদ ডেভিড অ্যান্ডারসনের মতে, প্রযুক্তির মাধ্যমে বড় আকৃতির গরু উৎপাদনের সক্ষমতা বাড়লেও ২০২০ সালে শুরু হওয়া দীর্ঘ খরার কারণে পশু খাবারের দাম বেড়েছে। এর পর থেকে পশ্চিমাঞ্চলজুড়ে খরা অব্যাহত রয়েছে। খাদ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে এমনিতেই স্বল্প লাভে পরিচালিত খামারগুলো চাপে পড়ে যায়। ফলে অনেক খামারি তাঁদের প্রজননক্ষম গরু জবাই করে দেন। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে বাজারে গরুর মাংসের জোগান বাড়লেও গরুর সংখ্যা কমে যায়।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রে গরুর দাম আকাশচুম্বী। এখন একেকটি গরু বিক্রি হচ্ছে হাজার হাজার ডলারে। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী, একেকটি গরু ১০০ পাউন্ড (প্রায় ৪৫ কেজি) ২৩০ ডলারের বেশি দাম ধরে বিক্রি হচ্ছে।

এমন বেশি দাম অনেক খামারিকে এখনই গরু বিক্রি করে বেশি মুনাফা তুলে নিতে উদ্বুদ্ধ করছে। প্রজননের উদ্দেশ্যে তাঁরা গরুগুলো না রেখে বিক্রি করে দিচ্ছেন। টেক্সাস এঅ্যান্ডএমের ডেভিড অ্যান্ডারসনের মতে, ভবিষ্যতে দাম কমে যাওয়ার আশঙ্কা থাকায় অনেকেই এখন গরু বিক্রির দিকে ঝুঁকছেন।

রোগের ব্যাপকতা : মেক্সিকোর গবাদিপশুর পালে একটি মাংসাশী পরজীবীর আবির্ভাবের কারণে যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংস সরবরাহ আরও চাপে পড়েছে। এ ঝুঁকির কারণে গত বছর যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ সীমান্ত দিয়ে গরু আমদানি পুরোপুরি বন্ধ করে দেয়।

অথচ যুক্তরাষ্ট্রে জবাই হওয়া ৪ শতাংশ গরুই আসে মেক্সিকো থেকে। ওই পরজীবী টেক্সাসে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন কৃষি কর্মকর্তারা।

শুল্কের আশঙ্কা : যুক্তরাষ্ট্র প্রতিবছর ৪০০ কোটি পাউন্ড গরুর মাংস আমদানি করে। এর বড় অংশ আসে অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড থেকে। এগুলোর ওপর এখনো ১০ শতাংশ শুল্ক রয়েছে।

তবে ব্রাজিল থেকে আসা মাংসের ওপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। দীর্ঘ মেয়াদে এ শুল্ক কার্যকর হলে মাংস প্রক্রিয়াজাতকারীদের খরচ বাড়বে।

দাম কমার সম্ভাবনা কম : এখন যুক্তরাষ্ট্রে বারবিকিউ মৌসুম চলছে। এ সময় গরুর মাংসের চাহিদা বরাবরের মতোই তুঙ্গে। কানসাস স্টেট ইউনিভার্সিটির কৃষি অর্থনীতিবিদ গ্লিন টনসোর বলেছেন, এ চাহিদাই মূলত গরুর মাংসের দামকে ঊর্ধ্বমুখী রাখতে সাহায্য করছে।

মন্ট্রিয়লে ৩৯তম ফোবানা কনভেনশনে অন্যতম আকর্ষণীয় ইভেন্ট হচ্ছে সেমিনার

পরিচয় ডেস্ক : কানাডা-বাংলাদেশ সলিডারিটি'র আয়োজনে মন্ট্রিয়লের প্লাজা ডাউনটাউন হোটেলে আগস্ট ২৯-৩১ (২০২৫) তারিখে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৩৯তম ফোবানা কনভেনশন।

এই ফোবানা কনভেনশনে মেধা প্রজ্ঞা আর অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ বুদ্ধিভিত্তিক আলোচনার অন্যতম আকর্ষণীয় ইভেন্ট হচ্ছে সেমিনার।

আগস্টের ৩০ তারিখ শনিবার অপরাহ্ন ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে এই সেমিনার। অংশ নিবেন কানাডা আর বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিকগণ, কানাডার সরকারি বেসরকারিখাতে কর্মরত অভিবাসী বাংলাদেশিগণ, কানাডায় বাংলা ভাষাভাষী আলোকিত ব্যক্তিগণ।

সেমিনার ব্যবস্থাপনা,সমন্বয় আর পরিচালনায় থাকছেন লেখক, বিতার্কিক, কলামিস্ট এবং অণুজীব বিষয়ে কানাডায় একটি বহুজাতিক কর্পোরেটে কর্মরত ডিরেক্টর টেকনিক্যাল সার্ভিস ড. শোয়েব সাঈদ।

সেমিনারের বাংলাদেশ আর কানাডার স্বার্থসংশ্লিষ্ট সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মোট চারটি কিনোট/মূল বক্তৃতার আয়োজন করা হয়েছে।

সাইবেরিয়া ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক,বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক, বিশিষ্ট কলামিস্ট ড. এন এন তরুণ চক্রবর্তী বক্তৃতা করবেন "অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের যুগে কানাডা ড়আমেরিকা বাণিজ্য যুদ্ধ" শীর্ষক বিষয়ে। এই অধিবেশনে সভাপতি থাকছেন ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জন গলব্রেইথ। কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎ এবং কম্পিউটার প্রকৌশলে পিএইচডিরত তরুণ গবেষক, সাংস্কৃতিক এক্টিভিস্ট আযফার আদীব উপস্থাপন করবেন "প্রযুক্তি, পরিচয় ও প্রবাস: ভবিষ্যতের বাংলাদেশ গড়তে তরুণদের ভূমিকা" শীর্ষক বক্তৃতা। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মোলসন বিজনেজ স্কুলের হিসাব রক্ষণ বিভাগের অধ্যাপক ড. মজিদুল ইসলাম।

ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এবং ক্লাসিক্যাল স্টাডিস বিভাগের অধ্যাপক, বিশিষ্ট লেখক, ইতিহাসবিদ ড. শুভ বসু উপস্থাপন করবেন "বৈশ্বিক রাজনীতির পরিবর্তন, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান এবং বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ"। এই সেশনে প্রিজাইডিং চেয়ার থাকছেন অটোয়ার কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন এবং লিগ্যাল স্টাডিস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ হাসান।কানাডা সরকারের কর্মসংস্থান এবং সামাজিক উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক ড. নাসিম সাঈদি বক্তৃতা করবেন "অভিবাসীর অর্থনীতি, অর্থনীতিতে অভিবাসী" শীর্ষক বিষয়ে। এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করবেন অর্থনীতিতে কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. সৈয়দ এম আহসান।

এই সেমিনারের প্যানেল আলোচনায় আলোচক হিসেবে উপস্থিত থাকছেন একঝাঁক প্রজ্ঞাবান আলোকিত বাংলাদেশি/বাংলা ভাষাভাষী শিক্ষক, গবেষক, লেখক, সামাজিক সাংস্কৃতিক এক্টিভিস্ট। তাঁদের অন্যতম হচ্ছেন বেটার বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন-বিবিএফ এর চেয়ারম্যান এবং সিইও অধ্যাপক মাসুদ এ খান, চট্টগ্রাম ভেটেনারি এবং এনিম্যাল সায়েন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষক ড. আশিকুর রহমান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড.আবু সালেহ মোহাম্মদ সোয়াদ, কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরাল রিসার্চ স্কলার এবং কালচারাল এক্টিভিস্ট সৈকত, কানাডা সরকারের পলিসি এনালিস্ট শরিফ হাসান, কানাডা সরকারের এনালিস্ট আকলিমা চমন, ম্যাকগিলের গবেষক আজনা ইসলাম, মণিপুরি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য বিশেষজ্ঞ হামোম প্রমোদ, মণিপুরি সাহিত্য সংস্কৃতি এক্টিভিস্ট শেরাম রিপন। - প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র প্রায় এক লাখ কবরের বাংলাদেশ সেমিট্রি'র কাজ শুরু ৩১ জুলাই

৫২ পৃষ্ঠার পর

বছরের ১৬ ডিসেম্বর ক্রয় সম্পন্ন হয়। নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে বৃহৎ এই প্রকল্পের কাজ এগিয়ে চলছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের কল্যাণে প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ এই প্রকল্পে কবরের ব্যবস্থা ছাড়াও ফিউনেরাল ও নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা থাকবে। গত ২৪ জুলাই বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জ্যাকসন হাইটসে অয়োজিত জনাকীর্ণ এক সংবাদ সম্মেলনে এই

প্রকল্পের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রকল্পের সদস্য সচিব এবং পরিচালক ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সফল সাধারণ সম্পাদক জাহিদ মিন্টু এসব তথ্য জানান।

সংবাদ সম্মেলনে আরো জানানো হয় যে, ক্রয়কৃত 'বাংলাদেশ সেমিট্রি'র মাটির পরীক্ষা সহ অন্যান্য কাজ সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ৩১ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে। এতে পর্যায়ক্রমে লক্ষাধিক কবর তৈরী করা হবে। আগামী সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস থেকে কবরে লাশ দাফন করা যাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মসজিদ কমিটি, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন ২০ হাজারের মতো কবর ক্রয় করেছেন।

সংবাদ সম্মেলনের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন 'বাংলাদেশ সেমিট্রি' প্রকল্পের আহবায়ক এবং বাংলাদেশ সোসাইটি ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র সাবেক সভাপতি আব্দুর রব মিয়া। এরপর প্রকল্পের অগ্রগতি তুলে ধরেন জাহিদ মিন্টু। পরবর্তীতে প্রকল্পতি বাস্তবায়নে সবার সহযোগিতা কামনা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন প্রকল্পের চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান ও গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক। সংবাদ সম্মেলনের সার্বিক বিষয় সমন্বয় করেন সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক মিজানুর রহমান।

সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমীন সিদ্দিকী ও সাবেক কোষাধ্যক্ষ আজহারুল ইসলাম সহ গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটির কর্মকর্তাদের মধ্যে ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য খোকন মোশাররফ, রফিকুল ইসলাম ভূইয়া, আবুল কালাম, রমেশ চন্দ্র দেবনাথ, মাইনুল ইসলাম মাহবুব, সহ সভাপতি মোহাম্মদ তাজু মিয়া, সহ সাধারণ সম্পাদক ছালেহ আহমেদ রুবেল, দপ্তর সম্পাদক মিরন কিবরিয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল ইসলাম তাবু, ভারপ্রাপ্ত কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সদস্য মাহবুবল হক ও আব্দুল মালেক খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। খবর ইউএনএ'র। সকল ছবি পরিচয় এর নিজস্ব।

মিশিগানের গবেষণাগারে টিকা উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মমতা

৫২ পৃষ্ঠার পর

ও টেকসই টিকা উদ্ভাবনে। পাশাপাশি তিনি ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্র্যাজুয়েট টিচিং ও রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবেও কাজ করছেন। বিজ্ঞান ও মানবতার কল্যাণে এই নবীন গবেষকের নিরলস চেষ্টা আজ আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্ব পাচ্ছে।

শিকড় থেকে শিখরে

শৈশব থেকেই প্রকৃতির বিভিন্ন রহস্য ঘিরে কৌতূহল ছিল মমতার। বাড়ির নানা উপকরণ মিশিয়ে রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটানোর চেষ্টা, টেলিভিশনে বিজ্ঞানের অনুষ্ঠান দেখে বিস্ময়ে মুগ্ধ হওয়া, আর বাবার কাছ থেকে শোনা বৈজ্ঞানিক যুগান্তকারী উদ্ভাবনের গল্পড়এ সবই মমতার ভেতরে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসার বীজ বপন করেছে।

নারী হওয়ার চ্যালেঞ্জ

গ্রামীণ শিক্ষার্থীদের মতো মমতাও নানা প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হয়েছেন। টিউশন ফি, বইপত্র কেনা, ল্যাব ও লাইব্রেরির অভাব, বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট-বিভ্রাট ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তবে দমে যাননি তিনি। নিজে অধ্যয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেছেন, বন্ধুদের সঙ্গে পড়াশোনার গ্রুপ তৈরি করেছেন, অনলাইন রিসোর্স কাজে লাগিয়েছেন। এমনকি সূর্যের আলোতে পড়াশোনা করে বিদ্যুৎ ঘাটতি পুষিয়ে নিয়েছেন।

ঢাবি থেকে মিশিগানে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগ থেকেই অর্গানিক কেমিস্ট্রির প্রতি মমতার গভীর আগ্রহ সৃষ্টি হয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে তিনি অ্যাডভান্সড রিঅ্যাকশন মেকানিজম, ন্যাচারাল প্রোডাক্টস, মেডিসিনাল কেমিস্ট্রি, বায়ো-অর্গানিক কেমিস্ট্রি ও স্টেরিওকেমিস্ট্রির মতো বিষয় অধ্যয়ন করেন। তাঁর এম এস পর্যায়ের সুপারভাইজর অধ্যাপক ড. এস এম মিজানুর রহমান তাঁকে গবেষণার শৃঙ্খলা ও কৌতূহলের মধ্যে সুষম সমন্বয় শেখান। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে পিএইচডি গবেষণার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমানোর সাহস জুগিয়েছে। ড. শুফেই হুয়াংয়ের অধীনে গবেষণা করছেন। এখানেই তিনি সিনথেটিক কেমিস্ট্রি (কার্বোহাইড্রেট) ও ভ্যাকসিন ডিজাইনের ব্যবহারিক দিক আয়ত্ত করেছেন।

ভ্যাকসিন গবেষণায় অগ্রণী ভূমিকা

মমতা এখন গবেষণা করছেন গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া দমনে সার্বজনীন ভ্যাকসিন তৈরির লক্ষ্যে। এই ব্যাকটেরিয়া রক্তজনিত সংক্রমণ, ইউরিনারি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন, নিউমোনিয়া ও গ্যাস্ট্রোঅ্যান্টারাইটিসের জন্য দায়ীড় বিশেষ করে যেসব প্রজাতি কারবাপেনেম অ্যান্টিবায়োটিক প্রতিরোধী হয়ে উঠেছে। এই 'সুপারবাগ'-এর বিরুদ্ধে কার্যকর টিকা তৈরি করা এখন বৈশ্বিক জরুরি চাহিদা। মমতা এমন একটি কার্যকর, সাশ্রয়ী ও স্কেলযোগ্য ভ্যাকসিন প্ল্যাটফর্ম তৈরিতে কাজ করছেন, যা উন্নত দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নয়নশীল দেশ বিশেষ করে বাংলাদেশের জন্যও সমানভাবে উপযোগী হবে। এই উদ্যোগ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'টিকা সবার জন্য' দর্শনের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক প্রকাশনা ও সম্মাননা

সম্প্রতি সায়েন্সডিরেক্ট প্ল্যাটফর্মের দ্য জার্নাল অব প্যাথলজি-রিসার্চ অ্যান্ড প্র্যাকটিসে তাঁর একটি গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যেখানে তিনি সহলেখক। সেখানে ক্যানসার-সম্পৃক্ত ফাইব্রোব্লাস্টের (ঈঅঋং) ভূমিকা, ব্রেন মেটাস্টেসিস, ওষুধ প্রতিরোধ ও সম্ভাব্য থেরাপি নিয়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। মমতা আক্তার ২০১৭১৮ অর্থ বছরে এম.এস. প্রোগ্রামে গবেষণার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ পেয়েছেন। ২০২৪ সালের মার্চে তিনি মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটি থেকে ইমার্জেন্সি ফেলোশিপ ফান্ডিং পেয়েছেন, একই বছর বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

পরিচয় | PARICHOY | PUBLISHED FROM NEW YORK | Issue 1639, Saturday, July 26, 2025 | শেষের পাতা

যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দাম রেকর্ড বেড়েছে, কারণ কী

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দামে রেকর্ড হয়েছে। সাধারণত বারবিকিউ মৌসুম উপলক্ষে বছরের এ সময় দাম ঊর্ধ্বমুখী থাকে। তবে চলতি বছর রেকর্ড মূল্যবৃদ্ধির পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, দামে এমন ঊর্ধ্বগতি থেকে ক্রেতারা খুব শিগগির রেহাই পাচ্ছেন না।

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গত মাসে এক পাউন্ড (প্রায় আধা কেজি) গরুর মাংসের কিমার গড় দাম দাঁড়িয়েছে ৬ ডলার ১২ সেন্টে। বছরের ব্যবধানে এ দাম প্রায় ১২ শতাংশ বেশি।

অন্যদিকে সব ধরনের রান্না না করা মাংসের বড় টুকরার (বিফ স্টেক) গড় দাম বেড়ে হয়েছে পাউন্ডপ্রতি ১১ ডলার ৪৯ সেন্ট। এক বছরের ব্যবধানে দাম বেড়েছে ৮ শতাংশ। তবে এ মূল্যবৃদ্ধি নতুন নয়। ২০ বছর ধরেই যুক্তরাষ্ট্রে গরুর মাংসের দাম ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে। কারণ, মাংসের চাহিদা বেশি থাকলেও গরুর সরবরাহ কমতির দিকে। এমনকি কয়েক দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্রে গবাদিপশুর সংখ্যা ধারাবাহিকভাবে কমছে। দেশটির কৃষি বিভাগের তথ্যমতে, চলতি বছরের ১ জানুয়ারি পর্যন্ত *বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়*

মিশিগানের গবেষণাগারে টিকা উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশের মমতা

পরিচয় ডেস্ক : ময়মনসিংহের সদর উপজেলার রঘুরামপুরের এক প্রতিভাবান তরুণী এখন যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান মিশিগান স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভ্যাকসিন উদ্ভাবনের গুরুত্বপূর্ণ গবেষণায় নিয়োজিত। তাঁর নাম মমতা আক্তার। তিনি বর্তমানে অর্গানিক কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করছেন এবং গবেষণা করছেন প্রাণঘাতী গ্রাম-নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া অ্যান্টারোব্যাকটেরিয়াসি ফ্যামিলি দমনে কার্যকর *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্রে কর্মসংস্থানে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি জোরদারে ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি

পরিচয় ডেস্ক : প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রযুক্তি কোম্পানিগুলোকে সতর্ক করে বলেছেন, এখন থেকে ‘আমেরিকা ফার্স্ট’ নীতি মেনে চলতে হবে। তিনি ভারতের নাগরিকদের নিয়োগ ও চীনে উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনার কঠোর সমালোচনা করেছেন।

ওয়াশিংটনে এক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, গুগল, মাইক্রোসফট ও অ্যাপলের মতো প্রতিষ্ঠানগুলো আমেরিকান স্বাধীনতার সুফল ভোগ করলেও তাদের কারখানা তৈরি করেছে চীনে এবং কর্মী নিয়োগ করছে ভারতে। এতে দেশের ভেতরের নাগরিকদের *বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়*

পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের ধর্মঘট, যুক্তরাষ্ট্রের চার শহরে আবর্জনার দুর্গন্ধ

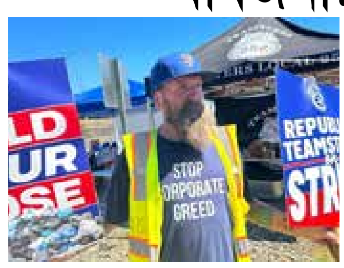

পরিচয় ডেস্ক : আবর্জনা ফেলার বড় কনটেইনার উপচে পড়ছে ব্যাগ। ভনভন করছে মাছি। গ্রীষ্মের রোদে ভেসে আসছে দুর্গন্ধ। যুক্তরাষ্ট্রের উপকূলীয় শহরগুলোর চিত্র বলতে গেলে এখন এমনই।

কারণ দেশটির বেসরকারি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা কোম্পানি রিপাবলিক সার্ভিসেসের ২ হাজারের বেশি পরিচ্ছন্নতাকর্মী তিন সপ্তাহের বেশি সময় ধরে বর্জ্য সংগ্রহে অনীহা জানিয়ে ধর্মঘটে রয়েছেন। কোম্পানিটি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শহরে পৌরসভার সঙ্গে চুক্তি করে বর্জ্য অপসারণের কাজ করে থাকে। রিপাবলিক সার্ভিসেসের কর্মীদের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

মাত্র ১০ মিনিট হাঁটা, ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখার সহজ উপায়

পরিচয় ডেস্ক : বর্তমানে ডায়াবেটিস যেন ঘরে ঘরে এক পরিচিত সমস্যা। বয়স ৩০ ছুঁইছুঁই করতেই অনেকেই এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। কারণ হিসেবে রয়েছে অনিয়মিত খাওয়াদাওয়া, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন আর অতিরিক্ত মানসিক চাপ। কেউ কেউ আবার নিয়ম মেনেও এই রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন শুধুমাত্র জিনগত কারণে।

ডায়াবেটিস একা আসে না। সঙ্গে নিয়ে আসে কোলেস্টেরল, থাইরয়েড, উচ্চ রক্তচাপের মতো বহু সমস্যা। তবে একটা সহজ *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

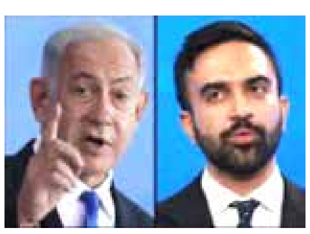

মেয়র হলেও এক মেয়াদের বেশি টিকবেন না তিনি বললেন নেতানিয়াহু

পরিচয় ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের মেয়র পদপ্রার্থী জোহরান মামদানির তীব্র সমালোচনা করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। নিউইয়র্ক ঘিরে মামদানির আনা প্রস্তাবগুলোকে ‘বোকামি’ বলে উল্লেখ *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ’র প্রায় এক লাখ কবরের বাংলাদেশ সেমিট্রি’র কাজ শুরু ৩১ জুলাই

পরিচয় ডেস্ক : গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ’র উদ্যোগে নিউইয়র্কে প্রায় এক লাখ কবরের ‘বাংলাদেশ সেমিট্রি’র কাজ আগামী ৩১ জুলাই শুরু হতে যাচ্ছে। এই লক্ষ্যে নিউইয়র্কের আপস্টেটের স্কটটাউনে প্রায় ১২৬ একর জমি নগদ অর্থে গত *বাকি অংশ ৫০ পৃষ্ঠায়*

ভারতের উগ্র হিন্দুত্ববাদীরা কেন জোহরান মামদানিকে আক্রমণ করছেন

পরিচয় ডেস্ক : নিউইয়র্ক নগরের মেয়র পদে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রাইমারিতে জোহরান মামদানির ঐতিহাসিক বিজয় যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোড়ন তুলেছে।

কুইন্স থেকে নির্বাচিত ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট *বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়*

নিষেধাজ্ঞায় পড়তেই হলো মেসিকে

পরিচয় ডেস্ক : ইন্টার মিয়ামির কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো ঘণ্টাখানেক আগেই বলেছিলেন, লিওনেল মেসি ও জর্দি আলবাকে নিষেধাজ্ঞায় পড়তে হবে না। কারণ হিসেবে তিনি তাদের চোট সমস্যার কথা সামনে আনেন। কিন্তু মেজর লিগ সকার (এমএলএস) কর্তৃপক্ষ কঠোর নিয়মে একটুও ছাড় দিলো না। ফলে নিষেধাজ্ঞায় পড়তেই হলো মেসিকে। *বাকি অংশ ৩৭ পৃষ্ঠায়*